উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি টিউলিপের ৮

ফের বাংলা দখলের হুংকার শা'র
প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির সমস্ত নেতাই পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফোটাতে মরিয়া। এবার তামিলনাড়ুর মাটিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের কথা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৭° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

ফরাসি ওপেনে চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ ১২

শিলিগুড়ি ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 9 June 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 22

সময়ের কথা

শুধু রাজনীতি নয়, উন্নয়নের জন্য জরুরি গবেষণাও

অঞ্জন চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ বা উত্তরের জেলা বললেই ভেসে ওঠে সবুজ বন, চা বাগান, কাঞ্চনজঙ্ঘা, টয়ট্রেন বা আত্মপরিচয়ের আন্দোলনের ওঠানামা। কান পাতলেই শোনা যায় ভাওয়াইয়া, গম্ভীরার সুর। তুলাইপাঞ্জির গন্ধ, ফজলি আমের স্বাদে কেটে যাওয়া সময়। আর এসবের মাঝেই ঘুরেফিরে আসে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার তত্ত্ব। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে বিস্তর উন্নয়নের ফারাক। উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্যের ভাবনার রাজনৈতিক সলতে পাকানো অনেক আগে থেকেই চলছে। মানসিক স্তরে একটা বৈষম্যের কাল্পনিক রেখা, হয়তো নীরবে কিন্তু গড়পড়তা উত্তরবঙ্গবাসীদের মধ্যে ছোট পাহাড়ি নদীর মতো বয়ে চলে। আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে আলোচনা না করে তত্ত্ব ও তথ্যগতভাবে পর্যালোচনা প্রয়োজন। তাতে উত্তরের সার্বিক মঙ্গল হবে।

বিভিন্ন সূচকের নিরিখে গত দশ বছরে রাজ্যের জেলাগুলির অবস্থার পরিবর্তনের একটি তুলনামূলক আলোচনার গবেষণামূলক তথ্য সম্প্রতি দি ইন্ডিয়ান ইকনমিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আঞ্চলিক বৈষম্যের রূপরেখাটি নিতান্তই গবেষণা ও পরিসংখ্যানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নির্ভর, কোনও স্থানীয় আবেগ বা মোটা রাজনীতির কচকচি দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। আবার পরিসংখ্যানগত তুলনার একটা বড় সীমাবদ্ধতা হল, স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের মধ্যে যে ফারাক থাকে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গতিপ্রকৃতির যে প্রভাব থাকে, তাকে বাদ দিয়ে গড়পড়তা আলোচনা হয়- যেটা অর্থনীতির একটা প্রচলিত সীমাবদ্ধতা যা অর্থনীতিবিদরা মেনেও মানেন না।

শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলিকে সূচক হিসাবে ধরে এগিয়েছে মূল গবেষণা। চিকিৎসাকেন্দ্রে বেড, ডাক্তার, শিক্ষাকেন্দ্র ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত

এরপর দশের পাতায়

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত অভিযুক্ত

প্রতিবাদীর বাড়ির কাছে গুলি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : রবিবার রাতে দেবীডাঙ্গা বাজার এলাকার বাসিন্দা সোনাই বারুইয়ের বাড়ির সামনে তিন রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় মাদক কারবারের প্রতিবাদ করেছিলেন সোনাই। তার জেরেই দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এর পিছনে জমির কারবার নিয়ে বিবাদের ঘটনাও থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ ইতিমধ্যেই এক রাউন্ড গুলির খোল উদ্ধার করেছে। আর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দীপক কামতিকে এলাকা থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'তিন রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ করা হয়েছে। আমরা এক রাউন্ড গুলির খোল পেয়েছি।'

সোনাইয়ের পরিবারের সদস্য ভোলা বারুইয়ের অভিযোগ, 'দীপক ওরফে দীপু এলাকায় মাদকের ব্যবসা করে। আমরা সেটার প্রতিবাদ করেছিলাম। সেকারণেই দীপু আমাদের ওপর হামলা করেছে। আমাদের মারার জন্য গুলি চালিয়েছে।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'প্রতিবাদী আর একজনের বাড়ির সামনেও গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। সে প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি থেকে পালিয়েছে।'

এদিকে, ঘটনার পেছনে জমি সংক্রান্ত কোনও কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোনাই ও দীপক দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় জমি কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে থানায়। এমনকি এর আগেও অস্ত্র আইনে দীপককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত শুক্রবার থেকেই ওই দুজনের মধ্যে ঝামেলা চলছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। মারধরের অভিযোগ তুলে সোনাই ওইদিন প্রধাননগর থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। এরপর থেকেই পুলিশ দীপকের খোঁজ চালাচ্ছিল। এদিন রাতে দীপক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে

বিস্তর গণ্ডগোল

- সোনাই ও দীপক দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় জমি কারবারের সঙ্গে যুক্ত
- এর আগেও অস্ত্র আইনে দীপককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
- মাদক কারবারের প্রতিবাদ করেন সোনাই, অভিযোগ তারপরই এমন ঘটনা
- শুক্রবার থেকেই দুজনের মধ্যে ঝামেলা চলছিল
- মারধরের অভিযোগ তুলে সোনাই ওইদিন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন

সোনাইয়ের বাড়ির সামনে হাজির হয়। তারপর গুলি চালায় বলে অভিযোগ।

এদিকে, গুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দেন বারুই পরিবারের লোকজন। ফোনে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এরপর প্রধাননগর থানার পুলিশ দীপকের খোঁজ শুরু করে। শেষমেশ এলাকা থেকেই পাকড়াও করা হয় তাকে।

দুই নেতার গ্রেপ্তারির বিরোধিতায় একজোট পাহাড়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : দার্জিলিং পাহাড়ের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে সিকিমের পুলিশ। আর সেই গ্রেপ্তারি নিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন পড়েছে। সিকিম সরকারের এই ভূমিকায় একজোট হয়ে বিরোধিতা করেছে এরাজ্যের পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি।

যা নিয়ে সিকিম-দার্জিলিং রাজনৈতিক উত্তাপও বাড়ছে। সিকিম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু ধারায় মামলা করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, সম্প্রতি সিকিমের সঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পংকে জুড়ে দেওয়ার যে দাবি উঠতে শুরু করেছে, সিকিম সরকার সেই দাবির ঘোরতর বিরোধী। আর তার জেরেই এই গ্রেপ্তারি।

গোর্খাল্যান্ডের দাবি পূরণ হওয়ার নয়, এটা বুঝেই দার্জিলিং, কালিম্পংকে সিকিমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার দাবি উঠছে। এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বের অনেকেই মনে করেন, দার্জিলিং ও কালিম্পং একসময় সিকিমেরই অংশ ছিল। তাই পুনরায় এই অঞ্চলকে সিকিমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক। এই দাবি নিয়ে সম্প্রতি গোর্খা সেবা সেনা এবং কালিম্পংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন সিটিজেন্স ফোরাম সরব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সিকিম সফরের

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

সভানেত্রীর ইস্তফা ঘিরে বিতর্ক
▸▸ *তিনের পাতায়*

'কাকা'র ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা কিশোরী
▸▸ *চারের পাতায়*

বাজারে বাজারে অবৈধ কাঠামো
▸▸ *নয়ের পাতায়*

'বাফার জোন'-এ অবাধে নির্মাণ

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি হচ্ছে ক্যাফে, রেস্তোরাঁ ও হোমস্টে। অনুমতি ছাড়াই মদ বিক্রির অভিযোগ সেখানে। পারাপার করতে তরিবাড়ি নদীতে তারজালিতে বোল্ডার বেঁধে তৈরি করা হচ্ছে পিলার। অথচ সবার চোখ 'বন্ধ'।

সবুজের শিয়রে শঙ্কা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : প্রবল গরমে পাহাড় ঘেরা জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় কাছের মানুষকে নিয়ে সময় কাটাতে চান তো চলে আসুন আমাদের রিসর্টে, এমন ট্যাগলাইন ব্যবহার করেই গ্রাহক টানছে শিলিগুড়ির গুলমা, তরিবাড়ি এলাকার রেস্তোরাঁ, হোমস্টেগুলি। আগে যেখানে হাতে গোনা রেস্তোরাঁ ছিল এখন সেখানে নতুন নতুন রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি। মহানন্দা অভয়ারণ্যের এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যেই এই রেস্তোরাঁগুলি তৈরি হয়েছে।

২০২২ সালের ৩ জুন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী যে

গুলমাখোলায় নদীর কাছেই তৈরি হয়েছে রিসর্ট ও রেস্তোরাঁ। -সূত্রধর

কোনও সংরক্ষিত বনাঞ্চল বা রিজার্ভ ফরেস্টের 'কোর এরিয়া'-র পর ন্যূনতম এক কিলোমিটার এলাকা বা 'বাফার জোন'-কে ইকো সেনসিটিভ জোন ঘোষণা করতে হবে। এই এলাকায় কোনওপ্রকার নির্মাণকাজ করা যাবে না। কোনও নির্মাণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপালের অনুমতি নিতে হবে। তিনি অনুমতি দিলে সব দায় বর্তাবে তাঁর ওপরেই।

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশিকার জন্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতি বেঙ্গল সাফারির পেছনে তরিবাড়ি, গুলমায় মহানন্দা নদীর ধারে গুলমা বিট থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কী করে এত রিসর্ট তৈরি হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বন দপ্তর থেকে স্থানীয় প্রশাসন কারও কোনও নজরদারি না থাকাতেই প্রকাশ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অবাধে লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও বিশ্বনাথ প্রতাপের বক্তব্য, 'নতুন কোনও ক্যাফে তৈরি হলে সেটার তথ্য আমাকে দিন। আমি নোটিশ করে দেব।' পুরোনোগুলির বিরুদ্ধেই বা কেন কোনও পদক্ষেপ করা হবে না তার উত্তর দেননি তিনি।

শিলিগুড়ির অদূরে গুলমা এলাকায় ধীরে ধীরে বসতি বাড়তে শুরু করেছে। বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ, হোমস্টেও বাড়তে শুরু করেছে। অন্যদিকে, মহানন্দা এবং তরিবাড়ি নদী পার হলেই ওপারে তরিবাড়ি।

এরপর দশের পাতায়

বনধে বনধে ফের উত্তপ্ত মণিপুর

ইম্ফল, ৮ জুন : রাষ্ট্রপতি শাসন শান্তি ফেরাতে পারল না মণিপুরে। নতুন করে অশান্তি ছড়াচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যটিতে। প্রশাসনের সঙ্গে এখন সরাসরি সংঘাতে মেইতেই জনগোষ্ঠী। আরামবাই তেংগোল নামে একটি মেইতেই সংগঠনের ডাকে রবিবার থেকে ইম্ফল উপত্যকায় ১০ দিনের বনধ শুরু হয়েছে। শনিবার প্রথমে ইম্ফলে শুরু হলেও গোলমাল ছড়াচ্ছে আশপাশের এলাকায়।

প্রতিবাদী মেইতেই জনগোষ্ঠীর তরুণরা আত্মাহুতির হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। একটি ভাইরাল ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে, সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ওই তরুণরা বোতল থেকে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মাহুতির হুমকি দিচ্ছেন। পরিস্থিতি সামলাতে ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, থৌবাল ও কাকচিং জেলায় ৩ বা তার বেশি মানুষের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পাঁচটি জেলাতেই পাঁচদিনের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুর জেলায় কার্ফিউ জারি হয়েছে। আরামবাই তেংগোলের নেতা কানান সিং সহ বেশ কয়েকজনকে পুলিশ শনিবার গ্রেপ্তার করায় উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। প্রথমে বিক্ষোভ শুরু হয় ইম্ফল উপত্যকার বেশ কিছু স্থানে। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে টায়ার, পুরোনো আসবাবপত্রে আগুন জ্বালিয়ে দেন।

ইম্ফল পূর্ব জেলার খুরাই লামলং এলাকায় একটি বাসে আগুন ধরানোর চেষ্টা চলে। ধৃত নেতাকে যাতে ইম্ফলের বাইরে পুলিশ নিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য ইম্ফল বিমানবন্দরের প্রবেশপথ ঘেরাও করে রাখেন বিক্ষোভকারীরা। বিমানবন্দর যাওয়ার রাস্তাতেও অবরোধ চলে সারারাত। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় শুয়ে থাকেন। কোয়াকেইথেল এলাকায় গুলির আওয়াজও পাওয়া গিয়েছে।

প্রতিবাদের আগুনে ছাই বাস। পূর্ব ইম্ফল জেলায়।

বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। কাঁদানে গ্যাসের শেলও ফাটায়। ইম্ফলের বেশ কিছু স্থানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হলেও পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে নয়। ফলে নতুন করে এই রাজ্যটিতে সরকার গড়ার উদ্যোগ সফল হওয়ার আশু সম্ভাবনা নেই বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্ষিপ্ত বিজেপির জনপ্রতিনিধিরাও। দলের রাজ্যসভার সাংসদ লেইশেম্বা সানাজাওবার একটি ভাইরাল ভিডিওতে তাঁকে নিরাপত্তাবাহিনীর উদ্দেশে বলতে শোনা গিয়েছে, *এরপর দশের পাতায়*

হিন্দুদের জন্য ভাবলে ভোট

মন্তব্য কার্তিক মহারাজের

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৮ জুন : ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য ভারতবর্ষে প্রথম পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজি প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ ওরফে কার্তিক মহারাজ। পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ার পর রবিবার চাঁচলের ভগবতীপুরে একটি ধর্মীয় সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই ধর্ম ও বর্তমান রাজনীতি নিয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন।

কার্তিক মহারাজের মতে, তাঁর পদ্মশ্রী পাওয়া নিয়ে যাঁরা রাজনীতিকরণ করছেন, তাঁরা সনাতনী আস্থায় আঘাত হানছেন। তবে বর্তমান রাজনীতি নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত কার্তিক মহারাজ। ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে তাঁর ঘোর আপত্তি। এই রাজনীতিকে নোংরা রাজনীতি আখ্যা দিয়েছেন তিনি। যদিও অদূরভবিষ্যতে তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন কার্তিক মহারাজ। গত এক-দুই বছরে বঙ্গ রাজনীতিতে তাঁকে নিয়ে চর্চা চলছে। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে তাঁর বিজেপি-যোগ সামনে এসেছে। তৃণমূল হোক বা বামেরা এ নিয়ে কার্তিক মহারাজকে কটাক্ষ করে আক্রমণ শানিয়েছে। যদিও এদিন ঘুরিয়ে বাংলার হিন্দুদের বিজেপিকেই ভোট দেওয়ার বার্তা দেন তিনি।

বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে বিজেপি হিন্দুত্ব ইস্যুকেই তুরুপের তাস করছে। শুভেন্দু-সুকান্তদের গলায় উগ্র হিন্দুত্ববাদের কথা উঠে আসছে বারবার। সেই সময় কার্তিক মহারাজের বার্তা, 'যে দল হিন্দুদের জন্য ভাববে, হিন্দুদের জন্য কাজ করবে, হিন্দুদের উচিত সেই দলকেই সমর্থন করা।' তার কারণ হিসেবে তিনি সাম্প্রতিককালে হুমায়ুন কবীর, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, ফিরহাদ হাকিমদের বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ,

> দেশ যদি সত্যি সেকুলার হয়, তবে তো আজান এবং হরিনাম একসঙ্গে হলে কোনও সমস্যা নেই।
>
> **কার্তিক মহারাজ**

'এই মন্তব্যের কারণেই সামশেরগঞ্জ বা মোথাবাড়িতে এক শ্রেণির হাতে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে।'

কার্তিক মহারাজের বক্তব্য, 'মালদা বা মুর্শিদাবাদে হিন্দু হয়ে জন্মানোটা তো পাপ নয়। আমি সমগ্র সন্ন্যাসী সমাজকে বলব, ভক্তদের বলতে, একমাত্র যে দল হিন্দুদের কথা ভাববে, ভোট যাতে তাদেরই দেওয়া হয়। দেশ যদি সত্যি সেকুলার হয়, তবে তো আজান এবং হরিনাম একসঙ্গে হলে কোনও সমস্যা নেই।' শেষে বর্তমান রাজনীতি নিয়ে রবি ঠাকুরের উক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, 'জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়, ধর্মেরে ভাসাতে চাই বলের বন্যায়।'

১৬ জুন জঙ্গল বন্ধের আগে হাজির পর্যটকরা

গরুমারায় বর্ষাতেও ভিড়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৮ জুন : ১৬ জুন থেকে পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের দরজা। তার আগে জঙ্গলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকদের ঢল নেমেছে গরুমারায়। এতে উচ্ছ্বসিত ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ভরা বর্ষায় ভিড় আরও বাড়বে বলে তাঁরা আশাবাদী।

প্রতিবছর ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকে জলদাপাড়া, গরুমারা সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এই সময়টা বন্যপ্রাণীদের প্রজননের। মূলত তাদের বিরক্ত না করতেই এমন সিদ্ধান্ত। এছাড়াও বৃষ্টিতে জঙ্গলপথে জলকাদা জমে সমস্যা হয়। পাশাপাশি সাপ সহ অন্য পোকামাকড়েরও বাড়বাড়ন্ত দেখা দেয়। এইসব কারণে প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ষায় বন্ধ হচ্ছে জঙ্গল। তার আগে ভিড়ে ঠাসা ডুয়ার্সের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র লাটাগুড়ি। পর্যটন ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ইদের ছুটি এবং তারপরই রবিবার থাকায় অনেকে ডুয়ার্সে বেড়াতে এসেছেন। এদিন জঙ্গল সাফারির জন্য পর্যটকদের

গরুমারায় প্রবেশের জন্য পর্যটকের ভিড়।

উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়েছে।

ডুয়ার্সে বেড়াতে এসেছেন কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা, পেশায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মাঝে কয়েকদিন ছুটি থাকায় সপরিবারে ডুয়ার্সে বেড়াতে এসেছি।' গরুমারার পাশাপাশি সামসিং বেড়িয়ে এসেছেন তাঁরা। কলকাতা থেকে এসেছেন দীপ চক্রবর্তী। তিনি জানান, ১৬ তারিখ থেকে জঙ্গল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার আগে বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গল ঘুরে দেখলেন তাঁরা। দীপ ও তাঁর বন্ধুরা এদিন গরুমারা নজরমিনারে যান। জঙ্গলে হাতি ও গন্ডার দেখে তাঁরা বেজায় খুশি।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, পর্যটকদের ভিড় রয়েছে ডুয়ার্সে। লাটাগুড়ির বিভিন্ন রিসর্টে বুকিংও বেশ ভালোই।

আবার ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে জানান, আগে বর্ষায় জঙ্গল বন্ধ থাকলে পর্যটকদের ভিড়ে কিছুটা ভাটা পড়ত। তবে গত কয়েক বছরে বর্ষায় ডুয়ার্সের সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে নানাভাবে। সে কারণে বেড়েছে পর্যটকের আনাগোনাও।

প্রখর রোদে ভরসা ছাতা। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি। রবিবার।

মাছ উৎসবের ভাবনা ডুয়ার্সে

পর্যটক আকর্ষণে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন : সুন্দরবনের 'ইলিশ উৎসব'-এর কথা প্রায় সকলেই জানে। এক দশক আগে শুরু হওয়া ওই উৎসব বর্তমানে ভালো খ্যাতি পেয়েছে। একইসঙ্গে খাওয়া এবং ঘোরার বিভিন্ন প্যাকেজে ভালো ব্যবসা করছেন ওই এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। একইরকমভাবে ডুয়ার্সে 'নদীয়ালি মাছের উৎসব'-এর কথা ভাবছেন এই চত্বরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। একদিকে থাকবে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীর মাছ দিয়ে পর্যটকদের আপ্যায়ন করা। অন্যদিকে, মাছ পরিচিতি, জঙ্গলের আশপাশে ঘোরা, স্থানীয় বিভিন্ন জনজাতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা, ইত্যাদি থাকবে। বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা এই নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। মূলত বর্ষায় ব্যবসার খরা কাটাতে এইরকম উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, প্রায় তিন মাস জঙ্গল সাফারি বন্ধ থাকে। ফলে সেই সময় ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসা অনেকটাই ক্ষতির মুখে পড়ে। খুবই কম পর্যটক আসেন। বর্ষাতে ব্যবসা ভালো করতে নদীয়ালি মাছ নিয়ে একটি উৎসব করার চিন্তাভাবনা চলছে। ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'বর্ষার তিন মাস ব্যবসা অনেকটাই

ডুয়ার্সের জঙ্গলে পর্যটকদের সাফারির এই ছবি বড্ড চেনা।

খারাপ থাকে। সেটাকে চাঙ্গা করতেই ওই উৎসব করার কথা ভাবা হচ্ছে। এবছর ট্রায়াল হিসেবে জলদাপাড়ার কয়েকটি লজ, রিসর্টে উৎসবটি চালু করা হবে।' কয়েকদিনের মধ্যে তাঁরা আরেকটি বৈঠকে বসবেন, সেখানেই সবটা চূড়ান্ত হবে।

> বর্ষার তিন মাস ব্যবসা অনেকটাই খারাপ থাকে। সেটাকে চাঙ্গা করতেই ওই উৎসব করার কথা ভাবা হচ্ছে। এবছর ট্রায়াল হিসেবে জলদাপাড়ার কয়েকটি লজ, রিসর্টে উৎসবটি চালু করা হবে।
>
> **বিশ্বজিৎ সাহা,** *সম্পাদক, ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন*

সংকোশ, রায়ডাক, হলং, মুজনাই, তোর্ষার মতো ডুয়ার্সের নদীগুলিতে প্রচুর নদীয়ালি মাছ পাওয়া যায়। সারা বছর তো বটেই, বর্ষাতে এই মাছের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। বোরোলি, এলং, চেপটি, চিলা কুশমা, রাইচাং, ঘাকসির মতো মাছগুলো এই নদীগুলোতেই মেলে। সেগুলোর নানারকম পদ তৈরি করে পর্যটকদের পাতে তুলে দিতে চান পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এদিন জলদাপাড়ার পর্যটন ব্যবসায়ী মিঠুন সরকার বললেন, 'বিভিন্ন নদীর মাছ খাওয়ানোর পাশাপাশি সেগুলোর সঙ্গে পর্যটকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, জঙ্গলে না ঢুকে আশপাশে নানা পাখি দেখা, জনজাতিগুলোর অনুষ্ঠান ইত্যাদি ওই প্যাকেজে ঢোকানো যেতে পারে। পর্যটকদের বিষয়গুলো ভালোই লাগবে আশা করছি।'

এর আগেও বর্ষায় ব্যবসায় ক্ষতি রুখতে নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু সেগুলো তেমন সাফল্য পায়নি। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সীর কথায়, 'বর্ষাকালেই ডুয়ার্সের আসল সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। এই সময় পর্যটকরা ঘুরতে এলে অন্য অভিজ্ঞতা হবে। সাফারি না করলেও ডুয়ার্স উপভোগ করা যায়।'

এখন এই উদ্যোগ কতটা সফল হয়, সেটাই দেখার।

আজ টিভিতে

কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে (হার না মানা সাতদিন)
রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দাদার আদেশ, দুপুর ১.০০ মান মর্যাদা, বিকেল ৪.০০ শিবা, সন্ধে ৭.০০ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ সবুজ সাথী, ১.০০ মহানগর@ কলকাতা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ রংবাজ, বিকেল ৩.৫০ দেবী, সন্ধে ৭.১০ মিস কল, রাত ১০.০০ সন্তান

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মানুষ কেন বেইমান, দুপুর ১.৩০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৪.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ১০.৩০ অভাগিনী, ১.০০ বেডরুম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জীবন সাথী

কালার্স বাংলা সিনেমা : দুপুর ২.০০ মা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০০ মেরে জীবন সাথী, দুপুর ১.২৭ দিল তেরা আশিক, বিকেল ৩.৫৭ রাজু চাচা, সন্ধে ৭.৫৮ আতিশ, রাত ১০.৫৬ রাজ

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩২ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, দুপুর ২.৩০ অন্দাজ, বিকেল ৫.৩৭ নাগমতী, রাত ১১.০০ ভাই মেরা বিগ ব্রাদার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩০ অন্তিম, দুপুর ২.১১ রিয়েল টেভর, বিকেল ৪.৫২ কোয়লা, সন্ধে ৭.৩০ ব্লাডি মেরি, রাত ১০.০১ করণ অর্জুন

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৭ গোল্ড, দুপুর ২.১৩ তমাশা, বিকেল ৪.৩৬ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ খো গ্যয়ে হম কহাঁ, রাত ১১.১৭ নীল বট্টে সন্নাটা

মিস কল সন্ধে ৭.১০
জলসা মুভিজ

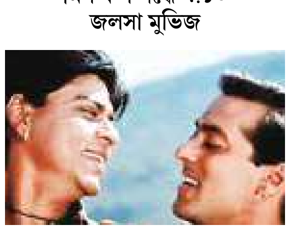

করণ অর্জুন রাত ১০.০১
অ্যান্ড পিকচার্স

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা রাত ৮.০০ **আকাশ আট**

সোনা বিক্রির আগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : চুরি করা সোনা গলিয়ে তা বিক্রি করার ছক কষেছিল সেই দুষ্কৃতী। কিন্তু তার আগেই চুরির ঘটনায় সেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ির বাসিন্দা জাহিদুল আলি। কিছুদিন আগে পোড়াঝাড় এলাকার বাসিন্দা দীপালি ঘোষ নামে এক মহিলার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতীরা দীপালির বাড়ি থেকে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। এরপর সেই মহিলা এনজেপি থানায় গোটা ঘটনা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

তদন্ত নেমে পুলিশ বিভিন্ন সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে। তারপর জাহিদুলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত চুরির ঘটনার কথা স্বীকার করেছে। এরপর অভিযুক্তের কাছ থেকে পুলিশ সোনার গয়না উদ্ধার করে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত সোনা গলিয়ে তা বিক্রির ছক কষেছিল। রবিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কোথা থেকে সোনার গয়না জাহিদুল গলিয়েছিল এবং সেগুলি কোথায় বিক্রির ছক কষেছিল, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

সেল্ফ স্টাডিতে সাফল্য মনোসিজের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : বাবার কাছ থেকেই ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার অনুপ্রেরণা। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য সেল্ফ স্টাডি করে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্য পেলেন শিলিগুড়ির আরও এক মেধাবী। রেভেনিউ সার্ভিসের মেধাতালিকায় রাজ্যে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডাবগ্রামের বাসিন্দা মনোসিজ ঘোষ।

কোনওদিন ঘড়ি ধরে পড়াশোনা করায় বিশ্বাসী নন মনোসিজ। তাঁর মতে, 'দিনে কত ঘণ্টা পড়াশোনা করলাম তার থেকে বেশি

ডব্লিউবিসিএস-এ তৃতীয়

গুরুত্বপূর্ণ কতটা সময় মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। সবসময় চ্যাপ্টার ধরে মনোযোগ দিয়ে পড়েছি।' পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলা দেখতে খুব ভালোবাসেন তিনি। তাঁর বাবা শুভঙ্কর ঘোষ নিজেও একজন ডব্লিউবিসিএস অফিসার। বর্তমানে তিনি কোচবিহারের ডেপুটি ডিএলঅ্যান্ডএলআরও অফিসার পদে কর্মরত রয়েছেন। তাই ছোট থেকেই অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন মনোসিজ।

শিলিগুড়ি জার্মেলস অ্যাকাডেমি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন তিনি। তারপর প্রথমে ইউপিএসসি-র জন্য প্রস্তুতি নিলেও সেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তবে হার না মেনে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা দেন তিনি। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সফল হন মনোসিজ।

ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার জন্য কোনওরকম কোচিংয়ের সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র সেল্ফ স্টাডি করে এত ভালো র‍্যাংক করেছেন তিনি। সেল্ফ স্টাডি করার বিষয়ে তিনি বলেন, 'গত বছরের প্রশ্নপত্র দেখতে হবে। বইগুলি খুঁটিয়ে ভালো করে পড়তে হবে। সবশেষে রিভিশন খুবই প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি নিজেও ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি। এমনকি প্রথমবার ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় অল্পের জন্য পাশ করিনি। কিন্তু তাই বলে থেমে থাকিনি।' যাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশে মনোসিজ বলছেন, 'একটা পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে থেমে না থেকে অন্য পরীক্ষাগুলির জন্য মন দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।'

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ-শিলিগুড়িবাসীদের বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা নিজ এলাকায় কাজ করে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9163272406. (K)

বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুল টাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ (কুচবিহার, শিলিগুড়িবাসীদের জন্য)। 9733170439. (K)

Urgently required one Experience Hindi Teacher (Female) for a reputed residential girls school at Siliguri. contact immediately at 75850-97917.

অ্যাফিডেভিট

আমি Bimal Saha S/o Raimohan Saha, Muktipara, Ward No-8, P.O.+P.S.-Falakata, Dist-Alipurduar. আধার কার্ডে ভুল থাকায় গত 6.6.25 তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারিতে অ্যাফিডেভিট করে Bimal Chandra Saha এবং Bimal Saha একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

আমার আধার কার্ড নং 556810825709 নাম ভুল থাকায় গত 07.06.25 নোটারি পাবলিক, সদর কোচবিহার W.B. অ্যাফিডেভিট বলে আমি Niro Barman Das এবং Neru Devi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চিকলিগুড়ি প্রথম খণ্ড, ভূরকুশ, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। পিন-736159. (C/115962)

নর্থবেঙ্গল আর্ট কলেজ

UGC অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি সহ 'নর্থবেঙ্গল আর্ট কলেজে' পেন্টিং (BFA) ইন্টিরিয়র ডিজাঃ (BID) ও ফ্যাশন ডিজাঃ (BFD) কোর্সে ভর্তি চলছে। (আসন সীমিত)। (M) 6295386152. (C/116807)

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সংবাদ পাবেন। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি। **বৃষ :** অতি উৎসাহে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। **মিথুন :** বাড়িতে অতিথির আগমনে ব্যক্তিগত কাজে ক্ষতি। প্রেমে শুভ। **কর্কট :** সম্পত্তি লেনদেন সম্পন্ন হতে পারে। নতুন কোনও কাজে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা। **সিংহ :** সৃজনশীল কাজে যুক্তরা সমাজে সম্মানিত হবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ছেড়ে দিন। **কন্যা :** বাড়ির কোনও মূল্যবান জিনিস চুরি হতে পারে। প্রেমে হতাশ হতে পারেন। **তুলা :** অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলুন। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। **বৃশ্চিক :** পরিবারে কোনও সদস্যের কারণে দাম্পত্যে অশান্তি। ব্যবসায় মানসিক চাপ থাকবে। **ধনু :** অর্থ সম্পর্কিত কোনও বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্ক। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। **মকর :** প্রিয় বন্ধুর পরামর্শে বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির যোগ। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা। **কুম্ভ :** ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। **মীন :** কোনও বন্ধু বা আত্মীয়কে আপনার আর্থিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন, ২০২৫, ২৫ জেঠ, সংবৎ ১৩ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ১২ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৮। সোমবার, ত্রয়োদশী দিবা ৯।১৪। বিশাখানক্ষত্র দিবা ৩।৩৯। শিবযোগ দিবা ১।৪৭। তৈতিলকরণ দিবা ৯।১৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৯ গতে বণিজকরণ জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।০ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ৩।৩৯ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৩৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৯।১৪ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ২।৫৭ গতে ৪।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৭ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।১৪ মধ্যে মুখান্নপ্রাশন বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯।১৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। বিপ্লবী দিনেশচন্দ্র মজুমদারের ফাঁসি দিবস (৯ জুন, ১৯৩৪)। শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী বিরজানন্দ ভারতী (শ্রীশ্রী খ্যাপা মনোহর ঠাকুর) মহারাজের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৮।৩৩ গতে ১০।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১২ গতে ১২।২ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩৪ গতে ৪।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাসমেলায় দুর্নীতির কেন্দ্র স্টেডিয়াম মাঠ

নথিতে কারচুপির আশঙ্কা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহার, ৮ জুন : বহু বছর আগেই বর্ধিত হয়েছে কোচবিহার রাসমেলা। মেলার বর্ধিত অংশ বসছে এমজেএন স্টেডিয়ামের মাঠে। সেই মাঠেই রাসমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চও বাঁধা হয়। তাই মেলা এলেই স্টেডিয়ামের মাঠ হয়ে ওঠে মহার্ঘ। ওই মাঠে স্টল তৈরির জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে। মেলার যাবতীয় দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে সেই মাঠ থেকেই।

স্টল বিলিতে দালালি, সেলামির অনুকরণে টাকা আদায়- অভিযোগের শেষ নেই। মেলা পরিচালনায় অস্বচ্ছতার কথা তুলে এবার সরব হলেন ব্যবসায়ীরা। মেলা পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে বিনা পয়সায় স্টেডিয়ামের মাঠ পায় পুরসভা। কিন্তু মাঠের উন্নয়নে চার আনাও বরাদ্দ দেওয়া হয় না বলেই অভিযোগ। তাই স্বচ্ছতা আনতে স্টেডিয়ামের মাঠে মেলা পরিচালনার দায়িত্ব আমলাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ।

স্টেডিয়ামের মাঠে স্টল পাওয়ার জন্য দালালি ও সেলামি ব্যবস্থার কথা মেনে নিয়েছেন কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সম্পাদক রাজদীপ ঘোষ। তাঁর কথা, 'স্টেডিয়ামের ভেতরে মেলার কয়েকদিন ব্যবসার জন্য আয়তন অনুসারে স্টল পিছু সেলামি নেওয়া হয়। আগে সেটা কম ছিল। এখন কোনও কোনও ব্যবসায়ীর কাছে লক্ষাধিক টাকাও সেলামি নেওয়া হয়। সেই টাকার কোনও রসিদ দেওয়া হয় না। খাতা বা ডায়েরিতে লিখে সেলামির টাকা মেলা শেষ হওয়ার আগেই ইনস্টলমেন্টে আদায় করা হয়। তাছাড়া দালাল না ধরলে ওখানে স্টলও মেলে না।' ক্ষোভের সঙ্গে রাজদীপ বলেন, 'আমি নিজে এক সময় স্টেডিয়ামের ভেতরে ব্যবসা করতাম। কিন্তু এতবেশি সেলামি দিয়ে ব্যবসায় মুনাফা না হওয়ায় স্টল দেওয়া বন্ধ করেছি। পুরসভা নয়, স্টেডিয়ামের মাঠের নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনের হাতে থাকলে বেআইনি সেলামি তোলা বন্ধ হবে। ফলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়বে।'

যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রসিদ ছাড়া পুরসভা রাসমেলা থেকে একটি টাকাও তোলে না। আর কর আদায়ের গোটা ব্যাপারটাই দেখভাল করেন পুরসভার সরকারি কর্মীরা। আমাকে টার্গেট করে মনগড়া কথা বলা হচ্ছে।' জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকা এমজেএন স্টেডিয়ামের যাবতীয় দায়িত্বে রয়েছেন জেলা শারীরশিক্ষা আধিকারিক রীতা রায়। তাঁর কথা, 'আপাতত কোচবিহার শহরে খেলাধুলোর একমাত্র ভরসা এমজেএন স্টেডিয়ামের মাঠ। তবে মেলার পর মাঠ বেহাল হয়ে যায়। মাঠের উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। পুরসভা মাঠ পরিষ্কার করা বা প্রয়োজনে পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি কাজ করে ঠিকই, তবে মাঠের উন্নয়নের জন্য আমরা কোনওরকম টাকা পুরসভা থেকে পাই না।'

পুরসভায় কান পাতলেই শোনা যায়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাউন্সিলার বা প্রভাবশালী লবির হাতে থাকে স্টেডিয়ামের মাঠের নিয়ন্ত্রণ। যখন যিনি চেয়ারম্যান থাকেন তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকেরাই বকলমে সেই দায়িত্ব পান। রবীন্দ্রনাথের আমলে তাঁর ঘনিষ্ঠ ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার (রুপু) ওই মাঠে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। রুপু অবশ্য দাবি করছেন, বেআইনি কোনও কাজ তিনি করেননি। তাঁর বক্তব্য, 'যাঁরা অভিযোগ তুলছেন তাঁরাই একসময় স্টেডিয়ামের মাঠের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোনও কাঁচা কাজ করেন না। আমাদের অপবাদ দেওয়ার কোনও চেষ্টাই সফল হবে না।' এসবের মধ্যেই রুপুর সহকর্মী ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার ভূষণ সিং দ্রুত গোটা বিষয়টি জেলা শাসকের মাধ্যমে তদন্তের দাবি তুলেছেন। তাঁর কথা, 'চেয়ারম্যান হিসাবে দীর্ঘদিন পুরসভা চালিয়েছি। আমি সব জানি। গত কয়েক বছরে রাসমেলায় চরম দুর্নীতি হয়েছে। সময় নষ্ট না করে রাসমেলার যাবতীয় নথি এখনই বাজেয়াপ্ত করে জেলা শাসকের মাধ্যমে তদন্ত শুরু করা হোক। না হলে নথি নষ্ট বা নথিতে কারচুপি করা হতে পারে।'

তবে যেভাবে আটঘাট বেঁধে তথ্য জানার অধিকার আইনে তথ্য চাওয়ার পর রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশের শীর্ষ মহলে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাতে রেবা কুণ্ডুর আমলের পুরসভার দুর্নীতির অভিযোগের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রেবা কুণ্ডু চেয়ারম্যান থাকাকালীন একই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের পর মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় দীর্ঘদিন 'পলাতক' ছিলেন রেবা এবং তাঁর কাউন্সিলার ছেলে শুভজিৎ কুণ্ডু। মামলার জেরে ক্ষমতা হারাতে হয় তাঁদের। রাসমেলার দুর্নীতির অভিযোগও হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

খাতায় সেলামি

- স্টেডিয়ামের ভেতর স্টল পিছু আয়তন অনুসারে সেলামি
- আগে এই সেলামি কম থাকলেও এখন ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষাধিক টাকাও নেওয়া হয়
- এই সেলামির জন্য পুরসভার তরফে কোনও রসিদ দেওয়া হয় না
- খাতা বা ডায়েরিতে লিখে মেলা শেষ হওয়ার আগে কিস্তিতে সেলামি আদায় করা হয়

লুপারের উপদ্রবে নাজেহাল চা চাষিরা

চোপড়া, ৮ জুন : রোগপোকার উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন চোপড়া ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। গত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে এলাকার বাগানগুলিতে লুপার থিপস, মশা সহ বিভিন্ন রোগপোকার উপদ্রব ব্যাপক আকারে বেড়ে গিয়েছে। চাষিদের কথায়, 'আগের মতো কীটনাশকেও তেমন কাজ হচ্ছে না। দামও লাগামছাড়া। উৎপাদনও কমেছে। রোগপকার উপদ্রবে মারাত্মক সমস্যায় পড়েছি আমরা।' পরিচর্যায় খরচ দ্বিগুণ বেড়েছে। অন্যদিকে, উৎপাদনও কমেছে। ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে কৃষকদের। কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। অনেকেই টাকার অভাবে বাগান পরিচর্যা ও কীটনাশক ছড়াতে পারছেন না বলে অভিযোগ।

উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকে সব থেকে বেশি ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। বর্তমানে কাঁচা পাতা ১৭-১৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে সাদেক আখতার

বলেন, 'এই মুহূর্তে রোগপোকা দমনের লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তিনদিন অন্তর কীটনাশক স্প্রে করতে হচ্ছে। এদিকে, অস্বাভাবিকভাবে কীটনাশকের দাম বেড়েই চলেছে। এবার মাত্রাতিরিক্ত লুপার বেড়েছে।' আরেক চাষি মহম্মদ ইসমাইলের কথায়, 'এ মুহূর্তে কোনও প্রকার কীটনাশকই কাজ করছে না। চিন্তা বাড়ছে। একরের পর একর বাগানে লুপারের আক্রমণে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ কীটনাশকে এই লুপার দমন করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে।'

উত্তরবঙ্গে চা চাষে কীটনাশক ব্যবহারের উপর এমনিতেই চা পর্ষদের পক্ষ থেকে কীটনাশক ব্যবহারের উপর বেশ কিছু বিধিনিষেধ কার্যকর করা হয়েছে। জেলা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এ ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচারও শুরু হয়েছে কিন্তু বাস্তবে চাষিদের অনেকেই হতাশ হয়ে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করে চলেছেন বলে অভিযোগ।

মহকুমা কৃষি অধিকর্তা মেহেফুজ আহমেদ বলেন, 'কয়েকটি এলাকায় লুপারের উপদ্রব বেড়েছে। প্রতিরোধের ব্যাপারে চাষিদের নিয়মিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলেন, 'রোগপোকার উপদ্রবে এলাকায় উদ্বেগ শুরু হয়েছে। বিষয়টি টি বোর্ডের নজরে আনা হয়েছে।

চা চাষিদের বাঁচাতে এই মুহূর্তে টিআরএ-কে আরও বেশি করে বাগান পরিদর্শন করতে হবে।'

শুরুতেই অকেজো প্রকল্প

চোপড়া, ৮ জুন : চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁওয়ের মণ্ডলবস্তি প্রাথমিক স্কুল চত্বরে পানীয় জলের জন্য সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্প চালু করা হয়েছিল। সেই পাম্প চালুর এক মাসের মধ্যে বিকল হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের মাধ্যমে সেই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকার বাসিন্দা এবং অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কাজের মান নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ওই প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬২২ টাকা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সিরাজুল ইসলাম বললেন, 'উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।'

ওই প্রকল্প চালুর পরে কয়েকদিন জল পাওয়া গিয়েছে। গোড়ার দিকে সেই আয়রনমিশ্রিত জল ব্যবহার করা যেত না। এর কয়েকদিনের মধ্যেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। আশিরুল ইসলাম নামে একজন অভিভাবক বললেন, 'পড়ুয়াদের এখন পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসার কল থেকে জল আনতে হয়।'

নজরে পড়ুয়াদের উপস্থিতি

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : বৃষ্টির দিনে কালিম্পং জেলার পড়ুয়াদের উপস্থিতির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পড়ুয়াদের উপস্থিতি কেমন রয়েছে তা দেখার জন্য স্কুলগুলোকে লিখিত নির্দেশ দিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। বৃষ্টির দিনে কালিম্পংয়ে সরকারি স্কুলগুলোতে গ্রামের পড়ুয়াদের আসতে অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হয়। সেজন্য সরকারি ছুটির ক্যালেন্ডারে জুলাই মাসেও গরমের ছুটি থাকে। কিন্তু, চলতি বছরে এই ছুটি দেওয়া হবে কি না সে সম্পর্কে কোনও সরকারি নির্দেশিকা নেই। কালিম্পংয়ের দ্য স্কটিশ ইউনিভার্সিটিস মিশন ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল পলডেন লেপচা বলেন, 'অন্যান্য বছর বৃষ্টির সময় স্কুলে ছুটি থাকত। কিন্তু চলতি বছর তা হবে কি না তা এখনও বলতে পারছি না।'

জেলা সম্মেলন

চোপড়া, ৮ জুন : রবিবার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিয়াখুরিতে নারীশক্তি সংগঠনের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। নয়জনের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি উত্তমকুমার সিংহ, রাজ্য সম্পাদক রিনারানি রায় পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আবদুলের বাড়িতে তল্লাশি

ইসলামপুর, ৮ জুন : রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ রবিবার কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের ঢুলিগাঁওয়ে 'ফেরার' আবদুল হকের বাড়ি সহ একাধিক বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। আচমকা পুলিশের অভিযানে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। শুক্রবার রাতে আবদুলকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করেছিলেন। তৃণমূলের প্রাক্তন সুজালি অঞ্চল সভাপতি আবদুলের নামে কাটমানি নেওয়া, গোলাগুলি চালানো সহ একাধিক অভিযোগের মামলা চলছে। রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে এদিন ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছিল। তবে তল্লাশি অভিযানে কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

ভাইদের সংঘর্ষ

চোপড়া, ৮ জুন : রবিবার চোপড়ার আমতলা এলাকায় দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় মহম্মদ মুস্তাফা ও এনামুল নামে ওই দুই ভাইকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে সেখান থেকে একজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ও অপরজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি নিয়ে বিবাদের জেরে তাঁদের মধ্যে এমন সংঘর্ষ হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিখোঁজ তরুণ

ময়নাগুড়ি, ৮ জুন : জলঢাকা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন এক তরুণ। রবিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জলঢাকা রেলসেতু এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। তরুণের নাম সুরজ রায় (১৮)। বাড়ি ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লাডাবরির ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়।

মায়ের মতোই ভালো।। *রবিবার ছুটির দিনে শিবখোলায় আনন্দে মেতেছেন পর্যটকরা। ছবি : রাজু দাস*

সভানেত্রীর ইস্তফা ঘিরে বিতর্ক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান সুস্মিতা বসু মৈত্র। তাঁর এই ইচ্ছা জানাজানি হওয়ার পর শিলিগুড়িতে দলের অন্দরে তীব্র হইচই পড়েছে।

দলের একাংশের বক্তব্য, স্বাধীনভাবে সুস্মিতাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। বারবার বলার পরেও একাধিক ব্লক কমিটি তৈরি করতে দেওয়া হয়নি। তাই তিনি অব্যাহতি চাইছেন। আর অপরপক্ষ মনে করছে, শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে ভরাডুবির পর থেকেই সুস্মিতার ওপরে ক্ষুব্ধ জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্ব। তাঁকে দুটি দায়িত্ব থেকেই সরানো হবে, এটা বুঝেই আগেভাগে সরে যেতে চাইছেন সুস্মিতা। আর সুস্মিতা নিজে কী বলছেন? সুস্মিতার বক্তব্য, 'নিজের পেশায় আরও ভালোভাবে মনোনিবেশ করতেই দায়িত্ব ছাড়তে চাই। এর পিছনে আর কোনও কারণ নেই।'

তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'সুস্মিতা একাধিকবার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রীর পদ ছাড়তে চেয়েছে। কিন্তু আমি ওঁকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছি।'

> নিজের পেশায় আরও ভালোভাবে মনোনিবেশ করতেই দায়িত্ব ছাড়তে চাই। এর পিছনে আর কোনও কারণ নেই।
>
> -সুস্মিতা বসু মৈত্র

২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন সুস্মিতা। পেশায় তিনি আইনজীবী। বর্তমানে সরকারি প্যানেলের আইনজীবী হিসাবে শিলিগুড়ি আদালতে কর্মরত। শিলিগুড়ি বারের তৃণমূল আইনজীবী সেলের আহ্বায়ক পদেও রয়েছেন সুস্মিতা। দুটি পদের দায়িত্বই তিনি ভালোভাবে এতদিন সামলেছেন। কিন্তু শিলিগুড়ি বারের নির্বাচনকেই ঘিরেই সমস্যার সূত্রপাত। অভিযোগ, বারের নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে প্রচার কোনও ক্ষেত্রেই জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বকে কিছু জানানো হয়নি। এমনকি তৃণমূলের রাজ্য আইনজীবী সেলও শিলিগুড়ি বারের নির্বাচন নিয়ে কিছু জানতে পারেনি। গত ৩০ এপ্রিল শিলিগুড়ি বারের নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে তৃণমূলপন্থী আইনজীবী প্রার্থীরা একটি আসনেও জয়ী হতে পারেননি। বরং বাম-কংগ্রেসের প্যানেলে প্রত্যেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। এর পরেই জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্ব শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবী সেলকে একহাত নিয়েছে। রাজ্য আইনজীবী সেল দ্রুত শিলিগুড়ি বারের দায়িত্বপ্রাপ্তদের সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছে। তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়াও স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, বারের নির্বাচন নিয়ে জেলা নেতৃত্বকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা হয়েছে। এই পরাজয়ের দায় আইনজীবী সেলকেই নিতে হবে বলে পাপিয়া স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেই সময়ই তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে মহিলা এবং আইনজীবী সেলের নেতৃত্বের বিরোধ প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। ফলে এই দুটি জায়গায় সংগঠনকে মজবুত করতে রদবদল একরকম নিশ্চিত। গত দেড়-দু'মাস ধরে তৃণমূল মহিলার কাজকর্ম অনেকটাই থমকে গিয়েছে বলে অভিযোগ। আগে বুধবার করে জেলার বৈঠক হলেও বর্তমানে সেটা হচ্ছে না। যা নিয়ে সংগঠনের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে।

অন্যদিকে, মহিলা সংগঠনের একাংশ দাবি করেছেন, সুস্মিতাকে জেলা সভানেত্রী করা হলেও তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এখনও শিলিগুড়ি টাউন-২ সহ জেলার একাধিক ব্লকে কমিটি নেই। রাজ্যকে বারবার জানিয়েও নতুন কমিটি করা হয়নি। বিভিন্নভাবে বাধার মুখে পড়েই সুস্মিতা জেলা সভানেত্রীর পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কমিউনিটি হলে নেশার আসর

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ জুন : কমিউনিটি হল নাকি মুক্তমঞ্চ এই নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছে দুই চা বাগান মহল্লায়। দূর থেকে দেখলে কিছুই বোঝা মুশকিল। কাছে গিয়ে দেখা গেল বড় বড় হরফে লেখা কমিউনিটি হল। হলের চারদিকে রয়েছে খোলা জায়গা। সেখানে বসছে নেশার আসর। তাই স্থানীয়রা এই কমিউনিটি হল নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। ঘটনা নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলগাছি এবং জাবরা চা বাগানের।

গত বছর অক্টোবরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে বেলগাছি এবং জাবরা চা বাগানে কমিউনিটি হলের কাজ শেষ হয়। কিন্তু কমিউনিটি হল হলেও তা তৈরি করা হয়েছে মুক্তমঞ্চের মতো করে। অভিযোগ, এই দুই খোলা জায়গা হয়ে উঠেছে সমাজবিরোধীদের আখড়া। রাতের অন্ধকারে চলে তাদের দাপট। দিনেরবেলা সেখানে গোরু, ছাগল, শুয়োর ঘুরে বেড়ায়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত বাগানবাসী। কমিউনিটি হল থাকলেও তা ব্যবহারে লাগছে না।

জাবরা চা বাগানের বাসিন্দা তথা মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'কমিউনিটি হলের চারদিক খোলা থাকে না। কিন্তু এখানে এভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীর নেই। যার ফলে অন্ধকার নামলেই মদের আসর বসে যায় হলের ভেতরে। বাইরে থেকে ছেলেমেয়েরা এসে এখানে আড্ডা জমায়। এর আগে কমিউনিটি হলের কাজ নিয়ে আমি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে প্রশ্ন করেছি। তিনি চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

একই সমস্যা বেলগাছি চা বাগানের বরা লাইনে। স্থানীয় বাসিন্দা জগমোহন কেরকেট্টা বলেন, 'গোরু-ছাগল তো আসেই, হাতিও কমিউনিটি হলে ঢুকে পড়ে। আবার এলাকার বেশ কয়েকজন মাদকাসক্ত লোক এই কমিউনিটি হলকে নিজের বাড়ি মনে করে থাকতে শুরু করেছেন। তাঁরা রাতদিন বিছানা-চাদর নিয়ে এখানেই শুয়ে থাকেন। চত্বরে ছড়িয়ে থাকে মদের বোতল। হলের চারদিকে প্রাচীর এমনটা হত না। প্রতিবাদ করতে গেলেই ঝামেলা বেধে যায়।' এদিকে, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষের বক্তব্য, ঠিকাদার শিডিউল অনুযায়ী কাজ করেননি, তাই এই সমস্যা।

চিন্তায় স্থানীয়রা

- গত বছর অক্টোবরে ৪০ লক্ষ টাকায় বেলগাছি এবং জাবরা চা বাগানে কমিউনিটি হলের কাজ শেষ হয়
- কমিউনিটি হল হলেও তা তৈরি করা হয়েছে মুক্তমঞ্চের মতো করে
- এই দুই খোলা জায়গা হয়ে উঠেছে সমাজবিরোধীদের আখড়া
- গোরু, ছাগল, শুয়োর ঘুরে বেড়ায় সেখানে

IEM 36 Years of Educational Excellence UEM
INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
IEM-Salt Lake, IEM-Newtown, IEM-Jaipur
school of
University of Engineering & Management
Recognised by UGC and approved by AICTE
COURSES OFFERED
B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, BBA(H), BCA(H), BBA-LLB, LL.M, BHM, BPT, Ph.D
IEMJEE-2025 Entrance Exam for B.Tech 2025-26 APPLY NOW
IEMCET-2025 APPLY NOW
One of the Best Placement Achievements of the country
Excellent Placement in Govt. & Pvt. Jobs
Direct Foreign Placements
Foreign/Corporate Internship
Highest no. of startups
Rs.72 LPA Highest CTC
550+ Recruiting Companies
8.5+ LPA Average Package
4000+ Foreign Certifications
Admission Helpline
www.iem.edu.in 8010 700 500 www.uem.edu.in

Future Institute of Engineering & Management
Future Institute of Technology
Future Business School
Approved by AICTE | Affiliated to MAKAUT
Sonarpur | Garia
GET INTO THE ORBIT OF SUCCESS
25 years
ADMISSION OPEN 2025
Courses Offered
Engineering - B.Tech (4 Years | Lateral Entry - 3 Years)
Computer Science and Engineering (CSE) | CSE (Data Science)
CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning)
CSE (Internet of Things and Cyber Security including Block chain Tech.) | IT | ECE | EE | ME | Civil
Computer Applications
Bachelor of Computer Applications (BCA)
Master of Computer Applications (MCA)
Business Management
Bachelor of Business Administration (BBA)
Master of Business Administration (MBA)
Media Science
B.Sc in Media Science
M.Sc in Media Science
Hospital Management
BBA in Hospital Management
Master in Hospital Management
Master in Public Health
Hotel Management
Bachelor of Hospitality and Hotel Administration (BHHA)
93.2% students placed in 2024 by top companies
www.futureeducation.in
98318 73957 | 98300 88984 | 92318 46371 | 72189 94482

দীর্ঘক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় নাকাল যাত্রীরা। রবিবার নকশালবাড়িতে।

ইঞ্জিন বিকল, ট্রেন দাঁড়ানোয় ভোগান্তি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ জুন : হঠাৎ ইঞ্জিন বিকল। দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল ট্রেন। গরমে হাঁসফাঁস পরিস্থিতি যাত্রীদের। শেষে ট্রেন ছেড়ে একাংশ ফিরলেন বাসে। দীর্ঘক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় যাত্রীরা ক্ষোভ জানান। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়িতে।

রবিবার ১৫৭২০ শিলিগুড়ি-কাটিহার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দুটোয় শিলিগুড়ি জংশন থেকে রওনা দেয়। আড়াইটা নাগাদ নকশালবাড়ি স্টেশনে পৌঁছায়। স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার পর আচমকাই ট্রেনের ইঞ্জিনে ত্রুটি ধরা পড়ে।

চালক নকশালবাড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে বেঙ্গাইজোতে ট্রেনটি দাঁড় করান। অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও ট্রেন না চলায় যাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অনেককে কোলের শিশু নিয়ে হাঁসফাঁস করতে দেখা যায়। ট্রেনচালক থেকে স্টেশন ম্যানেজার, কেউই সেসময় কিছু বলতে চাননি।

অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ট্রেন থেকে নেমে অনেকে বাস ধরে শিলিগুড়ির দিকে রওনা দেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রমোদ সাহানি বললেন, 'শুনলাম, ট্রেনের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে রয়েছে। কখন ঠিক হবে কেউ বলতে পারছেন না। ঠাকুরগঞ্জ যেতে হবে, তাই ট্রেনের অপেক্ষায় না থেকে গোটা পরিবারকে নিয়ে বাস ধরেই যেতে হবে।'

আরেক যাত্রী মহম্মদ চান্দ জানালেন, শিলিগুড়ি থেকেই ট্রেনটি অনেক ধীরগতিতে চলছিল। ট্রেনের ইঞ্জিন খারাপ থাকলে স্টেশনেই সেটির পরীক্ষা করানোর

নকশালবাড়ি

শুনলাম, ট্রেনের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে রয়েছে। কখন ঠিক হবে কেউ বলতে পারছেন না। ঠাকুরগঞ্জ যেতে হবে, তাই ট্রেনের অপেক্ষায় না থেকে গোটা পরিবারকে নিয়ে বাস ধরেই যেতে হবে।

প্রমোদ সাহানি, *যাত্রী*

দরকার ছিল। এরপর দুই ঘণ্টা পর শিলিগুড়ি থেকে রিকভারি ইঞ্জিনের সাহায্যে ট্রেনটি নিয়ে যাওয়া হয় নকশালবাড়ি স্টেশনে। সেখানে প্রয়োজনীয় মেরামতির পর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ট্রেনটি ফের রওনা দেয়। এর জেরে অন্যান্য স্টেশনেও দূরপাল্লার ট্রেনগুলি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যদিও রেল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। নকশালবাড়ির স্টেশন ম্যানেজার আরপি সিনহাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

'কাকা'র ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা কিশোরী

প্রধাননগর থানার হাতে ধৃত অভিযুক্ত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : 'কাকা'র ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা। প্রধাননগর থানা এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে মেয়েটিকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে ধর্ষণ করেছে বছর ৪২-এর ওই ব্যক্তি। শনিবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে।

সকাল হলেই মেয়েকে বাড়িতে রেখে চা বাগানের কাজে চলে যেতেন বাবা ও মা। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল ওই পরিবারে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে হঠাৎ শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় চোদ্দো বছরের নাবালিকার। বাবা-মা ভেবেছিলেন, হয়তো কিছুদিন পরই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সমস্যা বাড়তে থাকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় শুক্রবার নাবালিকাকে সুকনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, মেয়েটি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

একথা শুনে মাথায় বাজ পড়ে পরিবারের। নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই বাবা-মা জানতে পারেন, পাশের বাড়ির 'কাকু'-ই দিনের পর দিন প্রাণে মারার ভয় দেখিয়ে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। এবিষয়ে সুকনা থানায় 'জিরো এফআইআর' দায়ের হয়েছে। যদিও নির্যাতিতার বাড়ি প্রধাননগর থানা এলাকায়। অভিযোগপত্র হাতে পেয়েই প্রধাননগর থানা তদন্তে নামে। শনিবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৪২ বছরের ওই ব্যক্তিকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিকে, অসুস্থ নাবালিকা বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার পরিবার প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা। একটি চা বাগান এলাকায় থাকেন তাঁরা। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁদের প্রতিবেশী। অভিযুক্তের স্ত্রী, সন্তান রয়েছে। নাবালিকার মায়ের কথায়, 'ভোরে মেয়েকে বাড়িতে একা রেখে কাজে যেতাম। প্রতিবেশী হওয়ায় ওই ব্যক্তিকে বলে যেতাম, মেয়েকে একটু দেখে রাখতে।' এই সুযোগে সে কিশোরীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে।

নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, 'জানুয়ারি মাসের শুরু থেকেই মেয়ের শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। প্রথমদিকে আমরা ভেবেছিলাম হয়তো সাধারণ পেটব্যথা। কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন হবে কল্পনাও করতে পারিনি। শুক্রবার মেয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ওকে সুকনা হাসপাতালে নিয়ে যাই।' এরপর চিকিৎসক সবটা জানাতেই পরিবারের লোকজন হতভম্ব হয়ে যান। নাবালিকাও পুরো বিষয়টা তাঁদের জানায়। পরিবার বিশ্বাসই করতে পারছিল না, যাকে মেয়েটি 'কাকা' বলে ডাকে, সেই এই কুকর্ম করবে। ঘটনার তদন্ত করছে প্রধাননগর থানা।

নিন্দনীয়

- সকাল হলেই মেয়েকে বাড়িতে রেখে চা বাগানের কাজে চলে যেতেন বাবা ও মা
- চলতি বছরের জানুয়ারিতে হঠাৎ শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় চোদ্দো বছরের নাবালিকার
- শুক্রবার সুকনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক জানান, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা

গরম থেকে বাঁচতে স্বস্তির ঝাঁপ।। *ফুলবাড়ি ক্যানালে সূত্রধরের তোলা ছবি।*

ভয়ংকর।। *জয়ন্তী নদীতে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের কাজল রায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

খোঁজ মেলেনি কিশোরের

ইসলামপুর, ৮ জুন : রবিবার ছয়ঘরিয়া সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা মাটিকুন্ডা বাজারে টায়ার জ্বালিয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে ফের বিক্ষোভে শামিল হন। নিখোঁজ কিশোর শ্রমিক সামশাদকে ঘরে ফেরানোর দাবিতে এদিন ছয়ঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দারা ইসলামপুর পাটাগোড়া রাজ্য সড়কের মাটিকুন্ডা বাজারে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আন্দোলনকারী আনওয়ার আলম বলেছেন, 'আমাদের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আমরা কারও কথা শুনতে রাজি নই। ঘটনার ১১ দিন পার হয়ে গেল অথচ ছেলের কোনও খোঁজই পায়নি কেউ।' আন্দোলনে শামিল হওয়া আনিসুর রহমানের প্রতিক্রিয়া, 'তিন-চার দিন হয়ে গেল মূল অভিযুক্তককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ এখনও পুলিশ ওই নাবালককে উদ্ধার করতে পারেনি।' উল্লেখ্য, কিশোরকে ইলেক্ট্রিক শক কাণ্ডে ক্রমশ উত্তেজনা বাড়ছে ইসলামপুরে। সম্প্রতি ছয়ঘরিয়া এলাকায় বাসিন্দারা টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করেছিলেন। সেদিনও অবরোধে শামিল হয়েছিলেন নিখোঁজ কিশোরের মা-বাবা। এদিনকার অবরোধ আন্দোলনেও নিখোঁজ সামশাদের মা-বাবা শামিল হন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

নিখোঁজ কিশোরকে ফেরানোর দাবিতে মাটিকুন্ডায় বিক্ষোভ।

সামশাদের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলাকায় পৌঁছান চোপড়ার বিধায়ক তথা তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলার চেয়ারপার্সন হামিদুল রহমান। হামিদুলের কথায়, 'আমাদের আশঙ্কা, অভিযুক্তরা সামশাদের ক্ষতি করে ফেলতে পারে। পুলিশ বিষয়টি দেখছে। তবে আশা করি দ্রুত সুস্থ অবস্থায় তার খোঁজ পাওয়া যাবে।'

মাটিগাড়ার মাদক কারবারে অসম-যোগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : বছরকয়েক আগে মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল ওয়াহিদুর শেখ ও সোনম শাহ। সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পেয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় দুজনে। 'কমন ইন্টারেস্ট'-এ মন দেওয়া-নেওয়া বললে বোধহয় ভুল হবে না। এদিকে প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা ছিল, ওই দম্পতির বাড়িতে চলছিল মাদকের কারখানা। তবে তদন্তের গতি এগোতেই নয়া মোড় এসেছে ঘটনায়। মাটিগাড়ার লোকনাথ কলোনির যে বিলাসবহুল বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে ব্রাউন সুগার ও সেটা তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়, তা আদতে ছিল 'মিডল পয়েন্ট'। এই ঘটনায় অসম-যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

কীভাবে চলত এই কারবার?

মাদকের কাঁচামাল আসত অসম থেকে। তারপর সেটা মজুত করা হয় ওয়াহিদুরের বাড়িতে। ব্রাউন সুগারের কারখানা ছিল কালিয়াচকে। ওই দম্পতির সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া আব্দুর রফ মমিন অসম থেকে আসা সামগ্রী নিয়ে যেত কালিয়াচকে। এরপর সেখান থেকে মাদক এনে মজুত করত লোকনাথ কলোনির বাড়িটিতে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ত শিলিগুড়ি শহরের আনাচে-কানাচে। পাচার করা হত অসমেও। বাজেয়াপ্ত করা মাদক তৈরির সামগ্রী শরীরের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর, সেগুলো কীভাবে ব্যবহার হয় ইত্যাদি তথ্য জানতে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে নমুনা। সেখান থেকে রিপোর্ট এলে তদন্তে সুবিধা হবে বলে মনে করছে পুলিশ।

ওয়াহিদুরের মতো সোনমও ব্রাউন সুগার বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল। ২০২০ সালে ওয়াহিদুর সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পায়। ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পেয়েছিল সোনম। এরপরই তারা বিয়ে করে। পুলিশ দম্পতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, বিয়ের পর অসমের একটি চক্রের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাদের। চক্রটি মাটিগাড়ার বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী পাঠাতে শুরু করে।

প্রতি প্যাকেটে আট থেকে নয় লক্ষ টাকার সামগ্রী থাকত। অসম থেকে পৌঁছানোর পর আব্দুরের মাধ্যমে তা পৌঁছে যেত কালিয়াচকে। আব্দুরই আবার সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে ব্রাউন সুগার আনত মাটিগাড়ায়। এই চক্রের শেকড় অনেকটাই গভীরে ছড়ানো, অনুমান তদন্তকারীদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দম্পতির বাড়ি থেকে যে ১২ লক্ষ টাকা মিলেছিল, সেটা আব্দুরকে দেওয়ার জন্যই রাখা ছিল।

দুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ১

নকশালবাড়ি, ৮ জুন : দুই বড় লরির মাঝখানে পড়ে মৃত্যু হল নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তরের এক কনস্টেবলের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক মহিলা কনস্টেবল। রবিবার ভোরবেলা ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের হাতিঘিসা টোল প্লাজা এলাকায়। এদিন ভোরবেলায় নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তরের দুই কনস্টেবল, অরূপ সরকার এবং যোগিতা লামা বাইকে করে শিলিগুড়ি থেকে নকশালবাড়ির দিকে ফিরছিলেন। হাতিঘিসা টোল প্লাজার সামনে দুটি লরির মাঝখান দিয়ে যেতে গিয়ে দুজনেই পড়ে যান। এরপর লরি দুটি তাঁদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে এক হোটেল ব্যবসায়ী দুজনকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। অরূপ সরকারকে (২৫) উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। যোগিতা লামা শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুটি লরির মধ্যে একটি লরিকে পুলিশ আটক করে থানায় এনেছে। অপরটির খোঁজে এখনও তল্লাশি চলছে।

তরুণীকে কোপ, ধৃত

রাজগঞ্জ, ৮ জুন : প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক তরুণীকে দা দিয়ে কোপ মারার অভিযোগে শনিবার এনজেপি থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সন্তোষ দাস। রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার বলেন, 'ঘটনার দিন থেকেই অভিযুক্তর খোঁজ চলছিল। ওই তরুণের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।' গত ১০ মে রাজগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সিডাঙ্গায় ঘটনাটি ঘটে। গ্রামের একটি জলাধার থেকে জল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই তরুণী। সেই সময় অতর্কিতে বাইক নিয়ে এসে কুপিয়ে পালিয়ে যায় ধৃত।

সনাতনী ঐক্য রক্ষার অঙ্গীকার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : মুর্শিদাবাদ, মালদার মতো সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় যাতে শিলিগুড়ির পরিবেশ কেউ নষ্ট করতে না পারে সেবিষয়ে উদ্যোগ নিতে এবার বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ অঙ্গীকারবদ্ধ হল। রবিবার শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের একটি ভবনে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে হিন্দু ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ, আচার্য সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ, অতিশিনন্দ মহারাজ প্রমুখ। মাটিগাড়ায় কিছুদিন আগে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় বজরং দলের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পাশাপাশি কয়েকজনের বাড়িতে হামলার ঘটনাও ঘটে। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের উত্তরবঙ্গের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল এবিষয়ে জানান, শিলিগুড়ির সনাতনী ঐক্যকে যাতে কেউ নষ্ট না করতে পারে সেই লক্ষ্যেই এই সম্মেলন।

মুর্শিদাবাদ, মালদার মতো এই রাজ্যের হিন্দুদের যাতে আর উদ্বাস্তু হতে না হয়, সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে হবে। এই সম্মেলন কারও বিরোধিতা করার জন্য নয়। নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনকে বাড়াতে সকলে একত্রিত হওয়া।

-শংকর ঘোষ
বিধায়ক, শিলিগুড়ি

এছাড়া তিনি বলেন, 'মাটিগাড়ায় বজরং দলের যে কর্মীর পরিবারের সদস্যরা জেহাদিদের হাতে পীড়িত হয়েছেন তাঁদের আমরা সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে কী হয়েছিল সেই ব্যাপারটি তাঁরা সকলের সামনে তুলে ধরেছেন।' বিক্রমাদিত্যের আরও সংযোজন, 'বজরং দলের কর্মীরা জেল থেকে মুক্তি পেলে তাঁদের আমরা বীর সনাতনী গোপাল পাঁঠা সম্মান দিয়ে সম্মানিত করব। ভবিষ্যতে যেখানে হিন্দুদের এবং জনসাধারণের প্রয়োজন হবে, সেখানে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ উপস্থিত থাকবে। আগামীতে প্রতি বছর এই সম্মেলন শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে।'

এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। শংকর বলেন, 'মুর্শিদাবাদ, মালদার মতো এই রাজ্যের হিন্দুদের যাতে আর উদ্বাস্তু হতে না হয়, সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে হবে। এই সম্মেলন কারও বিরোধিতা করার জন্য নয়। নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনকে বাড়াতে সকলে একত্রিত হওয়া।'

পুরসভার ভাগাড়ে ডেঙ্গির ভয়

জলপাইগুড়ি, ৮ জুন : নদীর পাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আবর্জনা পড়ে রয়েছে। প্লাস্টিকের কৌটো থেকে খাবারের ফয়েল প্যাকেটে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। তাতে মশার লার্ভা। করলা নদীর পাশে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরসভার 'অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড' এখন ডেঙ্গির আঁতুড়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন এই জায়গা থেকে আবর্জনা তোলা হচ্ছে না। এর জেরে দুর্গন্ধে বাসিন্দারা রীতিমতো আতঙ্কিত। মশামাছির উপদ্রব বাড়ছে। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের করলা নদীর পাশের শিল্পসমিতিপাড়া এলাকার বাসিন্দারা ডেঙ্গির আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। নদীর পাশ থেকে পুরসভার এই ভাগাড়টি অন্যত্র তুলে নিয়ে যাওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বে থাকা ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ডেঙ্গি নিয়ে শহরে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি রয়েছে। যাতে কোথাও কোনও আবর্জনা জমে না থাকে সেজন্য সাফাই বিভাগকে বলা রয়েছে। ওই জায়গায় ওয়ার্ডের আবর্জনা নিয়ে এসে সেখান থেকে বড় গাড়িতে করে বালাপাড়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।' জলপাইগুড়ি শহরের সরকারি তথ্য অনুযায়ী চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গিতে ৬ জন আক্রান্ত হয়েছে।

শুরু সামার ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সব স্টেশনকে গুরুত্ব দিয়ে রবিবার শুরু হল সামার ফেস্টিভাল। একটি সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে ডিএইচআর সামার ফেস্টিভালের সূচনা করেন এডিআরএম (এনজেপি) অজয় সিং। সুকনা থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত এই র‍্যালিতে ৩৫ জন সাইকেল আরোহী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সময়ের আগেই পরিযায়ী পাখিদের ভিড় কুলিকে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৮ জুন : ওদের দেখা পাওয়া যায় জুন-জুলাইতেই। জুনের প্রথম দিকে সংখ্যাটা অল্প হলেও জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে কুলিক বনাঞ্চল ভরে ওঠে ওপেনবিল স্টর্ক, নাইট হেরন, ইগ্রেট সহ বিভিন্ন পরিযায়ী পাখির কলরবে। পর্যটকদের কাছে বাড়তি পাওনা হিসাবে এবছর মরশুমের শুরুতেই পাখির ঢল নামতে শুরু করেছে কুলিকে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এবার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কুলিকে পাখির ভিড় বেশ চোখে পড়ার মতো। সময়ের আগেই এত সংখ্যায় পাখি বিগত বছরগুলিতে দেখা যায়নি।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর এই সময়ে কুলিক পক্ষীনিবাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার পরিযায়ী পাখি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এবছর ইতিমধ্যেই সংখ্যাটা প্রায় ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। বঙ্গে বর্ষা এবার সময়ের আগে ঢুকে পড়ায় উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাই পরিযায়ী পাখিরাও একটু আগেভাগেই কুলিক বনে ভিড় জমাতে শুরু করেছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। পাখিদের আগমনী শুনে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের পাশাপাশি পরিবেশপ্রেমীদেরও।

প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে উপকূল অঞ্চল ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরা এসে ভিড় জমায় কুলিকে। ওপেনবিল স্টর্ক বা শামুকখোল, নাইট হেরন, ইগ্রেট, কর্মোরেন্ট সহ বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি ঘরসংসার পেতে বংশবিস্তারের জন্য উড়ে আসে রায়গঞ্জের কুলিক বনাঞ্চলে। গাছে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে আর ছানাদের বড় করে ডিসেম্বর মাস নাগাদ আবার ফিরে যায় নিজের দেশে।

রায়গঞ্জের বিভাগীয় বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'এবার উত্তরবঙ্গে ভালো বৃষ্টিপাত হওয়ায় পরিযায়ী পাখিরাও নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আসতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ৫০ হাজারের বেশি পাখি চলে এসেছে। গত বছর এই সময়ে সংখ্যাটা ২৫ থেকে ৩০ হাজার ছিল। আশা করছি, এবছর ভরা মরশুমে পাখির সংখ্যা আরও বাড়বে।' মুর্শিদাবাদ থেকে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে পাখি দেখতে এসে বেজায় খুশি জগন্নাথ দাস। তিনি বলেন, 'এক নতুন অভিজ্ঞতা হল এবার। গত বছর এই সময়ে এসে এত পাখি দেখিনি। এবার মনে হচ্ছে দ্বিগুণ পাখি এসেছে।' মরশুমের শুরুতেই পাখির এমন ঢল দেখে খুশি বালুরঘাট থেকে সপরিবারে আসা দীপক দাসও। তাঁর কথায়, 'ভাবিনি এত পরিযায়ী পাখি দেখতে পাব। অনন্য অভিজ্ঞতা হল।' রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার ছোট্ট অনিন্দিতা রায় বলে, 'টাওয়ারের উপরে উঠে দেখলাম বড় পাখিরা বাসা বাঁধছে। খুব ভালো লাগল।'

২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসের পাখি গণনার হিসেব অনুযায়ী, গত বছর কুলিক ফরেস্টে মোট পরিযায়ী পাখি এসেছিল ৯৬ হাজার ৭১৯টি। এবছর সেই হিসেব পালটে পাখির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে বলে আশা করছেন পাখিপ্রেমীরা। বিভাগীয় বনাধিকারিক জানিয়েছেন, পরিযায়ী পাখিদের খাবারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মাছ, শামুক, গুগলি, কাঁকড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আকর্ষণের কেন্দ্রে

- ওপেনবিল স্টর্ক বা শামুকখোল, নাইট হেরন, ইগ্রেট সহ বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি আসে কুলিক বনাঞ্চলে
- গাছে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে আর ছানাদের বড় করে ডিসেম্বর মাস নাগাদ আবার ফিরে যায় নিজের দেশে
- এবছর এখনই ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা
- সময়ের আগেই এত সংখ্যায় পাখি বিগত বছরগুলিতে দেখা যায়নি

Government of India
Viksit Bharat ka Amrit Kaal
Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke
11 SAAL
গরিব কল্যাণ
৪ কোটির বেশি পরিবার পেয়েছে পাকা বাড়ি
প্রতি মাসে বিনামূল্যে র‍্যাশন পাচ্ছেন ৮১ কোটি মানুষ
আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় ৫৫ কোটি
মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা
যুবসমাজের জন্যে সুযোগ
৪৯০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ৮১ হাজারের বেশি নতুন কলেজ
১.৬ কোটির বেশি যুবককে বর্তমানের উপযোগী স্কিলের প্রশিক্ষণ
সারা দেশে ১.৬ লক্ষের বেশি স্টার্ট আপ
কৃষকদের জন্য সরাসরি সুবিধা
পিএম কিষানের আওতায় কৃষকদের দেওয়া হয়েছে ৩.৭
লক্ষ কোটি টাকা, খরচের ১৫০% ন্যূনতম সহায়ক মূল্য,
এটি ঐতিহাসিক পিএম ফসল বিমা যোজনার আওতায় ত্রাণ
হিসেবে দেওয়া হয়েছে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা
সম্মানের জীবন
১২ কোটি বাড়িতে শৌচাগার,
১০ কোটির বেশি উজ্জ্বলা সংযোগ
১৫.৬ কোটির বেশি বাড়িতে নলবাহিত জলের সংযোগ
মধ্যবিত্তের নতুন শক্তি
১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত
৭টি নতুন আইআইটি, ৮টি নতুন আই আই এম,
আর ১৬টি নতুন AIIMS
উদ্যোগ এবং সক্ষমতা
ছোট ব্যবসায়ীদের জন্যে ৫২.৫ কোটির বেশি মুদ্রা ঋণ,
গ্রামে বসবাসকারী ১০ কোটির বেশি মহিলা ৯০ লক্ষের
বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে উপকৃত
ম্যানুফ্যাকচারিং হাব
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল প্রস্তুতকারক,
পি এল আই স্কিমের মাধ্যমে ১৪টি সেক্টরে ১.৬ লক্ষ
কোটি টাকা বিনিয়োগ
প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতা
বিমানবাহী জাহাজ আই এন এস বিক্রান্ত দেশীয়
প্রযুক্তিতে তৈরি, প্রতিরক্ষা রপ্তানিতে ৩৩ গুণ বৃদ্ধি
মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত
৫ থেকে ২৩টি শহরে,
২৪৮ কিমি থেকে ১০০০ কিমি
স্বপ্নে জুড়েছে ডানা
এয়ারপোর্টের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি ৭৪ থেকে ১৬০
উড়ানের আওতায় ১.৫১ কোটির বেশি মানুষ বিমান
ভ্রমণ করেছেন
উন্নতির রাস্তা
জাতীয় মহাসড়ক ৯১০০০ কিমি থেকে
১.৪৬ লক্ষ কিমি, যানবাহন ও মহাসড়কের
বাজেটে ৫৭০% বৃদ্ধি
নতুন ভারতের আধুনিক রেলওয়ে
চেনাব ব্রিজ - জম্মু-কাশ্মীরে বিশ্বের উচ্চতম রেল আর্চ
ব্রিজ, ১৩৬টি বিশ্বমানের বন্দে ভারত ট্রেন, অমৃত
ভারত রেলওয়ে স্টেশনের আওতায় ১৩০০-র বেশি
রেলস্টেশনের পুনর্নির্মাণ
ভারতের অগ্রগতি
ভারত ২০২৫-এ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি
ভারত বড় অর্থব্যবস্থার মধ্যে দ্রুততম বৃদ্ধিপ্রাপক
পার ক্যাপিটা জিডিপি ০.৯০ লক্ষ টাকা
থেকে ২.৩৫ লক্ষ টাকা
মহাকাশ ক্ষেত্রে নেতা
চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানো প্রথম দেশ
বেসরকারি সংস্থার জন্যে মহাকাশ ক্ষেত্র উন্মুক্ত স্পেস
স্টার্ট আপের সংখ্যা ২০০-র বেশি
বিরাসত ভি বিকাশ ভি
অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ, উত্তরাখণ্ডে ১২ কিমিরও
বেশি দীর্ঘ হেমকুণ্ড সাহিব রোপওয়ে, ২০১৪ থেকে
৬৪২টি চুরি হয়ে যাওয়া শিল্পসামগ্রী দেশে ফিরিয়ে আনা
হয়েছে, ২০১৩ পর্যন্ত আনা হয়েছিল মাত্র ১৩টি
CBC 44101/13/0006/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২ সংখ্যা, সোমবার, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বকেয়া এবং অধিকার

সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের পাশাপাশি বিধানসভার বাদল অধিবেশনের দিকে নজরের কারণ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) নিয়ে ঘোষণার সম্ভাবনা। ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করা নিয়ে রাজ্য সরকারের দোটানার জল্পনার মধ্যে সব কর্মচারী, পেনশনভোগীর বিস্তারিত নথিভুক্তি চলছে বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজ্য জেদাজেদি না করলে ডিএ নিয়ে জট হয়তো অনেক আগে কেটে যেত। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়তে হত না। প্রশ্ন উঠত না যে, আইনজীবীদের পিছনে টাকা ঢাললেও কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য ডিএ দিতে এত গড়িমসি কেন? ডিএ প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠলেই পশ্চিমবঙ্গে মাসে মাসে বেতন পাচ্ছেন, বহু জায়গায় তো নিয়মিত বেতনই জোটে না ইত্যাদি বলে আসলে কর্মচারীদের মর্যাদায় আঘাত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন বোঝাতে চাইতেন, ডিএ পাওয়া কর্মীদের সাংবিধানিক বা মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিয়ে দিল, সাংবিধানিক বা মৌলিক অধিকার না হলেও ডিএ কর্মীদের অবশ্য প্রাপ্য। ডিএ মামলা দু'বছর ধরে চলছে সুপ্রিম কোর্টে। তার আগে চলেছিল স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনালে (স্যাট) এবং কলকাতা হাইকোর্টে। পঞ্চম বেতন কমিশনের কার্যকালে কর্মরত প্রত্যেক সরকারি কর্মী এবং পেনশনভোগী বকেয়া ডিএ পাওয়ার অধিকারী।

স্যাটে রাজ্য সরকার জিতলেও ২০২২ সালে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের রায় চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যের দায়ের করা স্পেশাল লিভ পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতেই বকেয়া ডিএ দিতে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে রাজ্য জানিয়েছে, ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে ২০১৫-র ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মেটাতে খরচ হবে ৪১, ৭৭০ কোটি টাকা।

শীর্ষ আদালতে শুনানি আঠারোবার পিছিয়েছে। গত ১৬ মে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র ও রাজ্যের ডিএ-র ফারাকের বকেয়ার ২৫ শতাংশ জুনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলেছে। প্রথমে ৫০ শতাংশ দিতে বললেও ওই টাকা দিতে হলে রাজ্য সরকারের কোমর ভেঙে যাবে বলে রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির সওয়াল শুনে ডিভিশন বেঞ্চ বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটাতে বলে।

জুনের মধ্যে ওই বকেয়া দিতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তহবিলের অভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পরবর্তী শুনানি ৪ অগাস্ট। দুই বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, এটা অন্তর্বর্তী নির্দেশ। চূড়ান্ত রায়ের ওপর এই নির্দেশের প্রভাব পড়বে না। ফলে বিধানসভার বাদল অধিবেশনে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সরকার ঘোষণা করতে পারে বলে আলোচনা চলছে।

রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ নিঃসন্দেহে আন্দোলনকারী সরকারি কর্মী সংগঠনের বিরাট জয়। লক্ষ লক্ষ কর্মী এবং পেনশনভোগীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল এতে। ওই নির্দেশ অনুযায়ী বকেয়া ডিএ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে রাজ্য সরকারের খরচ হবে দশ হাজার কোটি টাকারও বেশি। টানাটানির বাজারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীর প্রকল্পের বরাদ্দ থেকেও বকেয়া ডিএ মেটানোর চেষ্টা হতে পারে বলে জল্পনা চলছে।

এই মামলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আসলে অন্যত্র। সেটা হল, মহার্ঘ ভাতাকে সুপ্রিম কোর্ট শেষপর্যন্ত কর্মীদের মৌলিক অধিকার বলে মেনে নিচ্ছে কি না। ১৯৫৪ সালের এক ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার নয়। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের মতে, সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটা জীবনের অধিকার সম্পর্কিত আইনি অধিকার। ফলে বিধানসভার অধিবেশনে সম্ভাব্য ঘোষণার পাশাপাশি শীর্ষ আদালত সেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করে কি না, সেদিকে নজর থাকবে সকলের।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

বন্ধু সেজে বিপদ আমার দাঁড়িয়ে আছে এ কি

প্রবল গলাগলি থেকে প্রবল গালাগালি। ট্রাম্প ও মাস্কের বন্ধুত্ব ভেঙে যাওয়াই এখন বিশ্বের অন্যতম চর্চিত বিষয়।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সৌজন্যে- এক্স/চ্যাপাটে

খেলা হবে!

আমাদের ছোটবেলার সেই খেলাটা। আমি যা দেখি, তুমি তা দ্যাখো? 'না' বললেই 'আড়ি আড়ি আড়ি'! আমেরিকায় এখন এরকম 'আজ বন্ধু কাল শত্রু' সার্কাস চলছে! সিজনাল সার্কাস নয়। এ খেলা চলছে নিরন্তর! পলিটিক্স আর কর্পোরেটের বন্ধু-বন্ধু খেলা। স্বার্থ আর সওদার শত্রু-শত্রু খেলা। এই 'সার্কাসটিক' খেলার ক্যাচলাইনটি হল 'রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে'!

কে জিতবেন? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি বিশ্বের এক নম্বর বড়লোক এলন মাস্ক? গোটা পৃথিবী এখন সেদিকেই চেয়ে আছে। মনে রাখতে হবে যে, এই বন্ধুত্ব তথা বিচ্ছেদের খিলাড়িরা একদম সেয়ানে-সেয়ানে। একজন ট্রাম্প, যিনি আজীবনে কখনও ব্যবসার বাইরে কিছু ভাবেননি। আরেকজন মাস্ক, কস্মিনকালেও তাঁর কোনও বন্ধু আছে বলে কেউ শোনেনি। তাঁদের প্রেমের মধ্যেও 'ডাল মে কুছ কালা' এবং যুদ্ধের মধ্যেও লাভক্ষতির বেনোজল। কিন্তু অন্যায় কিছু নেই যুদ্ধে ও প্রেমে! অতএব বন্ধুত্ব হল।

ট্রাম্প তখন মার্কিন মুলুকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। গত বছরের মাঝামাঝি। হাওয়ামোরগ হাতে মাস্ক টের পেয়ে গিয়েছেন যে, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' অনিবার্য। মাস্ক তখনও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্নেহধন্য, আবিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিন গাড়ি টেসলার মালিক। তখনই বাইডেন ঘোষণা করলেন, টেসলা কিনলে সাড়ে সাত হাজার ডলার আয়কর ছাড়। তিনি অবশ্য এটা করেছিলেন পরিবেশরক্ষার কথা ভেবেই, কারণ গাড়িজাত বায়ু দূষণে আমেরিকার হাল ভয়াবহতম। সেই বিচারে বৈদ্যুতিন গাড়ি যথেষ্টই পরিবেশবান্ধব। কাজেই পরিবেশের দোহাই দিয়ে আবিশ্বে টেসলার বিক্রি সর্বকালীন রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল।

ঠিক তখনই ভালো মানুষটি সেজে মাস্ক বললেন, শুধু গাড়ি কেন, কোনও কর্পোরেট পারচেজের ক্ষেত্রে আয়কর ছাড় দেওয়াটা মোটেও কাজের কথা নয়! স্তাবকরা হাততালি দিয়ে বলল 'সাধু সাধু'! মাস্কের মতলব অবশ্য ছিল অন্যরকম। বাইডেন বলেছিলেন, ওই আয়কর ছাড় পাওয়া যাবে যে কোনও বৈদ্যুতিন গাড়ি কিনলেই। শুধু টেসলা নয়। তাতেই মাস্কবাবুর গোসা! কারণ মুখে কিছু না বললেও তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন 'পূর্ণ স্বরাজ'! অর্থাৎ যাবতীয় সরকারি সুযোগসুবিধা শুধু টেসলাই পাবে। অন্য কেউ নয়। বাইডেন সেই পথে গেলেন না। ব্যাস, 'দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে'। এলন ভিড়ে গেলেন ট্রাম্পের দলে! তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখে দিলেন, আই লাভ ট্রাম্প!

ট্রাম্পের কাছে বন্ধুত্বও একটা ব্যবসা। মাস্কের কাছেও বন্ধুত্ব একটা বিনিয়োগ। ব্যাস, 'বার্ডস অফ এ ফেদার ফ্লোক টুগেদার'! কয়েকমাসের মধ্যেই ট্রাম্পের দলের নির্বাচনি হালখাতায় মাস্ক বনে গেলেন পয়লা নম্বর ডোনার। ট্রাম্প জিতেও গেলেন। তখন নতুন বন্ধুকে গিয়ে এলন বললেন, ভাগ দাও। ট্রাম্প বুঝে ফেললেন, যে এভাবে বাঁ হাতে দান করে ডান হাতে প্রতিদান চায়, সে করিতকর্মা লোক। বিগলিত ট্রাম্প নয়া 'বিজনেস পার্টনার'-এর সঙ্গে গোটা হোয়াইট হাউসটাই ভাগ করে নিলেন। তিনি মার্কিন সরকারের একটা নতুন দপ্তর খুলে দিলেন মাস্কের জন্য, ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি (DOGE)। এক্কেবারে কড়া 'ডোজ'! সমঝদারের জন্য ইশারাই কাফি। মাস্ক পত্রপাঠ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নির্বিচারে ছাঁটাই শুরু করলেন। কয়েকটা দপ্তর উঠিয়েই দিলেন। বিভিন্ন পিছিয়ে থাকা রাজ্য এবং গরিবগুর্বো দেশগুলিকে অর্থমঞ্জুরি এবং দানখয়রাতি বন্ধ করে দিলেন। মাত্র দুই মাসের মধ্যে ব্যয়ভারে নুয়ে পড়া ট্রাম্প সরকারের খরচাপাতি অনেকটাই হালকা হয়ে গেল। ট্রাম্পের 'মাস্ক' হয়ে উঠলেন এলন!

এর মধ্যে আরেক কাণ্ড! চাকরিহারা এবং নানা দাতব্য সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত মানুষজন দল বেঁধে রাস্তায় নামল। মাস্কই পালের গোদা হওয়ায় দেশজুড়ে বিভিন্ন শোরুম এবং পার্কিং লটে টেসলা দেখলেই ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের হিড়িক পড়ল। সারা বিশ্বে টেসলার বিক্রি হুহু করে পড়তে থাকল। বন্ধুর বিপদে রুখে দাঁড়ালেন ট্রাম্প। তিনি নিদান দিলেন, ও সব আগমার্কা বাম-খ্যাপাদের পাগলামি। ওই স্বদেশি সন্ত্রাসবাদীদের নরকবাস নিশ্চিত। উপরন্তু প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জন্য গোটা কুড়ি টেসলা কিনে ফেললেন ট্রাম্প। নেহাত মার্কিন প্রেসিডেন্টের গাড়ি চালানোর নিয়ম নেই তাই, নইলে ট্রাম্প নিজেও টেসলা কিনে চালাতেন। এই সব উপকারের বিনিময়ে চিরকৃতজ্ঞ মাস্কও প্রাণসখা ট্রাম্পকে জানিয়ে দিলেন, সরকারি দপ্তরে হাতি পোষা আর পরিষেবার নামে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আমি বন্ধ করে দেব! মে মাসের মধ্যে খেল খতম।

> 'বন্ধুবিরোধী' বিলের ব্যাপারে ট্রাম্প অনড় বুঝতে পেরে হোয়াইট হাউসের 'চাকরি' ছেড়ে দিলেন মাস্ক। মুখে তিনি বললেন, কাজ শেষ। আসলে ততক্ষণে ট্রাম্প ও মাস্ক দুজনেই বুঝে ফেলেছেন, 'বন্ধু সেজে বিপদ আমার দাঁড়িয়ে আছে এ কি'! যে বন্ধুত্বে বেচাকেনার বাজার নেই, তা আর রেখে কী হবে!

খটকাটা হল, হঠাৎ মে মাস কেন? আসলে মাস্ক ততদিনে জেনে গিয়েছেন যে, তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে। ভিসা এবং গ্রিনকার্ডধারী অভিবাসীদের 'টাইট' দেওয়ার জন্য ট্রাম্প একটি বিল তৈরি করছেন, যার মূল উদ্দেশ্য আমেরিকার বাইরে অর্থপ্রেরণ করলে বাড়তি আয়কর আদায়। আর বিলেই লেখা আছে, টেসলার ক্রেতাদের আয়কর ছাড়ের এতদিনের দাতাগিরি বন্ধ। প্রমাদ গুনলেন এলন। সাদাবাড়িতে বসেই তিনি পরোক্ষে ট্রাম্পকে সমঝে দিলেন, ওটা একটা জঘন্য বিল। ট্রাম্পও এবার পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ওটা একটা জনকল্যাণমূলক 'বৃহত্তম এবং সুন্দরতম বিল'!

মাস্ক হুমকি দিলেন, ওই বিল বন্ধ করতেই হবে। ট্রাম্পের পারিষদরা জানিয়ে দিলেন, গাড়ির জন্য পরিবেশ দূষণের তত্ত্বটা নিছকই আঁতলামি। কাজেই টেসলা বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিন গাড়ি কিনলে আয়কর ছাড়ের কোনও মানেই হয় না। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখলেন, আমি অনেক সাহায্য করেছি এলনকে। কিন্তু আর না।

ওই 'বন্ধুবিরোধী' বিলের ব্যাপারে ট্রাম্প অনড় বুঝতে পেরে হোয়াইট হাউসের 'চাকরি' ছেড়ে দিলেন মাস্ক। মুখে তিনি বললেন, কাজ শেষ। আসলে ততক্ষণে ট্রাম্প ও মাস্ক দুজনেই বুঝে ফেলেছেন, 'বন্ধু সেজে বিপদ আমার দাঁড়িয়ে আছে এ কি'! যে বন্ধুত্বে বেচাকেনার বাজার নেই, তা আর রেখে কী হবে! ট্রাম্প বললেন, ওই বিল আমেরিকাকে পুনরুজ্জীবিত করবে। মাস্ক বললেন, ভুল। ওই বিল ধার-বাকিতে ডুবিয়ে আমেরিকাকে দেউলিয়া করবে। তিনি দেশবাসীকে বললেন, আপনারা যে যার মতো করে ওই বিলকে আটকানোর চেষ্টা করুন।

টেসলার মালিকের এই আবেদন শুনে দেশের মালিক ট্রাম্প জানিয়ে দিলেন, মাস্কের সঙ্গে আর সম্পর্কই রাখা যাবে না! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে মাস্ক বললেন, আরে আমি না থাকলে তো ট্রাম্প এবার জিততেই পারতেন না! এই কেচ্ছাবাজ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ইম্পিচমেন্ট আনা উচিত। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে বসানো উচিত ট্রাম্পের জায়গায়। শোনা যাচ্ছে, এলন নাকি 'দ্য আমেরিকান পার্টি' নামে একটা নতুন দল গড়বেন। এই সব শুনে তিতিবিরক্ত ট্রাম্প বললেন, মাস্ক ডেমোক্র্যাটদের দিকে পা বাড়ালে ফল খুব খারাপ হবে। ওই লোকটার মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে! আড়ি!

তাহলে কি খেলা শেষ? মোটেও না। 'পিকচার অভি বাকি হ্যায়'! রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ট্রাম্প আর মাস্কের শত্রুমিত্র যাত্রাপালা চলতেই থাকবে। ছিল গলাগলি। এখন গালাগালি। কিন্তু আবার হয়তো ফন্দি করে সন্ধি হবে দুজনার! 'মিথ্যে কেন লড়তে যাবি? ভেরি-ভেরি সরি, মশলা খাবি? 'শেকহ্যান্ড' আর 'দাদা' বল, সব শোধবোধ, ঘরে চল'!

(লেখক আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা। প্রবন্ধকার)

আজ

১৯০০

আজকের দিনে শহিদ হন মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা বিরসা মুন্ডা।

২০১১

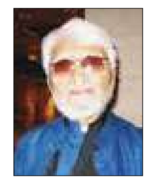

চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

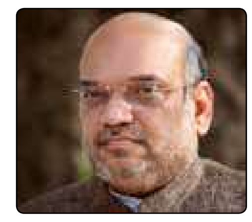

২০২৬ সালে বাংলা আর তামিলনাড়ুতে বিজেপি ক্ষমতায় আসছেই। কেউ আটকাতে পারবে না। ডিএমকে সরকার নিউট্রিশন কিট কেলেঙ্কারিতে ৪৫০ কোটির দুর্নীতি করেছে। আরও ৪৬০০ কোটি টাকার বালু মাইনিং কেলেঙ্কারিতে স্ট্যালিনের সরকার জড়িত।

- অমিত শা

ভাইরাল/১

জলাশয়ে পা পিছলে হাবুডুবু খাচ্ছিল একটি হরিণ। তা দেখে এগিয়ে আসে এক হাতি। শুঁড় দিয়ে হরিণকে তোলার চেষ্টা করে। বার তিনেকের চেষ্টায় সফল হয় হাতিটি। ওপরে উঠেই দৌড় লাগায় হরিণটি। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

মার্কিন মুলুকে পোষ্যকে খুঁজছিলেন কয়েকজন। বাড়ির পাশে ৩৫ ফুট উঁচু গাছে কুকুরকে দেখে হতবাক তাঁরা। মালিককে দেখে লেজ নাড়তে থাকে সেটি। দুজন মহিলা নীচে কম্বল ধরেন। একজন গাছে উঠে পোষ্যকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন।

জনমন জনমত

বিজ্ঞপ্তি জারি করে সিভিক নিয়োগ করা হোক

ওরা চাকরি করে না বটে, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশের সহযোগী বন্ধু। ওরাও দিনরাত রোদে-বৃষ্টিতে কায়িক পরিশ্রম করেন। তার বিনিময়ে সরকারের কোষাগার থেকে সামান্য কিছু ভাতা পান মাত্র। চলে না, তবুও করতে হয়। না হলে বেকার জ্বালা সহ্য হবে কী করে? ওদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকেরই আছে। তবুও তারা সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজে নিযুক্ত।

সমাজমাধ্যমে একশ্রেণির মানুষ সিভিকদের নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। আর কতদিন? সরকার বদলি হলেই কেল্লা ফতে। ওরা গাড়ি আটকানোর কে? অথবা ওদের হুমকিতে কী আসে যায়, ওরা পুলিশ নাকি? এইসব কটূক্তি বাণী এক শ্রেণির মানুষের মুখে শুনতে হয়। উপায়ান্তর নেই, কারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করে তো তাদের নিয়োগ হয়নি ওরাও জানে। তা সত্ত্বেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কায়িক পরিশ্রম করে জনতার সেবার কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত।

মোদ্দা কথা হল, বিনা যুক্তিতে এইভাবে সিভিকদের না খাটিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তিসম্মত উপায়ে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগ হোক।

গুরুদয়াল অধিকারী
ডাউকিমারি বাজার, জলপাইগুড়ি।

সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগার কবে চালু হবে

প্রায় দেড় বছর আগে শিবমন্দিরস্থিত সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগার নতুনভাবে তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজও তা সম্পূর্ণ হয়নি। এর ফলে স্থানান্তরিত পাঠাগারে পাঠকের আনাগোনা ভীষণভাবে কমে গিয়েছে। স্থানের অভাব যেমন একটা কারণ, তেমনই গত ডিসেম্বরে একজন গ্রন্থাগারিক অবসর নেওয়ায় প্রতিদিন পাঠাগার খোলা থাকে না। এই অবস্থায় নতুন পাঠাগারের নির্মাণ দ্রুত সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাই। অন্তত বয়স্ক পাঠকদের কথা ভাবা হোক।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরবঙ্গই শুধু একটা বাল্মীক থাপার পেল না

ভারতের 'বাঘ বাহাদুর' বাল্মীক থাপার প্রয়াত। তিনজনের উদ্যোগে বিশ্বের ৭৫ শতাংশ বাঘ এখন ভারতের।

বিমল দেবনাথ

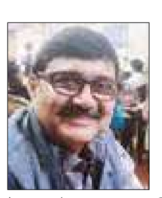

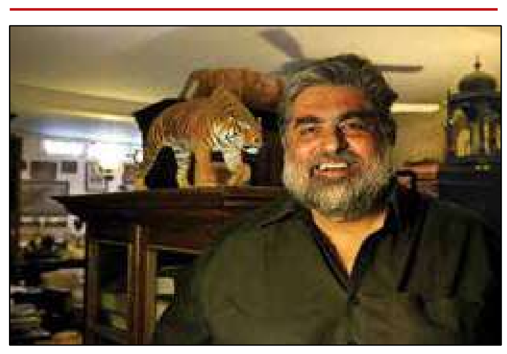

একটা দশ বছরের শিশুর চোখে করবেট বাঘবনে লেগেছিল হলুদ বিদ্যুৎ ঝলক। তখন থেকে সে হাঁটতে দৌড়াতে দেখত স্বপ্ন। তরুণ হয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল রাজস্থানের রণথম্ভোর বাঘবনে। দ্বিতীয় দর্শনে তৈলস্ফটিকের মতো দুটো চোখে আটকে যায় মন। একসময় এই চোখ উৎসর্গ করা হয়েছিল রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও ডিউক অফ এডিনবার্গকে। তখন নাম ছিল সওয়াই মাধোপুর গেম স্যাংচুয়ারি। শিকারের দোসর যে মানুষটা ছিল সে পরে হয় গুরু। হ্যাঁ, ফতেহ সিং রাঠোর শুধু বাল্মীক থাপারের গুরু নন, তিনি 'টাইগার গুরু'।

শিকার ও আবাসস্থল বিনাশের জন্য ভারতে বাঘের সংখ্যা সত্তরের দশকে প্রায় আঠারোশোতে নেমে আসে। উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ছিল প্রায় এক লক্ষ বাঘ। ইন্দিরা গান্ধি নিয়ে আসেন বন্যপ্রাণী আইন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। বন ও বাঘ বাঁচাতে চালু করা হয় প্রোজেক্ট টাইগার ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম ডাইরেক্টর কৈলাস সাংখালা। তাঁকে বলে 'টাইগার ম্যান'। পান পদ্মশ্রী। প্রোজেক্ট টাইগার প্রাক্কালে রণথম্ভোরে বাঘের সংখ্যা তখন মাত্র চোদ্দোটা। এখন প্রায় আশির কাছাকাছি। কী করে সম্ভব হল? রণথম্ভোরের বন্যপ্রাণী সংরক্ষক ছিলেন ফতেহ সিং রাঠোর। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন তরুণ বাল্মীক থাপার।

প্রেম অবাধ্য জল। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জ্ঞানের আখড়ায় জন্মগ্রহণ করেও বাল্মীক থাপার বাঘের প্রেমে বুনো হয়ে যান। সমাজবিজ্ঞানে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত একজন মানুষ বাঘ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জীববিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। বলতেন, 'The tiger overwhelms me, I know nothing else'।

ফতেহ সিং রাঠোর প্রোজেক্ট টাইগারের নিয়ম অনুসারে শুরু করেন বাঘবনের ভেতর থেকে গ্রাম স্থানান্তর। বাল্মীক থাপার শুরু করেন গ্রাম স্থানান্তরণের পক্ষে জনমত সংগ্রহ। বাঘের যাপন সম্পর্কে লেখেন অনেক বই ও নির্মাণ করেন অনেক তথ্যচিত্র। বাল্মীক চূর্ণ করেন মানুষ-বাঘের সহবস্থানের তাত্ত্বিক তত্ত্ব। তিনি পদ্মিনী, মাচিল ও কৃষ্ণা নামের তিন মাদি বাঘের পারিবারিক উপাখ্যান রচনা করেন। তাঁর গল্প, প্রতিবেদন ও তথ্যচিত্রের যুক্তি দিয়ে স্থাপিত করেন বাঘ নির্জনতা পছন্দ করে।

তিনি শুধু ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতেন না, বাঘের সঙ্গে হাঁটতেন, তাঁদের নাম দিতেন এবং তাদের কষ্টে কাঁদতেন। তিনি প্রায় একশো পঞ্চাশটা সরকারি কমিটি ও টাইগার টাস্ক ফোর্সের সদস্য ছিলেন। গুরুশিষ্যের সাঁড়াশি আক্রমণে রণথম্ভোর থেকে মানুষের আবাদ উঠে যায়। ব্যাঘ্র সংরক্ষণে রণথম্ভোর বিশ্বের দরবারে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

দু'হাজার এগারোতে চলে গিয়েছেন 'টাইগার গুরু'। বাল্মীক থাপার সামনের সারিতে যেভাবে কাজ করেছেন, মাটির ভাষায় তাকে 'ব্যাঘ্র মানব' বলা যায়। তোলা থাক 'টাইগার ম্যান' সাংখালা সাহেবের জন্য। দু'হাজার পঁচিশের একত্রিশে মে চলে গেলেন আমাদের পরবর্তী 'ব্যাঘ্র মানব'-ও। তিনি বলতেন, আমার কথা নয়, সুনিশ্চিত থাকবে বাঘের ভবিষ্যৎ। আপনার কথা মনে থাকবে স্যর! প্রোজেক্ট টাইগারের সঠিক প্রণয়নে ব্যাঘ্র সংরক্ষণে ভারতকে বিশ্বগুরু করেছে, আপনাকেও করেছে অমর।

একটা সময় ২০০৬ সালে দেশের সবচেয়ে কম বাঘ ছিল, সংখ্যাটা ১৪১১। ২০২৩ সালের শুমারির হিসেবে বন্য বাঘের সংখ্যাটা ৩৬৮২। এখন বিশ্বের পঁচাত্তর শতাংশ বাঘ আমাদের। তবে একটাই কষ্ট। উত্তরবঙ্গ পায়নি একটা বাল্মীক থাপার। তা হলে হয়তো বক্সা বাঘবনও হয়ে উঠত শুধু বাঘের।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬১

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মাথার চুলের ডগা ৪। সিদ্ধ বা সফল হওয়া, এককথায় কাজ উদ্ধার ৫। চোখের সঙ্গে সম্পর্কিত অসুখ ৭। খুবই ছোট আকারের পোকা ৮। সেঁটে দেওয়া বা ঝুলিয়ে দেওয়া ৯। পালিয়ে যাওয়া ১১। হিন্দু বিধবা মহিলার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। এক সপ্তাহের মজুরি ১৪। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ১৫। চঞ্চল বা দুরন্ত।

উপর-নীচ : ১। এই ফুলের অন্য নাম কেয়া ২। যে গ্রহ আকারে ক্ষুদ্র ৩। হৃষ্টপুষ্ট ও নধর চেহারা ৬। নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা ৯। বুঝেসুঝে বা সমঝে চলা ১০। নদী নয়, সমুদ্রের জল ১১। বিদ্যার দেবী সরস্বতী ১২। নাজেহাল বা হয়রান হওয়া।

সমাধান ■ ৪১৬০

পাশাপাশি : ১। হাবিজাবি ৩। কত্থক ৫। কমলাকর ৭। তেপায়া ৯। অতসী ১১। চকমিলানো ১৪। মাসিক ১৫। কতবেল।

উপর-নীচ : ১। হাতেনাতে ২। বিপাক ৩। কপিলা ৪। কসুর ৬। কপোত ৮। পাচক ১০। সীতাফল ১১। চশমা ১২। মিশুক ১৩। নোলক।

বিন্দুবিসর্গ

হাতের কারসাজি

নাগেরবাজারে পুরোনো সোনাপট্টিতে গয়না দেখতে ঢুকে একে একে হাতের কারসাজি করছিলেন দুই তরুণী। দোকানদারের সন্দেহ হওয়ায় সিসিটিভি ফুটেজে শেষে ধরা পড়ে। আটক করা হয় তাদের।

দেহ উদ্ধার

বেহালার পর্ণশ্রী থানা এলাকায় সদ্যোজাতর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখা ও স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

নাবালিকা নিগ্রহ

খেলার নাম করে দুই নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। বারুইপুরের এই ঘটনায় নাবালকের পরিবারের সদস্যদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ।

রেকর্ড দর্শক

গত এক বছরে রেকর্ড সংখ্যক দর্শনার্থী এসেছেন আলিপুর চিড়িয়াখানায়। সম্প্রতি বন দপ্তরের একটি রিপোর্টে উঠে এসেছে ২০২৪ এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় ৩৪ লক্ষ পর্যটক এসেছেন।

প্রাক্তন সিবিআই কর্তার দ্বারস্থ চাকরিহারারা

কলকাতা, ৮ জুন : সুরাহা মেলার আশায় একের পর এক সরকারি দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিহারারা। বৈঠক করেছিলেন আইনজীবীদের সঙ্গেও। তবুও নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ আটকায়নি। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজ শুরুও করে দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। সমাধানসূত্র পাওয়ার আশায় রবিবার দুপুরে প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাসের সল্টলেকের বাড়িতে উপস্থিত হন 'যোগ্য' চাকরিহারাদের একাংশ। সংগ্রামী যৌথমঞ্চের প্রতিনিধি সুমন বিশ্বাসের নেতৃত্বে চাকরিচ্যুতদের প্রতিনিধিদল এদিন বৈঠক করে উপেনের সঙ্গে।

বৈঠক শেষে সুমন বলেন, 'রাজ্যে যাঁরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং আইনকানুন বোঝেন, তাঁদের সঙ্গেই দেখা করছি। এর আগে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআইকে সংযুক্ত করে মামলা লড়েছি। ওএমআর প্রকাশ হলে দুর্নীতি সামনে আসবে। একমাত্র এই উপায়েই চাকরি ফেরত পাওয়া সম্ভব।' এর আগেও আইনি জটিলতা কাটাতে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুমন। এদিন চাকরিহারাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর উপেন বলেন, 'আন্দোলনকারীরা সঠিক পথেই এগোচ্ছেন। ব্যক্তিগতভাবে ওঁদের কিছু উপদেশও দিয়েছি। আইনি লড়াইয়ের পথে কীভাবে হাঁটলে সমাধানসূত্র মিলবে, সেটার পরামর্শও ওঁদেরকে দিয়েছি। শেষপর্যন্ত যদি কোনও উপায় না পাওয়া যায়, তখনও কীভাবে চাকরিহারারা নিজেদের হকের চাকরি ছিনিয়ে নেবেন সেই উপায়ও বাতলে দিয়েছি।'

অবশ্য সুমনের কথায়, 'আজ স্যারের কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিলাম। কিছু জিনিস যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমন কিছু জিনিস এখনও অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে। সবটা মিলিয়েই আমরা লড়ব।'

ডিএ নিয়ে মুখে কুলুপ চন্দ্রিমার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জুন : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া নিয়ে একরকম রহস্যই দানা বাঁধছে। সুপ্রিম কোর্ট ২৭ জুনের মধ্যে এই বকেয়া কর্মচারীদের মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেও এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও রবিবার পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও কথা বলতে নারাজ। তাঁকে এদিন সুনির্দিষ্টভাবে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত কিছু হলে যথাসময়েই তা জানতে পারবেন। আর কিছু বলার নেই আমার।' এতেই সরকারের ডিএ দেওয়ার বিষয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে।

নবান্নের অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সম্ভবত বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দেওয়া নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর উপস্থিতিতে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করতে পারেন বলেও চর্চা রয়েছে।

মেরামতির কাজ চলাকালীন শতাব্দীপ্রাচীন এই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। হাসপাতালে ভর্তি এক শ্রমিক। রবিবার কলকাতার বৌবাজারে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বামপন্থীদের চেনা স্লোগান শুভেন্দুর মুখে

সন্দেশখালিতে ফের হিন্দু ঐক্যের ডাক

কলকাতা, ৮ জুন : ২৬-এ বিধানসভা ভোটে সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ জেতার লক্ষ্য বিজেপির। পহলগাম, মুর্শিদাবাদের হিংসাকে হাতিয়ার করে হিন্দু ঐক্যের কথা বলে হিন্দু ভোট একজোট করতে চায় বিজেপি। সেই লক্ষ্যে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যকে তুলে ধরে দলের পক্ষে অনুকূল আসনগুলিতে সভা করে জমি তৈরির কাজ শুরু করেছে বিজেপি। রবিবার সেই সূত্রেই সন্দেশখালির কানমারি ভারত সেবাশ্রম মাঠে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে শোনা গেল বামপন্থীদের চেনা স্লোগান। শুভেন্দুর গলাতেও শোনা গেল 'জোট বাঁধুন তৈরি হোন। এ লড়াই জিততে হবে।' শহিদের 'রক্তঋণ শোধ' করার অঙ্গীকার।

২৪-এ লোকসভা ভোটের মুখে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মহিলা নিরাপত্তা ইস্যুতে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে স্থানীয় বামপন্থী আন্দোলনকে কার্যত হাইজ্যাক করেছিল বিজেপি। বসিরহাট লোকসভা আসনে সন্দেশখালি আন্দোলনের মুখ হিসেবে স্থানীয় নেত্রী রেখা পাত্রকে প্রার্থী করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু শেষপর্যন্ত বসিরহাট লোকসভায় প্রত্যাশানুযায়ী ফল করতে পারেনি বিজেপি। তবে সন্দেশখালিতে ৭ হাজার ভোটে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে ছিল বিজেপি। হিঙ্গলগঞ্জেও তৃণমূলের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলেছিল বিজেপি। সেই অঙ্ক মাথায় রেখে বিধানসভা ভোটে সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু।

এরই মধ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিতে মুর্শিদাবাদ, পহলগামের ঘটনা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তা দিয়ে বিধানসভা ভোটের বৈতরণি পার করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু বিজেপির আশঙ্কা, ভোটের ময়দানে

> কানমারি হত্যার বদলা নেব। শুধু ভাগ হবেন না। হাতজোড় করে বলছি, ভাগ হবেন না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাংলার আবাসের মতো প্রকল্প দিয়ে আবার খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারেন মমতা। তাই এদিন সন্দেশখালি সভা থেকে শুভেন্দুকে বলতে হয়েছে, 'মা-বোনেরা ১ লাখ ২০ হাজারের ঘরের পিছনে ছুটছেন। ওই টাকায় ঘর হয়? বিজেপিকে আনুন। ৩ লাখের ঘর দেব।' ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বাড়তে পারে। সেই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে পহলগামে ঘটনার দৃষ্টান্ত টেনে শুভেন্দু বলেন, '৫০০-১০০০ টাকার কাছে শাঁখা, পলা, সিঁদুরকে বিসর্জন দেবেন না। যেদিন বিজেপির সরকার হবে, পরের দিন আপনাদের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে ঢোকাব।'

কানমারি হত্যার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এদিনের সভায় 'শহিদ'-দের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর সময় শুভেন্দুর গলায় শোনা গেল বামপন্থীদের চেনা স্লোগান। এদিনের সভায় বারবারই শুভেন্দুর বক্তব্যে উঠে এসেছে পহলগাম থেকে মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি। আর সেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সন্দেশখালির মাটি থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে এদিন হিন্দু ঐক্যের জন্য আর্জি জানাতে শুভেন্দুর গলায় কার্যত মিনতির সুর, 'কানমারি হত্যার বদলা নেব। শুধু ভাগ হবেন না। হাতজোড় করে বলছি, ভাগ হবেন না।' শুভেন্দুর এই মিনতিকে কটাক্ষ করে সন্দেশখালির সিপিএম নেতা ও রাজ্যের অন্যতম মুখ নিরাপদ সরদার বলেন, '২০২৪-এর ভাঁওতা কোচবিহার থেকে সন্দেশখালির গরিব মানুষ ধরে ফেলেছেন। হিন্দু-মুসলমানের ভাগাভাগির রাজনীতিতে মানুষের আগ্রহ কমছে বলেই ওঁকে এখন হাতজোড় করতে হচ্ছে।'

ভোটে টহল

কলকাতা, ৮ জুন : কালীগঞ্জে রবিবারই শুরু হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ওই এলাকায় টহল দেন বাহিনীর জওয়ানরা। ১৯ জুন ওই কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। এদিন কালীগঞ্জ বিধানসভার ১৩টি পঞ্চায়েত এলাকাতে টহল দেন জওয়ানরা। এদিন সকাল থেকেই প্রার্থীরা প্রচারেও বের হন। পাশাপাশি নির্বাচনের আগে বিশেষভাবে সক্ষম ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ভোটদান সুনিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

ছুটির দিনে। কলকাতার একটি গলিতে। ছবি : আবির চৌধুরী

পানোলি অস্ত্রে প্রচার পদ্মের

পুলিশের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ জুন : একই দোষে দুষ্ট দুজনেই। কিন্তু দু'জনের জন্য বিচার হল দু'রকমের। সমাজমাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য করার জন্য ইউটিউবার শর্মিষ্ঠা পানোলিকে গ্রেপ্তার করতে অতিসক্রিয়তা দেখায় কলকাতা পুলিশ। অথচ কামাখ্যা দেবী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেও পার পেয়ে যান ওয়াজেদ খান। এই ঘটনায় তোষণের রাজনীতি দেখছে বিজেপি।

সম্প্রতি হজরত মহম্মদকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল শর্মিষ্ঠা পানোলি নামে এক ইউটিউবারকে। পানোলির বিরুদ্ধে যিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন, সেই ওয়াজেদ খান নিজেই কামাখ্যা দেবীর সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য অভিযুক্ত। সমাজমাধ্যমে পানোলির মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পরই বিতর্কিত সেই পোস্ট মুছে ফেললেও কলকাতা পুলিশ তাঁকে রেয়াত করেনি। আদালতের শরণাপন্ন হয়ে জেল থেকে মুক্তি পেতে হয় তাঁকে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত ওয়াজেদ খানকে গ্রেপ্তারের জন্য রাজ্য পুলিশের সহযোগিতা চেয়েও পায়নি অসম পুলিশ। গ্রেপ্তার করা যায়নি ওয়াজেদকে। এই ঘটনায় এক যাত্রায় পৃথক ফল দেখছে বিজেপি।

পানোলির বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের তৎপরতাকে সমালোচনা করে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, '৩০ শতাংশকে অবশ্যই হারাতে হবে। ৩০ শতাংশকে হিন্দুদের ক্ষমতা বোঝাতে হবে।' শুভেন্দুর অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মহুয়া মিত্র, ফিরহাদ হাকিমরা হিন্দু দেবদেবীদের সম্পর্কে একাধিকবার আপত্তিকর মন্তব্য করলেও পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে না। অথচ পানোলি সমাজমাধ্যমে করা মন্তব্য মুছে দিয়ে ক্ষমা চাইলেও তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ অতিসক্রিয়তা দেখিয়ে গ্রেপ্তার করে।' শুভেন্দুর প্রশ্ন, 'রামনবমী থেকে শুরু করে হনুমান জয়ন্তী মিছিলে হামলা ও গণ্ডগোল পাকানোর পরও পুলিশের এই সক্রিয়তা দেখা যায় না কেন?'

রাজনৈতিক মহলের মতে, পানোলি কাণ্ডে রাজ্য প্রশাসনের ও কলকাতা পুলিশের ভূমিকা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বিজেপি যে এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রায়শই মুসলিম তোষণের অভিযোগ করে পানোলি কাণ্ডে সেটাই এবার স্পষ্ট হয়েছে। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের হিন্দু নিধন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকার জন্য রাজ্য সরকারের মুসলিম তোষণ নীতিকেই দায়ী করেছে বিজেপি। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন পানোলি।

যা ঘটেছে

- হজরত মহম্মদকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল শর্মিষ্ঠা পানোলিকে
- অভিযোগকারী ওয়াজেদ খান নিজেই কামাখ্যা দেবীর সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য অভিযুক্ত
- আদালতের শরণাপন্ন হয়ে জেল থেকে মুক্তি পেতে হয় পানোলিকে
- ওয়াজেদকে গ্রেপ্তারের জন্য রাজ্য পুলিশের সহযোগিতা চেয়েও পায়নি অসম পুলিশ
- এই ঘটনায় এক যাত্রায় পৃথক ফল দেখছে বিজেপি

একুশের প্রস্তুতি শুরু তৃণমূলে

কলকাতা, ৮ জুন : বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের কাছে পাখির চোখ ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ। ইতিমধ্যেই সমাবেশকেন্দ্রিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক শিবিরের অন্দরে। ১৪ জুন শনিবার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী তাঁর ভবানীপুরের কার্যালয়ে দুপুর ১টার সময় প্রস্তুতি বৈঠকের ডাক দিয়েছেন। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও জেলা চেয়ারম্যানদেরও। অবশ্য এর মধ্যেই ক্রমে বেড়ে চলেছে দলের পরিসর। বিজেপি-কংগ্রেসের নেতাদের পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরাও যোগ দিচ্ছেন ঘাসফুল শিবিরে। তবে দলের অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও পাল্লা দিয়ে জারি রয়েছে জেলা ও ব্লক স্তরে।

রবিবার ভাঙড়ে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন ৫০-এর বেশি কর্মী-সমর্থক। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লার হাত ধরে ভাঙড়-২ ব্লকের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে। সওকতের অভিযোগ, 'বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী এলাকায় আসেন না। তাই উন্নয়নের স্বার্থে স্বেচ্ছায় কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। কাউকে জোর করা হয়নি।' তবে দলের গোষ্ঠীকোন্দল পিছু ছাড়ছে না।

বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি চিত্ত মাহাতোকে নিয়ে এদিন অভিযোগে সরব হয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। দলের যুব সংগঠনের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে হঠাৎই দলীয় নেতারা বাদ পড়তে থাকায় জল্পনা দানা বাঁধে। ওই নেতাদের দাবি, 'চিত্ত মাহাতোর নির্দেশেই এই ঘটনা ঘটেছে। উনি মনে হয় দলটাকে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি ভেবেছেন।' অবশ্য এই অভিযোগ মানতে নারাজ চিত্ত। তাঁর বক্তব্য, 'প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে।'

২১ জুলাই-এর জন্য ছাত্র ও যুব সংগঠনকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে নামার বার্তা দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব।

ঝাড়ু হাতে দিঘায় রথযাত্রার সূচনা মমতার

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৮ জুন : আর কলকাতা নয়, এবার দিঘায় জগন্নাথ দেবের রশিতে প্রথম টান দিয়ে সেখানকার জগন্নাথধামের প্রথম রথযাত্রা সূচিত করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বছরই রথযাত্রার আগে রাস্তায় ঝাড়ু দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার ইসকনের রথযাত্রার সূচনা করেন। এবারও দিঘায় তিনি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথের সামনে ঝাড়ু দিয়ে রথযাত্রার সূচনা করবেন। তবে এই সোনার ঝাড়ু তাঁরই উপহার দেওয়া। দিঘার জগন্নাথধামের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে ইসকনের ওপরই। সংস্থার সহ সভাপতি রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, রথযাত্রার কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে শীঘ্রই পরিচালন সমিতি বৈঠকে বসছে। রথের দিন দিঘা স্টেশনের পার্শ্ববর্তী জগন্নাথধাম থেকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথ ৩টি রওনা দেবে মাসির বাড়ির উদ্দেশে। ওল্ড দিঘা জগন্নাথঘাটের পুরোনো মন্দিরটিই মাসির বাড়ি হিসেবে গণ্য করা হবে।

সমুদ্র তটবর্তী এই মন্দিরটিতে ১৯৮৫ সাল থেকেই মৎস্যজীবীদের আরাধ্য দেবী মা গঙ্গা ও মহাকালমূর্তির পুজো হত। তখন ছিল তালপাতার তৈরি অস্থায়ী মন্দির। কথিত আছে, নন্দীগ্রাম থেকে আসা সাধু বলরাম দাস এখানে পুজোপাঠ করতেন। সেই সময় একদিন সন্ধ্যা নাগাদ জোয়ারের সময় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার ৩টি মূর্তি মৎস্যজীবীরা উদ্ধার করেন। মূর্তি তিনটি ওই অস্থায়ী মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী সময়ে স্থানীয়দের অর্থানুকূল্যে ওই মূর্তিগুলি নবকলেবরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মন্দির পরিচালন কমিটির তরফে দাবি করা হয়েছে, এই আদি জগন্নাথ মন্দিরকে মাসির বাড়ি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দিঘায় জগন্নাথধাম উদ্বোধনের সময় এই আদি মন্দিরটিকেও সাজানো হয়। সমুদ্র তটবর্তী মন্দিরের সামনে বড় ফ্লেক্স টাঙিয়ে মন্দিরের ইতিহাস বিস্তারিত লিখে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী এবার কলকাতার বদলে দিঘাতেই রথযাত্রার সূচনা করতে পারেন, এটা আন্দাজ করেই পুলিশ-প্রশাসনের তরফে আগেভাগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে। জগন্নাথধাম উদ্বোধনের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা পুলিশবাহিনীর একটা বড় অংশকে সেই সময় থেকেই নিউ দিঘায় পুলিশের হলিডে হোমে রেখে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন পদস্থ অফিসারকেও সেই সময় থেকেই দিঘায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। উদ্বোধনের পর থেকে মন্দির দেখার জন্য পর্যটকদের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। প্রশাসন ও ইসকন কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এবার রথ দেখার পাশাপাশি সমুদ্র উপভোগ করতে যথারীতি পর্যটকদের ঢল নামবে। ইসকন কর্তা রাধারমণ দাস রবিবার বলেন, 'জগন্নাথঘাটের মন্দিরটিকেই মাসির বাড়ি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রথযাত্রার কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে আমরা শীঘ্রই বৈঠকে বসছি।'

দিঘায় জগন্নাথধামে প্রস্তুত রথ।

অভয়া ক্লিনিক। রবিবার গড়িয়াহাটে। ছবি : আবির চৌধুরী

প্রতিবাদে ফের সরব আরজি কর

কলকাতা, ৮ জুন : আগামী ৯ অগাস্ট এক বছরে পা দেবে আরজি কর কাণ্ড। তার আগে সোমবার এই ঘটনার ১০ মাস পূরণ হওয়ার দিনে কলকাতার রাজপথে ফের সরব হবে 'অভয়া মঞ্চ'। এই আবহেই টানা তিনদিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তারা। সোমবার আরজি কর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে জমায়েত কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে মঞ্চের তরফে। টালা থানা অভিযান কর্মসূচিও হবে এদিন।

শনিবার রাতেই সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষ। রবিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত গড়িয়াহাটে অভয়া ক্লিনিক চালিয়েছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট'। তাদের বক্তব্য, বছর ঘোরার আগে আন্দোলনের ঝাঁঝ যাতে থিতিয়ে না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই আবার পথে নামার সিদ্ধান্ত। চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, 'ঘটনার বিচার এখনও পাইনি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তাদের শাস্তির দাবিতে

১০ মাস পার

রাস্তায় নামছি আবারও।' চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুনের দাবি, '৯ জুনের পর আগামী ৯ অগাস্টের মধ্যে যদি আমরা সুবিচার না পাই, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ একটি বড় জনজোয়ার দেখবে।'

নির্যাতিতার পরিবারের তরফে ইতিমধ্যেই সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে ঘটনার প্রকৃত সত্য ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

নতুন অ্যাকাউন্ট মানিকের

কলকাতা, ৮ জুন : ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করে রেখেছে ইডি। তাই বেতন ও পেনশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের। এবার নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে বাধ্য হলেন তিনি। বিধানসভায় অবস্থিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে একটি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন মানিক। জুন মাসে নতুন অ্যাকাউন্টে বেতন জমা পড়েছে তাঁর। প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে তিনি পেনশনও পান। পুরোনো অ্যাকাউন্ট ফিরে পেতে তাঁকে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে এখনও কিছু প্রমাণ করতে পারেনি ইডি। পুরোনো অ্যাকাউন্টগুলি যতক্ষণ না পুনরায় সচল হচ্ছে, বিকল্প ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নেই।'

কমিশনের পদক্ষেপ

কলকাতা, ৮ জুন : কাজের টোপ দিয়ে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগে সোদপুরের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় মহিলা কমিশন। কমিশনে ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপও করা হবে। সোদপুরের তরুণীকে পাঁচ মাস আটকে রেখে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগ ওঠে মা শ্বেতা খান ও ছেলে আরিয়ান খানের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার জানান, এই ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় থানাকেও পদক্ষেপের বিষয়ে জানানো হবে।

নিজের সঙ্গই পছন্দ তরুণ প্রজন্মের

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ জুন : সঙ্গী খোঁজা নয়। নিজের সঙ্গই এখন পছন্দ বর্তমান তরুণ প্রজন্মের। কারও বয়স ২২, আবার কারও ২৭ কিংবা ৩০। সময় বের করে রহস্য রোমাঞ্চের টানে বেরিয়ে পড়ছেন বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের শঙ্কর কারও কাছে অনুপ্রেরণা। আবার কারও কাছে সমাজমাধ্যম হয়ে উঠছে ভ্রমণের রসদ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাড়ছে একাকী ভ্রমণের প্রবণতা। আত্মবিশ্বাস ও অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় একাকী ভ্রমণকে বেছে নিচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। কখনও পাহাড়ে আবার কখনও নির্জন পরিবেশে নতুন জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম হতে ভালোবাসেন তাঁরা। বাঁধাধরা জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন করে নিজেকে জানার সুযোগ নিজেরাই করে নিচ্ছেন। শুধু পুরুষ নয়, মহিলাদের মধ্যেও পাল্লা দিয়ে একাকী ভ্রমণের আগ্রহও বাড়ছে।

পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রঞ্জিত হালদার। কর্মসূত্রে উত্তর-পূর্বের রাজ্যে থাকাকালীন ২০১৭ থেকে একাকী ভ্রমণের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে ৩০ বছর বয়সি রঞ্জিতের। এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গের সান্দাকফু, ফালুট, উত্তরাখণ্ড, সিকিম, হিমাচলপ্রদেশ, লাংশাং ভ্যালি সহ একাধিক জায়গায় ঘুরেছেন তিনি। এখন বেশিরভাগ সময় নেপালেই ট্রেকিং করা বেশি

প্রবণতা বাড়ছে একাকী ভ্রমণের

পছন্দের তাঁর। বললেন, 'উত্তরবঙ্গ আমার দ্বিতীয় ঘর। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ওভারনাইট ট্যুর করা যায়। কোনও জায়গায় যাওয়ার আগে থেকে সম্পূর্ণ গবেষণা করে নিই। কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে তা বুঝে যাই। আগেও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়েছি, সামাল দিয়েছি। নতুন সংস্কৃতি, নতুন মানুষজন, প্রাচীনত্বের প্রতি টান শহরে বসে উপলব্ধি করা যায় না। একাকী ভ্রমণ আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।'

সোলো ট্রাভেলারদের টুরিস্ট গাইড হিসেবে বা কখনও তাঁদের দল তৈরির কাজ করেন সন্দীপন পাড়িয়াল। তাঁর মতে, 'বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবা-মায়ের জেনারেশন গ্যাপ রয়েছে। তাঁদের সামনে কোনও কাজ করতে গেলে বাধ্যবাধকতা থাকে কিন্তু একাকী ভ্রমণে তা থাকে না। সমতলে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ থাকলেও পাহাড়ে এগুলি হয় না। তাই মহিলারাও নিরাপদভাবে ঘুরতে পারেন। উত্তরবঙ্গের দাওয়াইপানি, লামহাট্টা, বিদ্যাং রিভার সাইড, সিটং, শিকলগাঁও, টাসেলগাঁও, ইচ্ছেগাঁও সহ প্রচুর জায়গায় মানুষ যাচ্ছেন।'

২০২৩ সাল থেকে সোলো ট্রাভেল শুরু করেছেন রিমা কুণ্ডু। মহিলা হিসেবে মাঝেমধ্যে একাকী ভ্রমণে প্রতিকূল পরিস্থিতি এলেও সামলে নেন তিনি। বললেন, 'ট্রেনে যাওয়ার সময় অনেক ব্যক্তির কটূক্তি শুনেছি। চুরি, ছিনতাইয়ের ভয় থাকেই। কিন্তু থেমে থাকলে তো চলবে না। মাঝেমধ্যেই ফাঁকা পেলে বেরিয়ে পড়ি। এখন বেশিরভাগই আধুনিক পরিবার। ফলে ছোট থেকে অন্যরকম পরিবেশে বড় হওয়ার জন্য একাকিত্বও সোলো ট্রাভেলের অন্যতম কারণ। আমরা বাবা-মায়ের ছত্রছায়ায় বড় হই। কিন্তু একসময় সেই ছায়া থাকে না। তখন নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হয়। সেটাই শেখায় সোলো ট্রাভেল।' অরিজিৎ ঘোষের বয়স ২৩ বছর। সমাজমাধ্যম তাঁকে আকৃষ্ট করেছে একাকী ভ্রমণে। বললেন, 'যাঁরা একটু একা থাকতে ভালোবাসেন বা বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে থাকা পছন্দ করেন না তাঁদের জন্য একাকী ভ্রমণ আদর্শ।' পাহাড়ের টানে বারবার রহস্য রোমাঞ্চের সম্মুখীন হয়েছেন হৃদিতা চট্টোপাধ্যায়। মা-ই তাঁর একাকী ভ্রমণের অনুপ্রেরণা। বললেন, 'অনেকদিন ধরে হস্টেল লাইফ কাটানোর সময় একা থাকার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। শহরের বেড়াজাল ভেঙে বেরোলে বোঝা যায় 'অতিথি দেব ভব' কথাটির যথার্থতা রয়েছে।'

এক গর্তে বাঘ-কুকুর : *কেরলের ইদুক্কি জেলার এক এলাচ বাগানে সার তৈরির গর্তে একটি বাঘ এবং কুকুরকে একসঙ্গে আটকে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। বন দপ্তরকে খবর দেন তাঁরা। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাণী ২টিকে উদ্ধার করেন। বাঘটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুকুরটিকে স্থানীয় পশুচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইদুক্কিতে। বাসিন্দাদের ধারণা শিকারের খোঁজে বাঘটি কেরল-তামিলনাড়ু সীমানায় বন্দনমেড়ু পঞ্চায়েতের নেটিথোজুর এলাচ বাগানে এসেছিল। সম্ভবত সে কুকুরটিকে তাড়া করেছিল। সেই সময় ২টি প্রাণীই ১৫ ফুট গভীর গর্তে পড়ে যায়। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে বন দপ্তর।*

মাস্কের সঙ্গে সব বন্ধুত্ব শেষ : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ জুন : বিশ্বের ধনী তালিকায় এক নম্বরে থাকা মানুষটির সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানার কথা ঘোষণা করলেন আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। শনিবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন টেসলা, এক্স, স্পেসএক্সের মালিক এলন মাস্কের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে।

আপনাদের ঘনিষ্ঠতা কি আর আগের মতো নেই? ট্রাম্পের জবাব, 'হ্যাঁ, আমি সেটাই মনে করি।' ভাঙা সম্পর্ক কী জোড়া লাগাতে চান? সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট শুধু বলেছেন, 'না।' একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, ডেমোক্র্যাটদের আর্থিক সহায়তা করলে মাস্ককে ফল ভুগতে হবে। ট্রাম্পের সাফ কথা, 'যদি এরকম কিছু করেন, তাহলে এর ফল তাঁকে ভুগতেই হবে।' ট্রাম্প-মাস্কের বন্ধুত্বে ভাঙনের সূত্রপাত সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত একটি বিলকে কেন্দ্র করে। বিলটিকে একটি 'বড় সুন্দর বিল' বলে কটাক্ষ করেছিলেন ট্রাম্পের তৎকালীন উপদেষ্টা মাস্ক।

তিনি দাবি করেন, বিলটি সম্পর্কে তাঁকে অন্ধকারে রেখেছিলেন ট্রাম্প। মাঝরাতে বিলটি পাশ করানো হয়েছে। এরপরেই উপদেষ্টা পদ থেকে ইস্তফার সিদ্ধান্তের কথা জানান মাস্ক। তাঁর মতে, এই বিলের কারণে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার বেড়ে যাবে। টেসলা কর্তার সরকারি পদ থেকে ইস্তফার পর রিপাবলিকান পার্টির বড় অংশ ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স বলেন, 'মাস্ক অতিরিক্ত উত্তেজিত

'ডেমোক্র্যাটদের অনুদান দিলে ভুগতে হবে'

হয়ে প্রেসিডেন্টের দপ্তরকে অবজ্ঞা করেছেন। আমার মতে, এটা করা কখনোই উচিত হয়নি। আপনি কখনোই প্রেসিডেন্ট বা তাঁর দপ্তরকে অসম্মান করতে পারেন না।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মাস্ক। ট্রাম্পের নির্বাচনি তহবিলে প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছিলেন। এক্স পোস্টে মাস্ক ইঙ্গিত করেছেন, আগামী বছর মার্কিন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন জানাতে পারেন তিনি। মাস্কের অবস্থান স্পষ্ট হতেই পালটা হুঁশিয়ারি জারি করেছেন ট্রাম্প।

লস অ্যাঞ্জেলেসে মোতায়েন আধাসেনা

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৮ জুন : অভিবাসন বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস। বিক্ষোভ থামাতে শহরে ২ হাজার ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শহরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। বিশৃঙ্খলা মোকাবিলায়

অভিবাসী বিক্ষোভ

সেখানে ন্যাশনাল গার্ডদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হিংসা না থামলে শহরে সেনা মোতায়েনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ। তিনি জানিয়েছেন, লস অ্যাঞ্জেলেস সংলগ্ন ক্যাম্প পেন্ডলটনে ঘাঁটি গেড়ে থাকা মেরিন কমান্ডোদের তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।

ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট গভর্নর গ্যাভিন নিউসম। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে। কিন্তু তারপরেও সেখানে ন্যাশনাল গার্ডদের পাঠানো হয়েছে। এটা নাটক ছাড়া কিছু নয়।' বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'রিপাবলিকানদের নাটক করার সুযোগ দেবেন না। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানান।'

প্যারামাউন্ট এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়ে পুলিশ। পালটা বোতল ও আতশবাজি ছুড়তে দেখা যায় প্রতিবাদীদের। একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার দাবি করেছেন আন্দোলনকারীরা।

দ্রাবিড়ভূমেও বাংলা দখলের হুংকার শা'র

মাদুরাই, ৮ জুন : যে-কোনও মূল্যে বাংলা চাই-ই চাই। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শয়নে-স্বপনে এখন শুধু নবান্নের মসনদই দেখছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সকলেই পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফোটাতে মরিয়া। তাই এতদিন নয়াদিল্লি এবং বাংলার সভা-সমাবেশ থেকে ওই সংক্রান্ত বার্তা দিতেন বিজেপি নেতানেত্রী। এবার সুদূর তামিলনাড়ুর মাটিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের কথা শোনা গেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মুখে।

১ জুন কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির কর্মীসভায় দাঁড়িয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের বার্তা দিয়েছিলেন। তার ঠিক এক সপ্তাহ পর রবিবার তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে এক সভায় দাঁড়িয়ে অমিত শা হুংকার দিয়েছেন, '২০২৬ সালে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করবে।' বিজেপি-এআইএডিএমকের এনডিএ জোট তামিলনাড়ুতেও সরকার গড়বে বলে দাবি করেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে তৃণমূল এবং ডিএমকে পরিচালিত সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেও সুর চড়িয়েছেন শা। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের কথাও এদিন উঠে এসেছে শাহি ভাষণে। তৃণমূল অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তারা জানিয়েছে, গতবারও বাংলা দখলের কথা বলেছিল বিজেপি। কিন্তু ফলাফল অন্য কথা বলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি পাখির চোখ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক নির্বাচনে বেশ কিছু সাফল্য পেলেও দক্ষিণ ভারতের দুটি রাজ্যে এখনও সেভাবে অগ্রগতি হয়নি গেরুয়া শিবিরের। বস্তুত পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড বাদে বাকি সমস্ত রাজ্যেই হয় বিজেপি নয়তো এনডিএ ক্ষমতায় রয়েছে। গতবছর ওড়িশায় ও চলতি বছরের গোড়ায় দিল্লিতে ক্ষমতায়

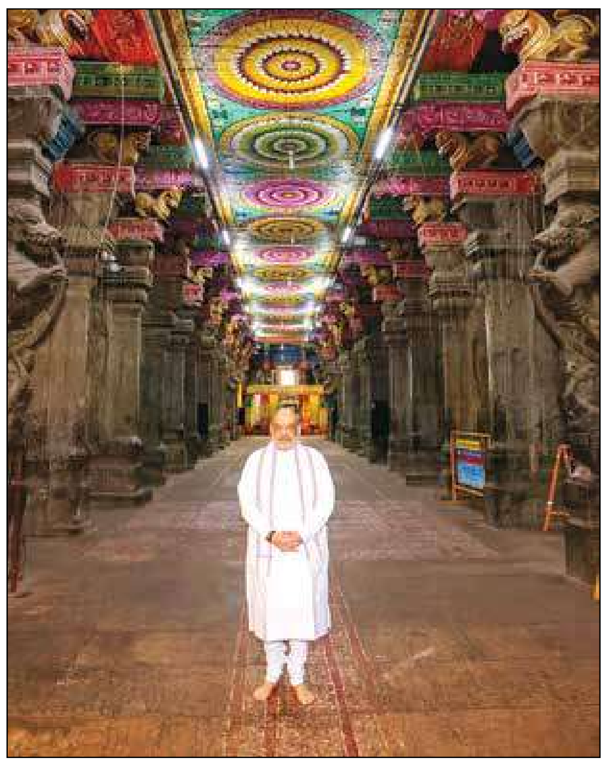

মীনাক্ষী আম্মান মন্দিরের দর্শন করলেন অমিত শা। রবিবার মাদুরাইতে।

আসার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আলিপুরদুয়ারে জনসভা করে ইতিমধ্যে ভোটের দামামা বাজিয়ে

> ২০২৬ সালে বিজেপি তামিলনাড়ুর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করবে।
>
> **অমিত শা**

দিয়েছেন। তিনি ফিরতেই গত রবিবার কলকাতায় এসে ২০২৬ সালে তৃণমূলকে উৎখাত করার বার্তা দিয়ে যান। এবার তামিলনাড়ুতে শাহি বার্তায় সেই ভাবনা ফের স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাজ্যে সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে ইতিমধ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন শা। তৃণমূলকে মাত করতে জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্বের চেনা অস্ত্রে শান দিচ্ছে বিজেপি। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়াকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। গতবছর লোকসভা ভোটে তৃণমূল রাজ্যে ২৯টি আসন জিতেছিল। বিজেপি পেয়েছিল ১২টি আসন। অপরদিকে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ২১৫, বিজেপি ৭৭টি আসন জিতেছিল।

সুটকেসে ৯ বছরের মেয়ের দেহ

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : শরীরে পোশাক নেই, শুধু আঘাতের চিহ্ন। উত্তর-পূর্ব দিল্লির নেহরুবিহার এলাকায় একটি ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে খোলা সুটকেসে মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করলেন বাবা। খবর পেয়ে নাবালিকার পরিজন সহ বিপুল সংখ্যায় মানুষ ফ্ল্যাটের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। তাঁরা ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন।

নাবালিকা গতকাল মা-বাবাকে জানিয়ে বাড়ির কাছে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে আর ফেরেনি। দু'ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার পরেও না ফেরায় পরিজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। নাবালিকার বাবাকে এলাকার এক ব্যক্তি জানান, তিনি মেয়েটিকে কাছের ফ্ল্যাটে যেতে দেখেছেন। একথা শুনে মেয়ের বাবা সেই ফ্ল্যাটে যান। সেটি তালাবন্ধ থাকায় তালা ভাঙা হয়। ইতিমধ্যে পুলিশে খবর যায়। মেয়েকে নিশ্চল অবস্থায় দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে শাস্ত্রী পার্কের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ যৌন নির্যাতন উড়িয়ে দিচ্ছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মিললে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা ও পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

অন্যদিকে, ওড়িশার গঞ্জামে বিয়েবাড়ি থেকে দুই কিশোরীকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় চার অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

দূরত্ব কমছে গেহলট-পাইলটের

জয়পুর, ৮ জুন : দীর্ঘ সাত বছরের বরফ অবশেষে গলতে শুরু করেছে। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সঙ্গে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটের দ্বৈরথ মরুরাজ্য তো বটেই, কংগ্রেসের অন্দরেও ব্যাপক টানাপোড়েন তৈরি করেছিল। কিন্তু শনিবার অশোক গেহলটের সঙ্গে শচীন পাইলটের সাক্ষাতের পর দুই নেতার মধ্যে দূরত্ব কমতে শুরু করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ১১ জুন দৌসায় শচীনের বাবা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেশ পাইলটের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। সেই অনুষ্ঠানে অশোক গেহলটকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাতে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন শচীন পাইলট। পরে দুই নেতা হাসিমুখে ছবিও তোলেন। ২০২০ সালে মরুসংকটের পর গেহলট-পাইলটের ওই হাসিমুখে করমর্দনের ছবি রাজস্থানে কংগ্রেসের অন্দরে স্বস্তির পরিবেশ ফিরিয়ে দিয়েছে।

রাজেশ পাইলটের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা জানিয়ে গেহলট এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এআইসিসির মহাসচিব শচীন পাইলট আমাকে তাঁর বাসভবনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত রাজেশ পাইলটের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজেশ পাইলট এবং আমি ১৯৮০ সালে একসঙ্গে লোকসভায় প্রবেশ করেছিলাম। প্রায় ১৮ বছর আমরা সাংসদ ছিলাম। ওঁর অকাল প্রয়াণ আমার কাছে ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং দলের কাছে ধাক্কা ছিল।' অপরদিকে শচীন এক্সে লিখেছেন, অশোক গেহলটের সঙ্গে

গেহলটের সঙ্গে পাইলট।

দেখা করলাম। ১১ জুন আমার বাবা রাজেশ পাইলটের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ওঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, গেহলট-পাইলট বরফ গলার নেপথ্যে মরুরাজ্যে কংগ্রেসের আসন্ন সাংগঠনিক রদবদলের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। ২০১৮ সালে কংগ্রেস রাজস্থানে ক্ষমতায় আসার পর অশোক গেহলটকে মুখ্যমন্ত্রী করে। তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শচীন পাইলট হন উপমুখ্যমন্ত্রী। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির ফর্মুলায় দুই মহারথীর মধ্যে গোড়ায় সন্ধি হলেও সময় যত গড়ায় ততই বিরোধ বাড়তে থাকে। দুই নেতার দ্বৈরথের জেরে ২০২৩ সালে রাজস্থানের মসনদ হাতছাড়া হয় কংগ্রেসের। তারপর থেকে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। সম্প্রতি আহমেদাবাদে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর গেহলট-পাইলট রফাসূত্র খোঁজ শুরু হয়।

বাংলাদেশকে ইদের শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৮ জুন : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসকে পবিত্র ঈদুল আজহার উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজে দুই নেতার শুভেচ্ছাবার্তাগুলি শেয়ার করা হয়েছে। ইউনূসকে পাঠানো চিঠিতে মোদি লিখেছেন, 'এই পবিত্র উৎসব বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লক্ষ লক্ষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী এই উৎসব অত্যন্ত আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করেন। এটি আমাদের ত্যাগ, করুণা ও ভ্রাতৃত্বের চিরন্তন মূল্যবোধের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গঠনের জন্য অপরিহার্য।' শুভেচ্ছাবার্তায় ইউনূসের সুস্থতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী। জবাবি বার্তায় ইউনূস লিখেছেন, 'পবিত্র ঈদুল আজহারের এই শুভ সন্ধিক্ষণে আপনার আন্তরিক বার্তা ও উষ্ণ অভিনন্দনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এটি আমাদের দু'দেশের পারস্পরিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়। পবিত্র ইদ উপলক্ষ্যে আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে ভারতের জনগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

লখনউ, ৮ জুন : প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতদের নিকটাত্মীয়রা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা যোগী আদিত্যনাথ সরকারের। তাতে দেরি হওয়ায় এক ব্যক্তি এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে তিরস্কার করেছে হাইকোর্ট। দুর্ঘটনাটি ঘটে ২৯ জানুয়ারি। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ জুলাই।

চার মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতদের আত্মীয়রা যোগী সরকারের কাছ থেকে কানাকড়িও পাননি। উদয়প্রতাপ সিং নামে এক ব্যক্তি এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সুমিত্রদয়াল সিং ও সন্দীপ জৈন জানিয়েছেন, আদিত্যনাথ সরকার যখন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তখন সরকার তা দিতে বাধ্য। বিচারপতিদের বক্তব্য, এটা খুব উদ্বেগের যে, আবেদনকারীর স্ত্রী মারা যাওয়ার চার মাস পেরোলেও রাজ্যকর্তৃক ঘোষিত ক্ষতিপূরণের কোনও অংশ মৃতার স্বামী পাননি। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, আবেদনকারী দাবি উত্থাপন করেননি, তাই এটি বিবেচনার পর্যায়ে আসেনি। এর প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত জানিয়েছে, সরকার বর্তমানে যে অবস্থান নিয়েছে তা অগ্রহণযোগ্য। এটা নাগরিকদের প্রতি সরকারি উদাসীনতার ছাপ।

মৃত্যু ভারতীয়র

আবু ধাবি, ৮ জুন : ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ইসাক পল ওলাক্কেনগিলের সপরিবার ইদের আনন্দ উপভোগ করা আর হল না। স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন তিনি।

দুবাইয়ের জুমেরাহ সমুদ্র সৈকতে ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার। ইসাক স্কুবা ডাইভিং করতে নামার পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, জলের নীচে ইসাকের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কাকা ডেভিড পিয়ারিলোস জানিয়েছেন, তাঁরা নতুনদের স্কুবা ডাইভিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসাকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তিনি অন্যদের থেকে একটু দূরে সরে গিয়েছিলেন। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তৃপক্ষ জানান, জলের মধ্যে ইসাক হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি টিউলিপের

ঢাকা, ৮ জুন : দিনকয়েকের মধ্যে ব্রিটেন সফরে যাচ্ছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। লন্ডনে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্য তথা প্রাক্তন মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির 'ভুয়ো' অভিযোগ নিয়ে ইউনূসের সঙ্গে টিউলিপ কথা বলতে চান বলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে রবিবার পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার বা টিউলিপের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে টিউলিপের মাসি। আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর টিউলিপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দাবি, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার সময় টিউলিপ এবং তাঁর মা শেখ রেহানা ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার করে ৭ হাজার ২০০ বর্গফুটের একটি জমি পেয়েছেন। অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন টিউলিপ। যদিও ব্রিটেনে মন্ত্রীদের নৈতিক মানদণ্ড সংক্রান্ত উপদেষ্টা লরি ম্যাগনাস জানিয়েছেন, কোনও অনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত নন টিউলিপ। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মুখোমুখি হওয়া ইউনূসের অস্বস্তি

টিউলিপ সিদ্দিক। হাসিনার বোন রেহানার মেয়ে।

বাড়াবে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

সূত্রের খবর, চিঠিতে ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে টিউলিপ লিখেছেন, 'বাংলাদেশে আমার কোনও সম্পত্তি নেই। সেখানে কোনও ধরনের ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট নই। তবে পূর্বপুরুষের দেশটি আমার মনের খুব কাছাকাছি রয়েছে। কিন্তু এটা সেই দেশ নয় যেখানে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, বড় হয়েছি বা আমার ভবিষ্যৎ গড়েছি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি দুর্নীতি দমন কমিশনকে যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত করতে চেয়েছি। ওরা আমার লন্ডনের আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অস্বীকার করছে। আমার ধারণা দুদক ঢাকার কোনও একটি ঠিকানায় বারবার চিঠি পাঠাচ্ছে।' দুদকের কাজকর্ম ভুল বোঝাবুঝির তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেছেন ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী।

বিহারেও ম্যাচ ফিক্সিং!

রাহুলের পাশে তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৮ জুন : বিজেপি মহারাষ্ট্রের ধাঁচে বিহারেও কারচুপি করে ভোটে জিততে পারে বলে শনিবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন তাঁর অভিযোগ উড়িয়ে দিলেও রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিহারে কংগ্রেসের জোটশরিক আরজেডির নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি রবিবার বলেন, '২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে ঘোষণার আগেই ভোটের দিনক্ষণ জেনে গিয়েছে বিজেপির আইটি সেল। আমরা সমগ্র বিষয়ের

> নির্বাচন কমিশনের তরফে ঘোষণার আগেই ভোটের দিনক্ষণ জেনে গিয়েছে বিজেপির আইটি সেল। আমরা সমগ্র বিষয়ের ওপর নজর রাখছি।
>
> **তেজস্বী যাদব**

ওপর নজর রাখছি। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত সততার সঙ্গে কাজ করা। তারা যদি প্রভাবিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ন্যায়বিচার মিলবে না।' বিজেপি যে বিহারে কারচুপির চেষ্টা করেছে, সেই অভিযোগ করতে দ্বিধা করেননি লালু-পুত্র। তেজস্বীর প্রশ্ন, '২০২০ সালের ভোটে আমরাই সরকার গড়তাম। নির্বাচন কমিশন কেন সন্ধ্যায় গণনা বন্ধ করে দিয়েছিল? কেনই বা রাতে সেটা ফের চালু হয়েছিল? যে প্রার্থীদের জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁদের পরাজিত প্রার্থী বলে ফের জানানো হল কেন?' বিহারে চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা।

রাহুলকে সমর্থন করেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউতও। রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেন, 'আমি ওঁর লেখা পড়েছি। উনি যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন নির্বাচন কমিশনের উচিত, সেগুলির উত্তর দেওয়া। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা করতে পারছে না। তাহলে বিজেপি কেন আগ বাড়িয়ে উত্তর দিচ্ছে?' শনিবার একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে 'ম্যাচ ফিক্সিং মহারাষ্ট্র' শীর্ষক এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে রাহুল বলেছিলেন, 'নির্বাচনে কীভাবে চুরি করতে হয়, গণতন্ত্রে কীভাবে রিগিং করা হয়, মহারাষ্ট্রের ২০২৪ সালের বিধানসভা ভোট ছিল তার নীল নকশা।' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, মহারাষ্ট্রে যে কায়দায় ভোট লুট করা হয়েছিল, আগামী দিনে বিহারে এবং যে সমস্ত রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির হারের সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সমস্ত রাজ্যেই তেমনটা হতে পারে। তাঁর লেখার বিরোধিতা করে সেটিকে অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে দাবি করেছিল কমিশন। যদিও ওই বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশনের কোনও আধিকারিকের সই না থাকায় পালটা তোপ দেগেছিলেন রাহুল।

তাঁর কড়া বার্তায় রবিবার সুর নরম করে কমিশন। তাদের একটি সূত্র জানিয়েছে, একমাত্র বিরোধী দলনেতা যদি নির্বাচন কমিশনকে নিজের অভিযোগ জানিয়ে সরাসরি চিঠি লেখেন তাহলেই তার জবাব দেওয়া হবে। কমিশনের তরফে এও বলা হয়েছে, অভিযোগ নিয়ে ৬টি সর্বভারতীয় দলকে ডাকা হয়েছিল। বাকিরা কমিশনের সঙ্গে দেখা করলেও কংগ্রেস ১৫ মে বৈঠক বাতিল করে দিয়েছিল। এদিকে রবিবারও বিজেপির তরফে রাহুলকে নিশানা করা অব্যাহত রয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের খোঁচা, রাহুল গান্ধি সারা জীবন একই ভুল করে গিয়েছেন। আপনার মুখে ধুলো লেগে থাকলেও আপনি আয়না পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত।'

সভায় গুলিবিদ্ধ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী

বোগোটা, ৮ জুন : প্রচারে নেমে জনসভায় গুলিবিদ্ধ হলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিগুয়েল উরিবি। দু'টি গুলি লেগেছে তাঁর শরীরে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবারের ঘটনা। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ৩৯ বছরের দক্ষিণপন্থী নেতা ভাষণ দেওয়ার সময় খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। গুলির শব্দ শুনে জনতা ভয়ে দৌড়োতে থাকে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো জানিয়েছেন, এই ঘটনা কোনও ব্যক্তির ওপর নয়, গণতন্ত্রের ওপর হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল কুজ আদ্রিয়ানা কামার্গো জানিয়েছেন, হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে মিগুয়েল উরিবিকে রাখা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে ১৫ বছরের এক কিশোর।

ভিড় সামাল দেওয়া কঠিন, আগাম সতর্ক করেছিল পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ৮ জুন : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) জয়ের উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসন ও ফ্র্যানচাইজির ভূমিকা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠছে। রবিবার কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়েছে একটি চিঠি। পত্রদাতা হলেন বেঙ্গালুরুর ডিসিপি এমএনকে গৌড়া। বিধানসভার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা গৌড়া আরসিবিকে বিজয় উৎসবের অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারকে সতর্ক করেছিলেন।

৪ জুন ঘটনার দিনই ওই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আরসিবির ভক্তরা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। আমরা যদি এত বড় মাত্রায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, তাহলে লক্ষ লক্ষ ক্রিকেটভক্ত বিধান সৌধে জড়ো হবেন। এই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার মতো পুলিশকর্মী আমাদের কাছে নেই। ফলে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা কঠিন হবে।' ভিড়ের চাপে বিধান সৌধের হেরিটেজ স্থাপত্যের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন গৌড়া। পুলিশ সতর্ক করার পরেও আরসিবিকে অনুষ্ঠানের অনুমতি কেন দেওয়া হয়েছিল, নানা মহলে সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, চিঠি পাওয়ার পর বিধান সৌধে অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছিল। আরসিবির মূল অনুষ্ঠানটি হয় বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে।

সূত্রটি জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ফ্র্যানচাইজির পরিকল্পনা ছিল বিধানসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে দেখা করবেন

ছেলের কবরে বাবার কান্না, বিজেপির তোপে কং

বিরাটরা। তারপর হুডখোলা গাড়িতে শোভাযাত্রা করে চিন্নাস্বামীতে যাবে গোটা দল। কিন্তু প্রশাসনের আপত্তিতে শোভাযাত্রার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছিল। তবে পুলিশের প্রস্তাব মেনে অনুষ্ঠানের দিন রবিবার পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে ফ্র্যানচাইজি রাজি হয়নি। তাদের যুক্তি ছিল, পূর্ব নির্ধারিত সূচির ২ সপ্তাহ পর আইপিএল শেষ হয়েছে। বিদেশি ক্রিকেটাররা বাড়ি ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বুধবারই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সেই যুক্তি মেনে শেষপর্যন্ত চিন্নাস্বামীতে অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছিল পুলিশ।

এদিকে পদপিষ্টের ঘটনাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে বিজেপি। এদিন দলের তরফে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। সেখানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত এক তরুণের কবরের ওপর শুয়ে তাঁর বাবাকে কাঁদতে দেখা গিয়েছে। সন্তানহারা বাবা বলছেন, 'আমি এখন অন্য কোথাও যেতে চাই না। এখানেই থাকতে চাই।' ভিডিওর সঙ্গে বিজেপির তরফে পোস্টে লেখা হয়েছে, 'খুনি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, খুনি উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, আপনারা যদি মনস্থির করতেন, তাহলে আপনাদের সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের সঙ্গে কোনও বিলাসবহুল হোটেলে কাপ হাতে ছবি তুলতে পারতেন। কিন্তু বিধান সৌধের সিঁড়িতে ছবি তোলার জন্য আপনাদের জেদ প্রতিদিন ১১টি পরিবারকে চোখের জলে হাত ধুতে বাধ্য করছে। আপনারা কি এই বাবাকে তাঁর ছেলে ফিরিয়ে দিতে পারবেন?'

পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার সহ পাঁচজন পুলিশ কর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শুক্রবার কর্ণাটক সরকার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার রাজনৈতিক সচিব কে গোবিন্দরাজ এবং রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকেও বরখাস্ত করেছে।

KOSMODEN
Dental Clinic
West Bengal 1st QCI
Accredited Dental Clinic
Implants and Braces Center
On Panel with Various Govt. Schemes & Dept.
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONTACT : 7076790267

বিধান মার্কেটে ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচনের ভোটগণনার ব্যস্ততা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ভাইয়ের কাছে হারলেন দাদা

বিধান মার্কেটে ব্যবসায়ীদের ভোট

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচনে ভাই বাপি সাহার প্যানেলের কাছে হেরে গেল দাদা সুব্রত সাহার প্যানেল। শনিবার ভোটগ্রহণের পর রবিবার সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনার মধ্যে ভোটগণনা হয়। সন্ধ্যার পর সেই ফল প্রকাশ্যে আসার পর দেখা যায়, ১৭-৪ ব্যবধানে জয়ী হয়েছে বাপির প্যানেল। ভোটে বাপি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। সুব্রত তৃতীয় স্থানে থাকলেও তাঁর প্যানেলের বাকি ২০ জনের মধ্যে মাত্র তিনজন জয়ী হতে পেরেছেন।

পুরোনো কমিটিই ফের বিধান মার্কেট নিজের দখলে রাখায় উচ্ছ্বসিত বাপি। তাঁর কথায়, 'ব্যবসায়ীরা জমির ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে আন্দোলনের পক্ষেই রয়েছেন। এদিনের ভোটের ফলে সেটাই পরিষ্কার। মার্কেটের উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের লড়াই চলবে।'

১৭-৪ ব্যবধানে জয়ী বাপি সাহার প্যানেল

বিধান মার্কেটের এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দাদা-ভাইয়ের লড়াইয়ে প্রথম থেকেই টানটান উত্তেজনা ছিল ব্যবসায়ীদের মধ্যে। বিধান মার্কেটের ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে বাপিদের আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সুব্রত। এমনকি তিনি আশ্বাসও দিয়েছিলেন, 'সমস্ত ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেই বিধান মার্কেটের যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' অন্যদিকে, বাপির আশ্বাস ছিল, 'ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে আন্দোলন চলবে।' এই পরিস্থিতিতে কার হাতে বিধান মার্কেট যায়, সেদিকেই নজর ছিল সবার।

এদিন ভোটগণনা শুরু হতেই সকাল থেকে আধিপত্য বাড়তে থাকে বাপির প্যানেলের। লড়াইয়ে ক্রমশই পিছোতে থাকে সুব্রতর প্যানেল। সবমিলিয়ে, বাপিদের নেতৃত্বে চলা ব্যক্তিমালিকানার আন্দোলন যে আরও গতি পেতে চলেছে, সেটা বিধান মার্কেটের এই নির্বাচনের ফলাফলের পর পরিষ্কার।

শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীরা স্বীকার করছেন, বাজারে নিয়ম ভেঙে কিছু অবৈধ কাঠামো অনেকেই তৈরি করেছেন। পুরনিগমে এই নির্মাণগুলি নিয়ে কিছু জানানোও হয় না। কোনও বিপদ হলে বা আগুন লাগার মতো ঘটনা হলে এই অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি সামনে আসে, দু'চারদিন এ নিয়ে হইচই হয়। বাংলা বাজারে শনিবারের অগ্নিকাণ্ডের পর উঠে আসা বিষয়গুলিতে আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

বাজারে বাজারে অবৈধ কাঠামো

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীরা সমিতির নির্বাচনে জেতার জন্য প্রচারে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করেন তাতে বোঝা যায় বাজারগুলিতে মধু আছে। কোনও মতে একটা নির্মাণ করে দিতে পারলেই টাকায় টাকা। তাই কোনও বাজারে দোকানের ওপর টিনের ছোট্ট করে ঘুপচি করে গোডাউন তৈরি হয়ে যায়। আবার কোথাও বা দোকানের ওপর আরও একটা দোকানের মতোই কাঠামো গড়ে ওঠে। আর অবধারিতভাবেই এই নির্মাণগুলির কোনও বৈধতা থাকে না। পুরনিগমে এই নির্মাণগুলি নিয়ে কিছু জানানোও হয় না। শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে এরকম প্রচুর অবৈধ নির্মাণ আছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, এটা যে আছে তা মানছেন ব্যবসায়ীরাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধান মার্কেটের এক ব্যবসায়ীর কথায়, কিছু অবৈধ কাঠামো অনেকেই তৈরি করেছেন। এটা তো নিয়ম নয়। তাঁদের এই বিষয়ে প্রশাসন হয়তো জানে না। যদি ভবিষ্যতে একটা অঘটন ঘটে তার প্রভাব অন্য ব্যবসায়ীদের ওপরও পড়ে। তখন তার দায় কে নেবে।

সবচেয়ে বড় কথা, পুরনিগমের নাকের ডগায় বিভিন্ন বাজারে বহু আগে থেকেই রয়েছে এই অবৈধ কাঠামোগুলো। এই বিষয়ে পুরনিগমেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি। তিনি বলেন, 'আমরা চাই পুরনিগম এইদিকে নজর দিক। দোকান করার নির্দিষ্ট উচ্চতা ও কাঠামো দিক। ব্যবসায়ীরাও সেই নিয়মগুলো মেনে চলুক।' তিনি আরও বলেন, 'সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠনকেও বলব বাজারের দিকে নজর রাখতে। অবৈধভাবে যাতে কেউ কোনও কাঠামো রাখতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে।'

> আমরা চাই পুরনিগম এইদিকে নজর দিক। দোকান করার নির্দিষ্ট উচ্চতা ও কাঠামো দিক। ব্যবসায়ীরাও সেই নিয়মগুলো মেনে চলুক। সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠনকেও বলব বাজারের দিকে নজর রাখতে।
>
> **বিপ্লব রায় মুহুরি** *সম্পাদক, বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি*

> নতুনভাবে কোনও ব্যবসায়ী যাতে অবৈধ কাঠামো তৈরি করতে না পারেন সেদিকে নজর থাকবে। কয়েকজন ব্যবসায়ীর জন্য গোটা মার্কেটের ক্ষতি হতে দেওয়া যায় না।
>
> **অশোক তালুকদার** *সভাপতি, ডিআই ফান্ড মার্কেট কমিটি*

> দোকান তৈরির ক্ষেত্রে একটা নিয়ম তো রয়েছেই। তবে সেই নিয়ম অনেকেই মানছেন না। শুধু পুলিশ প্রশাসন নয়, ব্যবসায়ী সমিতি ও ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে।
>
> **রঞ্জন সরকার** *ডেপুটি মেয়র*

শিলিগুড়ি শহরের বাজারগুলিতে ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্র রাখতে অবৈধভাবে দোকানের ওপর অথবা দোকানের আশপাশেই গোডাউন বা একটা অবৈধ কাঠামো তুলে নিচ্ছেন। যা রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে অন্য ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের কাছে। অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে কখনো-কখনো কোনও মার্কেটে হাজির হয় পুরনিগম। তবে শহরের ডিআই ফান্ড মার্কেট, নিবেদিতা মার্কেট, হকার্স কর্নার, বিধান মার্কেটের মতো বাজারগুলি ছাড়াও ছোট ছোট বিভিন্ন বাজার, সরকারি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা কিছু বাজারেও রয়েছে এই ধরনের অবৈধ কাঠামো। বাজারের পরিবেশ, স্থানীয় মানুষের সমস্যা তৈরির পাশাপাশি নানা দুর্ঘটনারও কারণ হয়ে যায় এই অবৈধ নির্মাণগুলি।

যেমন শনিবারই চেকপোস্ট সংলগ্ন বাংলা বাজার এলাকায় একটি দোকানে আগুন লাগে। দমকলের ছয়টি ইঞ্জিন আসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। সেখানে আগুনে তৈরি হওয়া অবৈধ নির্মাণ ভেঙে পড়তে পারত বা আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর হুঁশ ফিরে কী লাভ। সময় থাকতে কেন সেগুলো ঠিক করা হচ্ছে না সেই নিয়ে ব্যবসায়ী মহলে উঠছে প্রশ্ন।

ডিআই ফান্ড মার্কেট কমিটির সভাপতি অশোক তালুকদার বলেন, 'নতুনভাবে কোনও ব্যবসায়ী যাতে অবৈধ কাঠামো তৈরি করতে না পারেন সেদিকে নজর থাকবে। অন্য ব্যবসায়ীদেরও সতর্ক করা হবে। কয়েকজন ব্যবসায়ীর জন্য গোটা মার্কেটের ক্ষতি হতে দেওয়া যায় না।'

এই বিষয়ে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'দোকান তৈরির ক্ষেত্রে একটা নিয়ম তো রয়েছেই। তবে সেই নিয়ম অনেকেই মানছেন না। শুধু পুলিশ প্রশাসন নয়, ব্যবসায়ী সমিতি ও ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমরা আগেও এই বিষয়ে ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেছি তবে তাতে লাভ কিছুই হয়নি। যতদিন না ব্যবসায়ীরা সচেতন হচ্ছেন, ব্যবসায়ী সমিতি ও সংগঠনগুলো এগিয়ে না আসবে ততদিন এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান সম্ভব নয়।'

সূর্য সেন পার্কে খেলায় মশগুল শিশুরা। রবিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শহরে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : রবিবার শহরের দুই প্রান্তে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। একটি দেহ ভক্তিনগর থানা এলাকার পার্বতী ঘাট নদীর ধারে মিলেছে। অপরটি মাটিগাড়া থানার বিনয়নগর এলাকায় বালাসন নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া মৃত ব্যক্তির নাম অজয় রাই (৪৭)। তিনি লোয়ার ভানুনগর এলাকার বাসিন্দা। তবে বালাসন নদী থেকে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটির পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর পরিচয় জানার জন্য পুলিশ বিভিন্ন থানার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে।

অজয় পেশায় স্কুলের গাড়িচালক ছিলেন। অজয়ের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শনিবার রাতে অজয় কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবেন বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। কিন্তু রাত বেড়ে গেলেও আর ফিরে আসেননি। এরপর বাড়ির লোকজন আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে আর পাননি। রবিবার ভোরে পার্বতী ঘাট নদীর ধারে স্থানীয়রা উপুড় অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান। মৃতের মুখে আঘাতের দাগ ছিল। এছাড়াও তাঁর মুখ থেকে রক্ত বের হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। অজয়কে কেউ খুন করেছে নাকি তাঁর মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে, রবিবার দুপুরের দিকে বিনয়নগরে বালাসন নদীর জলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, স্থানীয় এক কিশোর সাইকেল নিয়ে নদী পার করার সময় হঠাৎ করে সাইকেলের চাকার সঙ্গে ওই মৃতদেহটির ধাক্কা লাগে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে ওই কিশোর। চিৎকার শুনে আশপাশের এলাকার লোক জড়ো হয়ে যান। এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতের দেহে শুধু অন্তর্বাস ছিল। তবে পুলিশ জানিয়েছে, শরীরে কোনও অংশে কোনও চোট বা আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'মৃতদেহটি এখনও শনাক্ত করা যায়নি। আমরা দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছি।'

পদে পদে হোঁচট ২২ নম্বর ওয়ার্ডে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : রাস্তায় গর্তে জল। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। টইটুম্বুর গর্তগুলি হয়ে ওঠে মরণফাঁদ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র সরণি ও কামারপট্টির ভাঙা রাস্তায় এখন প্রতি পদে দুর্ঘটনার বিপদ। গাড়ি বা বাইক চালাতে সমস্যা বেশি। বহু বছর ধরেই রাস্তাটির এমন দশা।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকারের সাফাই, 'পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়ে এই দুই রাস্তার বেহাল দশার কথা জানিয়েছিলাম।' লাভ কী হল? দীপ্তের কথায় তা স্পষ্ট। তিনি জানালেন, ২০২২-এর বোর্ড মিটিংয়ে রবীন্দ্র সরণি সংস্কার করার কথা হয়েছিল। তিনবার টেন্ডার হয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি।'

তবে কাউন্সিলার জানান, মেয়র গৌতম দেব কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্র সরণি এবং রথখোলা মন্দির সংলগ্ন রাস্তা দুটি মেরামত করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর।

অথচ রবীন্দ্র সরণির বাসিন্দা তপন সরকারের কথায়, 'রাস্তাটির অবস্থা এত খারাপ যে, টোটো বা রিকশাও ঢুকতে চায় না। কয়েকদিন আগে রাতে বাইক নিয়ে একজন এই রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তার কিছুদিন আগে বাইক নিয়ে এক মহিলা এই রাস্তায় পড়ে যান। রাস্তাটা দিয়ে হাঁটাচলা পর্যন্ত করা যায় না।'

সোমা রায় নামে আরেক এলাকাবাসী জানান, রাস্তার সমস্যা তো আছেই, সঙ্গে ড্রেনগুলির অপরিষ্কার অবস্থা। নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। পর্যাপ্ত পথবাতি নেই। সন্ধের পর কিছু এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকে। ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পথবাতির বিষয়ে দীপ্ত বলেন,

> রাস্তার সমস্যা তো আছেই, সঙ্গে ড্রেনগুলির অপরিষ্কার অবস্থা। নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। পর্যাপ্ত পথবাতি নেই। সন্ধের পর কিছু এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকে।
>
> **সোমা রায়** *স্থানীয় বাসিন্দা*

'পুরনিগম নতুন পথবাতি দিচ্ছে না বলে পুরোনোগুলি মেরামত করে লাগানো হচ্ছে। ফলে বারবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

কামারপট্টির রাস্তাগুলির অবস্থা একই। এলাকার বাসিন্দা সুধীর হালদার বলেন, 'প্রায় ৫ বছর ধরে এই দশা। বর্ষাকালে সমস্যা আরও বেড়ে যায়।'

বরো চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলারের চাপানউতোর

হায়দরপাড়ায় জঞ্জালের স্তূপ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : সবজি, ফলের বাজারের আবর্জনা রাস্তার মাঝে পড়ে থাকছে। যাতায়াত করাই দায়। পচা গন্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পথচলতি মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দরপাড়ার বাজার এলাকায় দুর্বিষহ পরিস্থিতি। বাসিন্দারা তৃণমূল কাউন্সিলার পিঙ্কি সাহার ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। পাশাপাশি, ওয়ার্ডের একটি ক্লাবের সীমানাবরাবর এলাকায় গুমটি বানিয়ে ফল, সবজি, ফাস্ট ফুডের দোকানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দোকানগুলি রাস্তার উপর উঠে আসায় নাগরিক সমস্যা বেড়েছে। যানজটও হচ্ছে।

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি ঘোষের দাবি, 'ওই রাস্তায় বসা দোকানিরা বাইরে থেকে এসেছেন। এর আগে ওঁদের উঠে যেতে বলেছি। কয়েকদিন অপেক্ষা করে ব্যবস্থা নেব।' এসম্পর্কে ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিঙ্কি সাহা বললেন, 'এক সপ্তাহ আগে ফুটপাথের দোকানদারদের উঠে যেতে বলা হয়েছে। এসংক্রান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ এবং বাজার কমিটির সদস্যরা। দোকানিদের পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে রাস্তা ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে।'

হায়দরপাড়া বাজারে ঢোকার রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ। - সংবাদচিত্র

আর কাউন্সিলার বাজারের আবর্জনা সাফ না হওয়ার দায় চাপিয়েছেন পাঁচ নম্বর বরো অফিসের উপর। পিঙ্কির কথায়, 'বরো অফিস থেকে আর্থমুভার এবং টিপার পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিটি ওয়ার্ডের আবর্জনা সাফ করতে বরো থেকে আর্থমুভার এবং টিপার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আমার ওয়ার্ডের জন্য আর্থমুভার কিংবা টিপার পাওয়ার দিন জানানো হচ্ছে, সেসব নাকি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এছাড়া প্রতি রবিবার পুরকর্মীদের ছুটি থাকে। তাই সেদিন আর অবর্জনা সাফ হয় না।'

পাঁচ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান প্রীতিকণা বিশ্বাস অবশ্য কাউন্সিলারের অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বললেন, 'বিক্ষিপ্তভাবে ডাম্পার কিংবা টিপার নষ্ট হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ওয়ার্ডকে নিয়মিত ডাম্পার, টিপার দেওয়া হয়। তাছাড়া স্থানীয় বাজারগুলি থেকে বরোর কর্মীরা আবর্জনা তোলেন। এসব কথা কাউন্সিলার বলছেন কেন, তা বুঝতে পারছি না। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে আবর্জনা ফেলার ভ্যাট দিতে চেয়েছিলাম। তা নিতে রাজি হননি তিনি।'

রবিবার সকালে বাজারে গিয়ে দেখা গেল ঠাসা ভিড়। রাস্তায় বাজারের আবর্জনা পড়ে থাকায় যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে। দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিয়ে নাগরিকদের হাঁটাচলা করতে হচ্ছে। আবর্জনা ফেলার কোনও ভ্যাট নেই। সবজি ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন, রাস্তায় অনেকদিন ধরে আবর্জনা পড়ে থাকলেও তা সাফ করা হচ্ছে না। কাউন্সিলারকে জানালেও কাজ হয়নি।

দুঃস্থ শিশুদের গণ অন্নপ্রাশন

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বাবা-মায়ের ১০ জন সন্তানকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণ অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করলেন সমাজসেবী সুকান্ত বসু। রবিবার হাকিমপাড়ায় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিশ্বরঞ্জন ঘোষ।

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটি ও দার্জিলিংয়ের গোর্খা দুঃখ নিবারণ সম্মেলনের যৌথ উদ্যোগে রবিবার স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অর্ণব চক্রবর্তী, প্রবীণ জিম্বা, অমিত পাল প্রমুখ।

রক্তদান

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : অপারেশন সিঁদুরকে উৎসর্গ করে শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ইসকন শিলিগুড়ির সভাপতি অখিল আত্মাপ্রিয় দাস বলেন, 'সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং রক্তের সংকট মেটাতে আমাদের এই উদ্যোগ।' ৭০ জন শিবিরে রক্তদান করেন।

মাটির পাত্রে রাখা জলেই স্বস্তি শহরের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : কুঁজোর দিন গিয়েছে। গরমে এখন শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশের পছন্দ মাটির ফিল্টার। তা সে মাটিগাড়ায় রাস্তার ধারে মাটির তৈরি সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসে থাকা ব্যবসায়ী হোক বা শহর শিলিগুড়ির পালপাড়া, সব জায়গায় একই ছবি।

মাটিগাড়ায় মাটির কলসি কিনতে এসেছিলেন শুভাশিস সাহা। সঙ্গে ছিল তাঁর ১২ বছরের ছেলে। মাটির কলসি চাইলেও পেলেন না। বিক্রেতা নিমু পাল তাঁকে মাটির ফিল্টার দেখাচ্ছিলেন। নিমু বললেন, 'দাদা এখন আর কলসির তেমন চাহিদা নেই। এই ফিল্টারগুলি ভালো, ব্যবহারেও সুবিধা। জলও অনেকটাই আঁটিবে।'

শহরের পালপাড়া বা শহর লাগোয়া মাটিগাড়া, দুই জায়গাতেই মাটির ফিল্টারের চাহিদা বাড়ছে। আগের চেয়ে বিক্রি যে বেড়েছে, তা অনেক ব্যবসায়ীর মুখেই শোনা গেল। মাটিগাড়ার এক ব্যবসায়ী অজয় পালের কথায়, 'মাঝে তো বিক্রি একদমই ছিল না। তবে করোনার পরবর্তী সময় থেকে বিক্রিটা বেড়ে গিয়েছে।' প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পিছিয়ে নেই মৃৎশিল্পীরাও। নতুন নতুন ডিজাইন ও আকারের মাটির কলসি, ফিল্টার, বোতল তৈরি করছেন। এদিন সুস্মিতা সরকার এসেছিলেন মাটির বোতল কিনতে। বলছিলেন, 'কলসি, ফিল্টার রাখতে গেলে পরিচর্যার দরকার হয়। তবে বোতল ব্যবহার করতে সুবিধা।' এই গরমে গলা ভেজাতে ঠান্ডা জল ছাড়া হয় না সায়ন কুণ্ডুর। তবে ডাক্তার ফ্রিজের ঠান্ডা জল পান করতে বারণ করেছেন। তাই ঠান্ডা জল পান করতে ভরসা মাটির পাত্র। সায়নের কথায়, 'মাটির পাত্রের জল অনেকটাই ঠান্ডা হয়। তাই গরমকালে বিগত তিন বছর ধরে মাটির পাত্রের জলই আমরা সবাই পান করি।'

চাহিদা বাড়ছে

- শিলিগুড়ির পালপাড়া বা মাটিগাড়া, দুই জায়গাতেই ফিল্টারের চাহিদা বাড়ছে
- ১০ লিটারের ফিল্টারের চাহিদা সব থেকে বেশি
- ১০০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের কলসি, ফিল্টার রয়েছে
- আকার ও ডিজাইনের ওপর দামটা নির্ভর করে

মাটির গন্ধমাখা জলের স্বাদই আলাদা, বলছিলেন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা নয়ন সরকার। তাঁর কথায়, 'আমার বাড়িতে বিগত ২০ বছর ধরে মাটির পাত্রে রাখা জলই পান করি। এখন যদিও ফিল্টার রয়েছে। আসলে এই জল পান করলে মন জুড়িয়ে যায়।'

ব্যবসায়ী সজল পালের কথায়, 'মাটির ফিল্টার, কলসি, বোতল সবকিছুরই চাহিদা রয়েছে। ১০ লিটারের ফিল্টারের চাহিদা সব থেকে বেশি।' ১০০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের কলসি, ফিল্টার রয়েছে। আকার ও ডিজাইনের ওপর দামটা নির্ভর করে বলে জানালেন আরেক ব্যবসায়ী শীতলা পাল।

অশোকের বাড়িতে হঠাৎ নিশীথ

বালুরঘাট, ৮ জুন : রাজ্য সভাপতি বদল হবে কি না বা রাজ্য কমিটিতে কারা কারা থাকবেন, তা নিয়ে শুভেন্দু বনাম সুকান্ত গোষ্ঠীর মধ্যে চলছে অভ্যন্তরীণ দড়ি টানাটানি। আর রাজ্য কমিটির বৈঠকের আগে এদিন সেই বিতর্ক উসকে বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ির ভাড়াবাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাতে এলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ ও গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন। খোদ সুকান্ত মজুমদারের শহরে, তাঁকে বা বর্তমান জেলা কমিটির কাউকে না জানিয়েই, একেবারে সোজা বিধায়কের সঙ্গে বিজেপির এই নেতাদের বৈঠককে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা।

এটা রাজ্য কমিটিতে সুকান্ত গোষ্ঠীকে চাপে ফেলবার কৌশল কি না, তা স্পষ্ট নয়।

কিন্তু মুর্শিদাবাদের লালবাগে সাংগঠনিক বৈঠক করে, কোচবিহার যাওয়ার পথে, নিশীথের উলটোপথে ঘুরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছেন না খোদ সুকান্ত গোষ্ঠীর নেতারাই। বালুরঘাটে এসে দুই বিধায়ক ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশোক লাহিড়ির ভাড়াবাড়িতে লুচি-আলুর দম সহযোগে রাতের আহারে বিজেপির অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'একেবারে নিতান্তই সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল এটি। আজ বিধায়ক অশোক লাহিড়ির মতো মানুষ, বিগত চার বছরের কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। সেটি জেনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বই প্রকাশের দিন বলে কোনওভাবে মিস করতে চাইনি।' তবে রাজনীতির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

বনধে বনধে ফের উত্তপ্ত মণিপুর

প্রথম পাতার পর

'আমরা শান্তি ফেরানোর অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনারা এই ধরনের কাজ করলে শান্তি কীভাবে ফিরবে? আমাকেও গ্রেপ্তার করা হোক।'

আরামবাই তেংগোল সংগঠনটির বিরুদ্ধে আগে কুকি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ ছিল। সম্প্রতি রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনাতেও অংশ নিয়েছিল সংগঠনটি। তারা কিছু অস্ত্র ফেরত দিয়েছে। অন্যদিকে, শনিবার তেংনৌপাল জেলায় দুটি নিষিদ্ধ সংগঠনের তিন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা বাহিনী। তাদের কাছ থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়।

সব মিলিয়ে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ রাষ্ট্রপতি শাসন। বরং রাজ্যপাল অজয় ভাল্লার বিরুদ্ধে মেইতেই, কুকি- উভয় জনগোষ্ঠী ক্ষিপ্ত। ২০২৩-এর মে মাসে অশান্তি শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একবারও না আসায় অসন্তোষ আছে। এই গোলমালে গত দু'বছরে মণিপুরে নিহত হয়েছেন ২৬০-এরও বেশি মানুষ। হাজার হাজার মানুষ এখনও বাস্তুচ্যুত।

নতুন করে এই অশান্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর অসংবেদনশীলতাকে দায়ী করছে কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মণিপুর আসার সময় আর কবে পাবেন? ওঁর স্তাবকরা একদা দাবি করেছিলেন, উনি এক মুহূর্তের জন্য ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দাবিটি পুরোপুরি বোগাস প্রমাণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অসংবেদনশীলতার কারণে মণিপুরের মানুষকে ভুগতে হচ্ছে।'

নিশানায় জলপাইগুড়ির ১০২ নম্বর অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশ

দামি ওষুধ কেনাচ্ছে দালালরা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৮ জুন : সরকারিভাবে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দিয়ে সাহায্য করা হয়। এবারে তাতেও অসাধু ব্যবসায়ীদের লোলুপ দৃষ্টি। হাসপাতাল থেকে দেওয়া ওষুধ ঠিকঠাক কাজ করে না। দ্রুত সুস্থ হতে গেলে বাইরের ওষুধের দোকান থেকে ভালো ওষুধ খেতে হবে। হাসপাতাল থেকে রোগীর ছুটির পর পরিবারকে এমনই সব মিথ্যে কথা বলে ফুসলিয়ে বাইরের ওষুধের দোকানে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রোগীর পরিবারের সদস্যদের সেখান থেকে মোটা টাকার ওষুধ কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ১০২ বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তির। ওষুধের দোকান থেকে মোটা কমিশনের লোভে এই অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশ এমনই অসাধু কাজ করে চলেছে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েছে। তারা অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'এই অভিযোগ আমরাও জানতে পেরেছি। ইতিমধ্যে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের সতর্ক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স প্রদানকারী সংস্থাকেও শোকজ করা হয়েছে। যাতে রোগী বা প্রসূতি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়া সময় ওয়ার্ড থেকেই চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধগুলো হাতে পেয়ে যান সেজন্য ওয়ার্ডে ওষুধ মজুত রাখতে নির্দেশ দিয়েছি। যদি কখনও কোনও ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয় তার জন্য ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান রয়েছে। রোগীর পরিবারকে সেখান থেকে ওষুধ কেনার পরামর্শ দেওয়া হয়।' যাতে দ্রুত জেলা হাসপাতাল বিভাগেও একটি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান পুনরায় চালু করা যায় সেজন্য স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে বলে এমএসভিপি জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ি ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সের ইনচার্জ বাবলু রহমান বলেন, 'মেডিকেল কলেজে কর্তৃপক্ষের তরফে আমাদের জানানোর পরেই আমরা চালকদের এই বিষয়ে সতর্ক করেছি। শোকজের বিষয়টি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেখছে।'

একসময় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের জেলা হাসপাতাল বিভাগে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ছিল। সেই সময় রোগীর পরিবারের সদস্যরা যখন সেই ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে যেতেন সেই সময়ও অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশের বিরুদ্ধে তাঁদের ভুল বোঝানোর অভিযোগ ছিল। জেনেরিক ওষুধ কাজ করে না বলে ভুল বুঝিয়ে তাঁদের হাসপাতালের সামনের কিছু ওষুধের দোকানে নিয়ে যাওয়া হত। রোগীর পরিবারকে সেই সমস্ত দোকান থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য করে ওই অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা মোটা টাকা রোজগার করত। মাসকয়েক আগে সরকার থেকে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর জেলা হাসপাতাল বিভাগ থেকে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ওই চক্রটি আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর মাকে বিনা পয়সায় বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করেছে। সেই অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের মধ্যেই একাংশ দালালচক্রটি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। এই চক্রের সঙ্গে হাসপাতালের আয়া ও সাফাইকর্মীদের একাংশও যুক্ত। যারা রোগীকে ছুটি দেওয়ার আগে ওষুধ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। যাতে রোগী ছুটির পর বাইরের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য হন।

প্রসূতি বিভাগের বাইরে এক প্রসূতির আত্মীয় শ্যামল পাল বলেন, 'মাস খানেক আগে আমার বোনের এখানে প্রসব হয়। তাকে যখন ছুটি দেওয়া হল সেই সময় বলা হয়েছিল প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ সরকারি ফার্মাসি থেকে বিনা পয়সায় নিতে হবে। কিন্তু হাসপাতালের ফার্মাসিতে যাওয়ার আগেই অ্যাম্বুল্যান্সচালক বলতে লাগলেন, বিনা পয়সায় হাসপাতাল থেকে যে ওষুধ দেবে সেটা খেলে সুস্থ হতে দেরি হবে। তার কথা অনুযায়ী আমরা তখন বাইরের এক দোকান থেকে ওষুধ কিনি।' আরেক রোগীর আত্মীয় গৌর সরকার বলেন, 'রোগী যখন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে সেই সময় যদি ওয়ার্ড থেকেই ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আর কেউ দালালদের শিকার হবেন না।'

কড়া কর্তৃপক্ষ

- রোগীর ছুটির পর পরিবারকে ফুসলিয়ে বাইরের ওষুধের দোকানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
- রোগীর পরিবারকে সেখান থেকে মোটা টাকার ওষুধ কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে
- কর্তৃপক্ষ কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে, অভিযোগের বিষয়টি অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের এজেন্সি মেনে নিয়েছে

গ্রেটাকে গাজায় ঢুকতে না দেওয়ার নির্দেশ

জেরুজালেম, ৮ জুন : পরিবেশ বাঁচাতে যাঁর আন্দোলন গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে, জলবায়ুকর্মী সেই গ্রেটা থুনবার্গকে ত্রাণ নিয়ে গাজায় ঢুকতে দেবে না ইজরায়েল। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আইডিএফকে এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেছেন। রবিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে ইজরায়েল। যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্তাইনের দিকেই এগোচ্ছে গ্রেটা থুনবার্গদের ত্রাণবাহী নৌকা। গ্রেটা ছাড়াও প্রতিনিধি দলে রয়েছেন আরও ১২ জন কর্মী। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, হামাসকে প্রতিরোধ করতে গাজার সঙ্গে সংযোগকারী সমস্ত সমুদ্রপথ বন্ধ করে রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে ইজরায়েল। হামাসের কাছে যাতে কোনওভাবে অস্ত্র না পৌঁছোয় তা নিশ্চিত করতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একারণে গ্রেটাদের নৌকাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

স্বামীর চতুর্থ বিয়ের প্রস্তুতি

ময়নাগুড়ি, ৮ জুন : স্বামী চতুর্থ বিয়ের তোড়জোড় করছেন। কী করবেন বুঝতে না পেরে অগত্যা স্ত্রী পুলিশের দ্বারস্থ হলেন। ময়নাগুড়ি ব্লকের বড়ুইবাড়ির ঘটনা। রবিবার তিনি ময়নাগুড়ি থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় ২৭ বছর আগে ধূপগুড়ির ডাউকিমারির বাসিন্দা মানবালা সিদ্ধার সঙ্গে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা নির্মল সিদ্ধার সামাজিক মতে বিয়ে হয়। ওই দম্পতির ২৫ ও ১৮ বছর বয়সি দুই ছেলে রয়েছে। স্বামীর মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণে দুই বছর আগে তিনি চূড়াভাণ্ডারের স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে শিলিগুড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে মানবালা বাড়ি বাড়ি কাজ করে কোনওরকমে দিনযাপন করছিলেন। মানবালার অভিযোগ, তাঁদের বিয়ের আগে নির্মলের প্রথম স্ত্রী মারা যান। পরে নির্মল দ্বিতীয় বিয়ে করেন। নির্মলের সেই স্ত্রীও বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। এরপর তৃতীয়বার মানবালার সঙ্গে নির্মলের বিয়ে হয়। মানবালা বলেন, 'কয়েকদিন আগে প্রতিবেশীর থেকে জানতে পারি, স্বামী চতুর্থ বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে কারণে এদিন সকালে শিলিগুড়ি থেকে সোজা ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি।'

চিতাবাঘের দেহ নালায়

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন : পাটকাপাড়া চা বাগানে তখন কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা। হঠাৎ নালায় চিতাবাঘ দেখে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যান সকলে। এর আগেও বহুবার এভাবে চিতাবাঘ নালা থেকে উঠে এসে আক্রমণ করেছে শ্রমিকদের। তাই কোনওরকম দেরি না করে চিতাবাঘ দেখা মাত্রই তাঁরা সেখান থেকে চলে যান। তাই রবিবার নালার চিতাবাঘটি যে মৃত সেটা বুঝতে পারেননি তাঁরা। এরপর খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে প্রাপ্তবয়স্ক চিতাবাঘটির মৃতদেহ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। ময়নাতদন্তও হয়। বয়সজনিত কারণেই মাদি চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বনকর্মীরা। মৃত ওই চিতাবাঘটির বয়স প্রায় ১২ বছর। ওই চিতাবাঘ পাটকাপাড়া চা বাগানে আশ্রয় নিয়েছিল বলে মনে করছেন বনকর্মীরা।

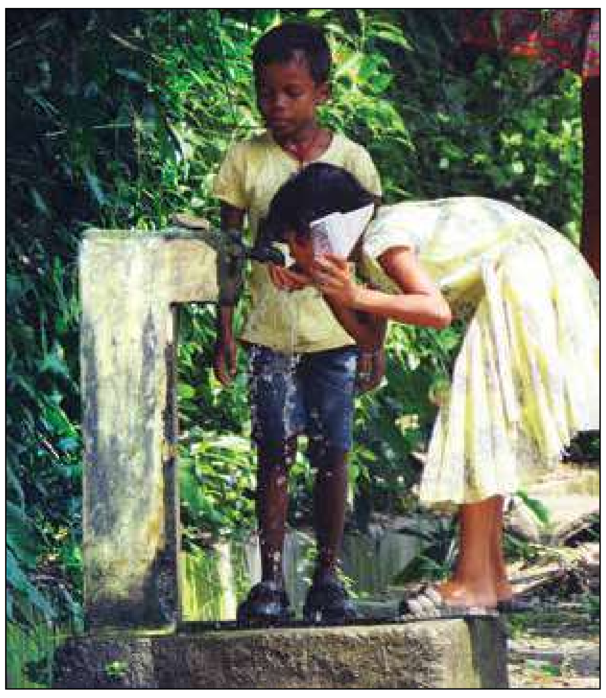

অবাক জলপান।। *মালবাজারে টুনাবাড়িতে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।*

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৮ জুন : রবিবার চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হল। কাঁঠালবাড়ির একটি চা বাগান থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযোগ, খুন করে ওই তরুণীর দেহ ফেলে রাখা হয়েছিল বাগানে। এদিন রাতে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

'বাফার জোন'

প্রথম পাতার পর

বেঙ্গল সাফারির ঠিক পেছনে তরিবাড়ি এলাকাতেও একের পর এক হোমস্টে, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে তৈরি হয়েছে। ইদানীংকালে জেন জি-র আড্ডা দেওয়ার অন্যতম জায়গা এই ক্যাফে এবং রেস্তোরাঁগুলি। মহানন্দার জঙ্গল থেকে মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যেই দু'পাশে একের পর এক এই রেস্তোরাঁগুলি তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় বনকর্মীদের থেকে জানা গিয়েছে, প্রায়ই খাবারের গন্ধে জঙ্গল থেকে হাতিরা বের হয়ে এই রেস্তোরাঁগুলির কাছে চলে আসে। অভিযোগ, এই রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফেগুলিতে অবাধে মদ্যপানও করা যায়। চোরাপথে মদ বিক্রি করা হয় রেস্তোরাঁগুলিতে। যে কারণে ইয়ং জেনারেশন ওই রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফেগুলিতে প্রায় প্রতিদিনই আড্ডা জমায়। গুলমা হয়ে তরিবাড়ি যাতায়াতে নদী পার করতে হয়। পাহাড়ি নদী হওয়ায় শুখা সময় অনায়াসেই স্কুটার বা বাইকে নদী পার হয়ে যাতায়াত করা যায়। হেঁটেও নদী পার করা সম্ভব। কিন্তু বর্ষার সময় জল বাড়ায় তখন আর নদী পার করা যায় না। অভিযোগ, নদী পারাপার করার জন্যে তাই তরিবাড়ি নদীতে তারজালিতে বোল্ডার বেঁধে পিলার তৈরি করা হচ্ছে। ওই পিলারের উপর কাঠ বা লোহার পাটাতন ফেলে ছোট গাড়ি পারাপারের ব্যবস্থা করা হবে।

সামনে থেকে না থাকলেও সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা বলে ঘুরিয়ে এই কাজে আর্থিক মদত দিচ্ছে ওই রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফের ব্যবসায়ীরাই। নদীর মধ্যে দুই ফুট অন্তর তারজালিতে বোল্ডার বেঁধে পাঁচটি পিলার তৈরির কাজ চলছে এখন। তরিবাড়ির বাসিন্দা শুভম ছেত্রীর বক্তব্য, 'আমরা তো শুনেছি, ওই হোটেল মালিকরা সেতু তৈরি করছেন। অনেক লোকই তো আসে বাইক পার করে। এটা হলে ওরা সহজেই যাতায়াত করতে পারবে। তবে এই রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফেগুলি এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে। মদ্যপ অবস্থায় প্রকাশ্যেই অশালীন কাজে জড়াচ্ছে এখানে ঘুরতে আসা উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা।'

পরিবেশ সচেতনতায় কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ে

> নতুন শিক্ষানীতিতে পরিবেশ নিয়ে একটি কোর্স রয়েছে। সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হবে। এতে সব বিষয় নিয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ওই কোর্স করতে হবে। বর্তমানে পরিবেশকে জানতে এইরকম কোর্স গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী** উপাচার্য, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন : বর্তমানে নদী দূষণ, মাটির উর্বরতাশক্তি হারানোর সমস্যা বেড়েই চলেছে। তবে ঠিক কী কারণে পরিবেশের ওই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে? আর কীভাবেই বা সেটা থেকে রেহাই মিলবে, সেই সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের আরও বিস্তারিত জানাতে এবং পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হতে চলেছে পরিবেশ সচেতনতার কোর্স। রবিবার আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে 'পরিবেশ ও নদী সংরক্ষণ : ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে এমনই কথা জানালেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী।

আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিবেশ ও নদী নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা শোনার পর ওই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। সরিৎকুমার বলেন, 'নতুন শিক্ষানীতিতে পরিবেশ নিয়ে একটি কোর্স রয়েছে। সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হবে। এতে সব বিষয় নিয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ওই কোর্স করতে হবে। বর্তমানে পরিবেশকে জানতে এই রকম কোর্স গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিন আলোচনায় উপস্থিত অনেকেই ওই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ওই কোর্সে ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশের সমস্যাগুলো সম্পর্কে জেনে সেগুলো সমাধানেও অগ্রণী ভূমিকা নেবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ওই আলোচনাচক্রে মূল অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ডঃ কল্যাণ রুদ্র। এছাড়া ছিলেন বন্য সংরক্ষণবিদ সৌম্যদীপ দত্ত এবং সুন্দরবন চর্চা সংগঠনের সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি সহ অন্যরা। এখন ডুয়ার্স নিবেদিত ওই ধরনের জাতীয় আলোচনাচক্রতে শনিবার কল্যাণ অংশ নিয়েছিলেন। রবিবার আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বিয়ন্ড হরাইজন পাবলিকেশন ও রোভার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব।

রবিবারের ভ্যাপসা গরমেও আলোচনাচক্রে শ্রোতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শহরের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিল।

এদিন কল্যাণ রুদ্র ছাত্রছাত্রীদের সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করার শপথ নিতে বলেন। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনও কিছু না করতে পারলেও প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কল্যাণ বলেন, 'সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের জন্য পরিবেশের সব দিক নষ্ট হচ্ছে। মাটি দূষণ থেকে জল দূষণ হোক বা বায়ু দূষণ সবই হচ্ছে। প্রতি বছর আমাদের শরীরে ২৫০ গ্রাম মাইক্রো প্লাস্টিক ঢুকছে। এটা বিভিন্নভাবে শরীরের ক্ষতি করছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর জন্য ব্যাগ নিয়ে বাজার করতে যাওয়ার পুরোনো অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে।'

এদিনের আলোচনায় তিনি নদীর সমস্যার কথা বলতে গিয়ে ব্রিটিশ আমলে নীল চাষ থেকে দামোদর নদের দুই পাশে মাটি দেওয়া এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। এছাড়া, বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় মাটির উর্বরতাশক্তি হারানো, শিলিগুড়ির মহানন্দা নদী দূষণ, বিভিন্ন নদীতে বাঁধ নিয়েও আলোচনা করেন।

সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ত্যাগের পরামর্শ

পরিবেশ ও নদী সংরক্ষণ শীর্ষক আলোচনাচক্র আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে।

গ্রেপ্তারির বিরোধিতায় একজোট পাহাড়

প্রথম পাতার পর

সময় হরকা দলবল নিয়ে সেখানে যাচ্ছিলেন এই দাবির কথা বলতে। দার্জিলিংকে সিকিমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার দাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সিকিম সীমান্তে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। হরকাদের সিকিমে ঢুকতেই দেয়নি সেখানকার পুলিশ।

অন্যদিকে, সিকিমের সঙ্গে দার্জিলিংকে জুড়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করতে নেমে সেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেছিল গোর্খা সেবা সেনা। তারা জানতে চেয়েছিল যে, দার্জিলিং, কালিম্পং আদৌ সিকিমের অংশ ছিল কি না? এই এলাকাগুলি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত সিকিমের মানচিত্র ঠিক কেমন ছিল? সূত্রের খবর, সিকিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তথ্য জানার অধিকার আইনে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল। তারপরে আরও কিছু প্রশ্ন তুলে ধরায় সেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব গোর্খা সেবা সেনার নেতা বিক্রমআদি রাই, সুবাসমণি সিং সহ আরও একজনকে তলব করে। সেখানে গিয়ে বৈঠকের পরে বেরিয়ে এসে এই নেতারা কিছু বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ। এমনকি সিকিমের ৫০ বর্ষপূর্তিতে সেখানকার লোগো ব্যবহার করে কার্সিয়াংয়ে এই নেতারা অনুষ্ঠানও করেন।

এর পরেই সিকিম স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। সেইমতো সিকিম পুলিশ শুক্রবার রাতে কার্সিয়াং থেকে বিক্রমআদি রাই, কালিম্পং থেকে সুবাসমণি সিংকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় সিকিমের বাসিন্দা নোয়েল শর্মা নামে একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিং পাহাড়ের প্রতিটি রাজনৈতিক দলই এই ঘটনার বিরোধিতা করেছে। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মুখপাত্র নমন রাই বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকেরই নিজের বক্তব্য জানানোর অধিকার রয়েছে। আমরা এই গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে দ্রুত মুক্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।' ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ডও এই ঘটনায় সিকিমের নিন্দা করেছেন। পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'আমরা এই গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করছি। তবে, ঠিক কী কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটাও দেখতে হবে।'

বিস্মৃতপ্রায় বক্সার পিলখানা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন : বক্সা পাহাড়ের দুর্গম পাকদণ্ডি বেয়ে পর্যটকদের পিঠে চাপিয়ে খুরের আওয়াজ তুলবে ঘোড়া। সেইসঙ্গে বক্সার কোর এলাকায় হাতির পিঠে চেপে ঘুরবেন পর্যটকরা। বক্সায় পর্যটনের প্রসারে এমন সব পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এব্যাপারে প্রস্তাবও গিয়েছে। আর এসবের মাঝে কারও মনেই থাকছে না সান্তালাবাড়ির সেই ইতিহাসবিজড়িত পিলখানার কথা!

বর্ষা শেষে জঙ্গল আবার পর্যটকদের জন্য খুললেই হাতি সাফারি, ঘোড়ার পিঠে চেপে সফর চালু করা যায় কি না, বন দপ্তর সেই চেষ্টাই করছে। আর এদিকে ইতিহাস বলছে, বহু আগেই বক্সা পাহাড়ে উঠত হাতি, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা। সেই সময় সান্তালাবাড়িতে হাতিদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল পিলখানা। বক্সা ফোর্টে থাকা ব্রিটিশ সাহেবদের খাদ্যসামগ্রী হোক কিংবা মালপত্র বহন করা, সবকিছুতেই হাতি-ঘোড়া ব্যবহার করা হত। কিন্তু সেসবের শতবর্ষ পরে সান্তালাবাড়ির সেই পিলখানা ঢাকা পড়েছে ঝোপজঙ্গলে। বর্তমান প্রজন্ম জানেই না সেই পিলখানার কথা। পর্যটকদের কথা তো বাদই দেওয়া হল, খোদ সান্তালাবাড়ির কয়েকজন প্রবীণের মনেই টিকে আছে ব্রিটিশ আমলের পিলখানা।

তবে কেউ কেউ চেষ্টা করছেন মনে রাখার, মনে করিয়ে দেওয়ার। সান্তালাবাড়ির বাসিন্দা তথা গাইড জেমস ভুটিয়ার কথায়, 'এখন অবশ্য পিলখানাটি জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। তবে পর্যটকরা এলে এই ইতিহাসের কথাও আমরা তুলে ধরি।' সান্তালাবাড়ির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিনু তামাং বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছেন তাঁদের গ্রামের এই পিলখানার কথা। বলছিলেন, 'এখনও অবশ্য অনেক প্রবীণ নাগরিক এসে এই পিলখানার বিষয়ে জানতে চান।' তাই তাঁর ইচ্ছে শতাব্দীপ্রাচীন পিলখানার জায়গাটি সংরক্ষণ করার। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানালেন বিনু। ইতিহাসপ্রেমীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ১৭৭৩ সালে বক্সায় থাকা দুর্গটি প্রথমবার চোখে পড়ে ব্রিটিশদের। তারপর ব্রিটিশরা এই দুর্গ দখল করে নেয়। ১৮৬৫ সালের ১১ নভেম্বর, সিঞ্চুলার চুক্তির অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্গটি ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুর্গটি আগে বাঁশের তৈরি ছিল। ব্রিটিশরা এটিকে পাথরের দুর্গে রূপান্তরিত করে। পরবর্তীকালে গত শতাব্দীর তিনের দশক অবধি দুর্গটি উচ্চ নিরাপত্তাযুক্ত কারাগার ও ডিটেনশন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সান্তালাবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বর্তমানে যেখানে পিডব্লিউডি'র রেস্ট হাউস রয়েছে, ওই জায়গা দিয়েই আগে ছিল সিঙ্ক রুট। তখন এই রুটই ছিল সমতল থেকে বক্সায় ওঠার প্রধান রাস্তা।

জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে সান্তালাবাড়ির পিলখানা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এভারেস্টে কিং কোবরা, উদ্ধার ১০

কাঠমান্ডু, ৮ জুন : এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়ে অভিযাত্রী দলের কাছে এবার নতুন বিপদ হতে চলেছে বিষধর সাপের উপস্থিতি।

গত এক মাসে এভারেস্টের আশপাশ থেকে ১০টি বিষধর সাপ উদ্ধার হয়েছে। তাদের মধ্যে ন'টি কিং কোবরা। এই প্রজাতির সাপকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষধর সাপ বলে গণ্য করা হয়। অনেকে ঘটনাটিকে বিপদের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। সাধারণত ধানখেত, জলাভূমি ও ম্যানগ্রোভ জাতীয় অরণ্যে কিং কোবরাকে দেখা যায়। এভারেস্ট সংলগ্ন শীতল অঞ্চলে তাদের দেখা মেলায় বিশেষজ্ঞরা চিন্তিত। তাঁরা বিষয়টিকে বিপদের সংকেত হিসেবে দেখছেন।

'কাঠমান্ডু পোস্ট'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভঞ্জইয়ং, গুপালেশ্বর, সোখোল, ফুলচকের পার্বত্য এলাকার আবাসিক অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে সাপগুলি। বহু বাড়ির উঠোনেও ঢুকে পড়েছে। সাপের ডিমও পাওয়া গিয়েছে। বন দপ্তরের কর্মীরা সাপগুলিকে ধরে ফের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সাপের বাসাও চোখে পড়েছে তাঁদের। পরিবেশবিদদের একাংশ জানিয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এটা ঘটছে।

শুধু রাজনীতি নয়

প্রথম পাতার পর

বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া হয়েছে। দশ বছরের ব্যবধানে সূচকের মান ধরে মৌলিক চাহিদার মানের পরিবর্তনের হদিস দিয়েছে ওই গবেষণা। উত্তরের জেলাগুলির নিরিখে দশ বছর আগে সূচকের এক নম্বরে ছিল কোচবিহার। অবিভক্ত জলপাইগুড়ি দ্বিতীয়, মালদা তৃতীয়, দার্জিলিং চতুর্থ, উত্তর দিনাজপুর ষষ্ঠ স্থানে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার সাপেক্ষে এক নম্বরে ছিল অবিভক্ত মেদিনীপুর। কোচবিহার ছিল আট নম্বরে। বাকি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির স্থান ছিল দশের ঊর্ধ্বে। একই সূচকের নিরিখে দশ বছর পরে উত্তরবঙ্গের এক নম্বর জেলা হিসাবে উঠে এসেছে জলপাইগুড়ি। দুই ধাপ পিছিয়ে কোচবিহার চলে গিয়েছে তৃতীয় স্থানে। মালদা দুই নম্বরে, দার্জিলিং সেই চতুর্থ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর পাঁচ ও ছয় নম্বরে। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার সাপেক্ষে কিছু কিছু সূচকে কোচবিহার কিছুটা এগিয়ে রয়েছে।

সূচকের পরিবর্তনশীলতা এটা পরিষ্কার করে, বড় প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন ও ছোট প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন- দুটোর মধ্যে ফারাক থাকছে। কোনও কোনও সূচকে কেউ এগিয়ে থেকেও সার্বিক বিচারে দশ বছরে পিছিয়ে যাচ্ছে এবং কোনও জেলা নির্দিষ্ট সূচকে পিছিয়ে থেকেও সার্বিক মানে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানেই পরিসংখ্যানের মন্দ ও ভালো দিক। আবার বিভিন্ন প্রেক্ষিতের বিচারে দক্ষিণবঙ্গের জেলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জেলার একটা নির্দিষ্ট ফারাক থেকেই যাচ্ছে। ফলে নেতা-মন্ত্রীদের বলা 'উন্নয়ন' এবং তার পরিসংখ্যানের তুলনা সমজাতীয় নয়। এখানেই রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে গবেষণালব্ধ ধারণার ফারাক। তবে দুইয়ের মেলবন্ধনই উন্নয়নের ধারা ও ধারণাকে রাজনৈতিক তর্জা ও মুনাফা থেকে বের করে আনতে পারে।

ধরা যাক, মানব উন্নয়নে গবেষণার ফল বলছে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলোর থেকে পিছিয়ে আছে আবার গ্রাম পরিকাঠামো পরিবর্তনে উত্তরবঙ্গের বাকি জেলার সাপেক্ষে বিগত দশ বছরে অনেকটা এগিয়েছে। আবার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সূচক অনুযায়ী জলপাইগুড়ি এবং মালদা এক ও দুই নম্বর স্থানে। তাহলে সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমান্তরাল বৃদ্ধি নির্দিষ্ট নয় এবং চিরস্থায়ী নয়। আবার উত্তরের জেলাগুলির সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির ফারাক থেকে যাওয়ায় ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক অবস্থান, দেশভাগ এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তাই বর্ধমান বা উত্তর ২৪ পরগনার সঙ্গে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের সূচকের তুলনা মৌলিক ও বাস্তব ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না সে প্রশ্ন ওঠে।

অর্থনীতিবিদ বা রাজনীতির কারবারিরা যে চোখেই দেখুন না কেন, আদতে প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে জনজাতিভিত্তিক উন্নয়নের ধারণা, আঞ্চলিক উন্নয়ন পর্ষদের ভাবনা বা পঞ্চায়েতের গ্রামসভায় উন্নয়নের পরিকল্পনা- এর কোনও একটি জনমোহিনী হতে পারে। কিন্তু সবগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করে উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে হলে গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করতেই হবে। সরকারি হিসেব বলছে, উত্তরের জেলাগুলির জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

তবুও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে না। আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বাইরে গিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে এলোপাতাড়ি আর্থিক বরাদ্দের মাধ্যমে জনজীবনের মানোন্নয়ন আদৌ কতটা সম্ভব সে প্রশ্নই উঠে এসেছে বিভিন্ন গবেষণায়। নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের কী পরিবর্তন হল, এই ধারণাটিকে যতক্ষণ রাজনৈতিক গণ্ডিতে বেঁধে রাখা হবে ততক্ষণ প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

লেখক- অর্থনীতির অধ্যাপক এবং ডিরেক্টর, ইউজিসি মালব্য মিশন টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

নিশানা তাক জসপ্রীত বুমরাহর। লন্ডনে রবিবার।

লর্ডসের 'দখল' গিল-পন্থদের

বিরাটরা না থাকায় হতাশ ওকসও

লন্ডন, ৮ জুন : মাঝে ঠিক দুইদিন।

বুধবার থেকে ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দ্বৈরথ। অস্ট্রেলিয়ার সামনে দ্বিতীয়বার টেস্ট মুকুটের হাতছানি। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা সেখানে 'চোকার্স' বদনাম ঘোচানোর মেজাজে। লর্ডসের যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ঘিরে স্বভাবতই পারদ চড়ছে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সেই মঞ্চ লর্ডসের দখল যদিও আজ ভারতীয় দলের হাতে! পাঁচ টেস্টের ম্যারাথন ও গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের জন্য বাকি দল নিয়ে শনিবারই বিলেতে পা রেখেছেন গৌতম গম্ভীর। সময় নষ্ট না করে এদিন পূর্ব নির্ঘণ্ট মেনে সদলবলে ক্রিকেট-মক্কায় হাজির টিম ইন্ডিয়া।

লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল, করুণ নায়ার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, শার্দূল ঠাকুরের মতো টেস্ট দলের একঝাঁক তারকা আগেই চলে এসেছেন। 'এ' দলের সিরিজে অংশও নিচ্ছেন। বাকিরা আইপিএল শেষে কয়েকদিনের বিশ্রাম নিয়েই হাজির। তাঁদের নিয়েই রবিবারের সকালে টেমসের পাড়ে আইকনিক লর্ডসে চলতি সফরের প্রথম অনুশীলন।

প্রথম টেস্ট ২০ জুন হেডিংলেতে। তার আগে দশ দিনের শিবির। নিজেদের মধ্যে ইনট্রা স্কোয়াড ম্যাচও রয়েছে। আপাতত ইংলিশ কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিনের অনুশীলনে সেদিকেই কড়া নজর গম্ভীর ব্রিগেডের। যে অনুশীলনের ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সঙ্গে ক্যাপশন, 'প্রস্তুতি শুরু। ইংল্যান্ডে ভারতীয় দলের প্রথম অনুশীলনের ছবি।'

শুভমান গিলরা শুরুটা করেন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হালকা ওয়ার্মআপ দিয়ে। তারপর মূল মাঠে গা ঘামানো। অনুশীলন শুরুর আগে উপস্থিত দলের সবাইকে নিয়ে টিম হাডলও করেন গম্ভীর, শুভমান। প্রথমে ভারতীয় প্র্যাকটিসের 'ফুটবল অনুশীলনের' চেনা ছবি। বেশ কিছুক্ষণ ফুটবল কসরত ভারতীয় ক্রিকেটারদের।

হালকা মেজাজে ফুটবলে লাথি ঋষভ পন্থের।

এদিন বাড়তি জোর ফিল্ডিং ও ফিটনেসে। আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন ফিল্ডিং কসরত চলল লম্বা সময় ধরে। বিশেষত, স্লিপ ক্যাচিং, ইংলিশ কন্ডিশনে যা এক্স ফ্যাক্টর সবসময়। উঁচু ক্যাচের পাশাপাশি উইকেট লক্ষ্য করে বল থ্রো। জসপ্রীত বুমরাহ-প্রসিধ কৃষ্ণারা মাঠে বেশ কয়েক চক্কর দৌড়েও নিলেন। পরে বুমরাহদের সঙ্গে যোগ দেন কুলদীপ যাদব-রবীন্দ্র জাদেজা।

আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ডিউক বলও। ইংলিশ কন্ডিশনে ডিউক বলের বাড়তি নড়াচড়া ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ। বোলারদেরও পরীক্ষা বাড়তি সুইংকে ঠিকঠাকভাবে কাজে লাগানোর। প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পাওয়া অর্শদীপকে দেখা গেল ডিউক বল নিয়ে একটু বেশি উৎসাহী। গম্ভীর-জাদেজাও অনেকটা সময় কাটালেন ডিউক বলের ইতিবৃত্তান্ত বিশ্লেষণে। নীল নকশা তৈরির কাজ শুরু, বলাই বাহুল্য।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের অনুপস্থিতিতে দলের চেহারা অবশ্য অনেকটাই বদলে গিয়েছে। বিশেষত বিরাটের অনুপস্থিতি স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা হলেও আগ্রহে ভাটার আশঙ্কা। হতাশ প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড শিবিরও। ইংল্যান্ড টেস্ট টিমের পেস ব্রিগেডের অন্যতম অস্ত্র ক্রিস ওকস বলেও দিলেন, বিরাট-রোহিতের অনুপস্থিতিতে তাঁরাও হতাশ। গোড়ালির চোট কাটিয়ে ইংল্যান্ড 'লায়ন্স'-এর হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে ওকসের। শুক্রবার দ্বিতীয় 'এ' ম্যাচের প্রথম দিনে তিন উইকেটও নেন।

টেস্ট সিরিজের আগে সেই ম্যাচ-প্রস্তুতির ফাঁকে ওকস বলেছেন, 'শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে সবসময় ভালো লাগে। বিরাট, রোহিতের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে দুর্দান্ত একটা লড়াইয়ের কাহিনী রয়েছে আমাদের। ওদের অনুপস্থিতি টেস্টের জন্যও ক্ষতি। তবে ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতা রয়েছে। বিরাটদের বিকল্প যে আসুক, সেও অত্যন্ত যোগ্য এবং দক্ষ হবে।'

ওয়ার্নের জাদু কুলদীপের মধ্যে

আশায় প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : ইংলিশ কন্ডিশন।

বাউন্সি পিচ। বাইশ গজে সবুজের আভা। মাথার ওপর মেঘলা আকাশ মানে ডিউক বলে পেসারদের বাড়তি সুইং সামলানোর কঠিন পরীক্ষা ব্যাটারদের। বিশেষত, সফরকারী দলের ব্যাটাররা, যাঁরা অনভ্যস্ত এই ধরনের ইংলিশ কন্ডিশনে।

যদিও পেস ফ্রেন্ডলি ইংলিশ কন্ডিশনে চায়নাম্যান কুলদীপ যাদবের ওপরও আস্থা রাখছেন ভরত অরুণ। ভারতীয় দলের প্রাক্তন বোলিং কোচ। রবি শাস্ত্রীর অন্যতম সহকারী ছিলেন। যাঁর সময়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের দোরগোড়া থেকে অল্পের জন্য ফিরতে হয়েছিল বিরাট কোহলির ভারতকে।

সেই ভরত অরুণ মনে করেন, ইংল্যান্ডের মাটিতে রিস্ট স্পিনারদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। উইকেটে যেসব ক্ষত তৈরি হয়, তা কাজে লাগাতে পারলে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের জন্য ঘাতক হয়ে উঠবেন কুলদীপ। যেমনটি বিলেত সফরে বারবার করে দেখিয়েছেন কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন।

প্রয়াত স্পিন কিংবদন্তির উদাহরণ টেনে ভরত বলেছেন, 'রিস্ট স্পিনাররা সবসময় কার্যকর ইংল্যান্ডে। এমনকি শুরুর দিকে উইকেট যখন কিছুটা স্যাঁতসেঁতে থাকে, তখনও সাহায্য পায়। তাছাড়া ম্যাচ গড়ানোর সঙ্গে উইকেটে ক্ষত তৈরি হয়। যা কাজে লাগানো স্পিনারদের কাছে শিল্প। এক্ষেত্রে সবার আগে যার নামটা ভাসে, তিনি শেন ওয়ার্ন। আমার বিশ্বাস, কুলদীপের মধ্যেও ইংল্যান্ডে সফল হওয়ার সমস্ত মশালা রয়েছে।'

২০১৭ সালে টেস্ট অভিষেক ঘটলেও কুলদীপের লাল বলের কেরিয়ার বরাবরই নড়বড়ে ছিল রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজার উপস্থিতিতে। গত ৮ বছরে মাত্র ১৩টি টেস্ট খেলেছেন। ৫৬ উইকেট নিয়েছেন ২২.১৬ গড়ে। অশ্বীনের অবসরে এবার বাড়তি সুযোগ পাওয়ার হাতছানি।

কুলদীপের পাশাপাশি ভরসা রাখছেন ভারতের বোলিং ব্রিগেডের ওপরও। অরুণের মতে, অশ্বীন, মহম্মদ সামির (ফিট নন) অনুপস্থিতিতে বোলিং কিছুটা অনভিজ্ঞ। তবে সাফল্য পাওয়ার মতো প্রতিভা রয়েছে এই বোলিং ব্রিগেডে। তিনি আশাবাদী, অন্যথা হবে না।

চিন্তা বাড়াচ্ছে জসপ্রীত বুমরাহকে পাঁচ টেস্টের সিরিজে কয়টা ম্যাচে পাওয়া যাবে তা নিয়েও। প্রাথমিকভাবে তিনটি টেস্টে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করা হবে বুমরাহকে। কীভাবে খেলানো হবে না, সবদিক খতিয়ে দেখেই ঠিক করার কথা লন্ডনগামী বিমানে ওঠার আগে জানিয়েছেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। অরুণের মতে, বাকি বোলাররা দায়িত্ব ভাগ করে নিতে সক্ষম হলে পাঁচ টেস্টেই খেলা সম্ভব বুমরাহর। প্রতি টেস্টে বুমরাহর উপস্থিতি দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ার্কলোডের দিকে তাই নজর দিতে হবে। হিসেব কষে ব্যবহার করা উচিত। তবে শুধু বুমরাহ সফল হলে হবে না। ওর চাপ কমাতে সতীর্থ বোলারদেরও সাফল্য জরুরি। মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণারা দায়িত্বটা ভাগ করে নিতে পারলে, ওয়ার্কলোড কমবে এবং পুরো সিরিজেই বুমরাহকে খেলানো সম্ভব।

> বাকি বোলাররা দায়িত্ব ভাগ করে নিতে সক্ষম হলে পাঁচ টেস্টেই খেলা সম্ভব বুমরাহর। প্রতি টেস্টে বুমরাহর উপস্থিতি দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ার্কলোডের দিকে তাই নজর দিতে হবে। হিসেব-কষে ব্যবহার করা উচিত। তবে শুধু বুমরাহ সফল হলে হবে না। ওর চাপ কমাতে সতীর্থ বোলারদেরও সাফল্য জরুরি।
>
> **-ভরত অরুণ**

লন্ডনে স্পিন অস্ত্রে শান কুলদীপের।

আংটি পরে চোখে জল...

লখনউয়ের এক হোটেলে রবিবার বসেছিল রিঙ্কু সিং ও সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের বাগদানের আসর। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে আঙুলে রিঙ্কু আংটি পরিয়ে দিতেই প্রিয়া কেঁদে ফেলেন। বারবার কান্না থামানোর চেষ্টা করলেও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল তাঁর। বাধ্য হয়ে প্রিয়া টিস্যু পেপারে চোখ মুছে নেন। হাত তুলে আংটিও দেখান দুইজনে। পরে অতিথিদের সঙ্গে ছবিও তোলেন।

বিশেষ দিনে রুপোলি সুতোর কাজ করা সাদা শেরওয়ানি পরেছিলেন রিঙ্কু। প্রিয়ার পরনে ছিল গোলাপি আভার লেহঙ্গা চোলি। হাত ধরে তাঁরা অনুষ্ঠানস্থলে এসেছিলেন।

দুর্ঘটনা প্রথম জয়ের উন্মাদনাতেই : সানি

মুম্বই, ৮ জুন : আগাগোড়া দুরন্ত ছন্দে।

প্রতিটি অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতে আইপিএলের স্বাদ। যদিও স্বপ্নপূরণের স্বাদ চেটেপুটে নেওয়ার আগেই পদপিষ্টের ঘটনায় বিষাদের ছোঁয়া। উৎসবের বদলে বিতর্ক, রাজনৈতিক, আইনি টানাপোড়েন।

সুনীল গাভাসকারের মতে, প্রথম জয়ের উন্মাদনার কারণেই এই দুর্ঘটনা। বিরাট কোহলিরা যদি শুরুর দিকেই আইপিএল জিতে ফেলত, তাহলে সতেরো বছর অপেক্ষার ফলে যে আবেগ তৈরি হয়েছিল, তা হত না। হয়তো ১১ জন প্রাণ হারানোর মতো ঘটনা এড়ানো যেত।

নিজের কলামে গাভাসকার লেখেন, 'অন্যান্য দলও আইপিএল জিতছে। কিন্তু এই রকম উন্মাদনা দেখা যায় না। কারণ তাদের এত লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয়নি।' রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দুরন্ত পারফরমেন্সের কথাও সানির মুখে। যুক্তি, চাপমুক্ত হয়ে খেলার সুফল পেয়েছে আরসিবি।

লিখেছেন, 'এবার 'ই সালা কাপ নামদে' (এবার কাপ আমাদের) স্লোগান খুব একটা শোনা যায়নি। ফলে কাপ জিততেই হবে, এই চাপটা সারাক্ষণ ওদের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়নি। প্রতিফলন আরসিবি-র পারফরমেন্স। বিশেষত, অ্যাওয়ে ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছে। প্রতিটি বাইরের ম্যাচে জিতেছে! আইপিএল রেকর্ড যা। সমর্থকদের দীর্ঘদিনের প্রার্থনার ও অপেক্ষার সুফল। প্রিয় দলের যে সাফল্যকে স্বাগত জানাতেই মূলত বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস। যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা।'

ঘটনার ভয়াবহতায়, এগারোজন তরতাজা প্রাণ হারানোয় শিউড়ে উঠেছেন কিংবদন্তিও। সানি জানান, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। প্রিয় খেলোয়াড়দের একঝলক দেখতে চেয়েছিল সবাই। মাস দুয়েক দুর্দান্ত ক্রিকেটের পর তাদের জন্য দুর্দান্ত ট্রফি নিয়ে শহরে পা রেখেছেন যাঁরা। এই দৃশ্য দেখার জন্যই তো এত প্রার্থনা, আকুতি। কিন্তু কে ভেবেছিল এমন মর্মান্তিক পরিণতি অপেক্ষা করছে।

গাভাসকারের কথায়, ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনা নতুন নয় ভারতে। তাঁরাও ছোটবেলায় কারও না কারও ভক্ত ছিলেন। প্রিয় খেলোয়াড়দের নিয়ে একইরকম পাগলামি ছিল। একটু সামনে থেকে দেখা, স্পর্শ করার জন্য মরিয়া থাকতেন। এখনও সেই ট্র্যাডিশন জারি। দুঃখের বিষয়, এরজন্য ১১ জনকে প্রাণ হারাতে হল।

বিরাটের জন্য নিয়ম ভাঙেন রজত

ট্র্যাডিশন অনুযায়ী চ্যাম্পিয়ন অধিনায়কের ক্যামেরায় সই করার কথা থাকলেও রজত পাতিদার এগিয়ে দেন বিরাট কোহলিকে।

এদিকে, বিরাটকে সম্মান জানাতে আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার চিরাচরিত রীতি ভাঙেন ফাইনাল জেতার পর। ভিডিওয় দেখা যায়, আইপিএল জয়ী অধিনায়ক হিসেবে প্রথামাফিক ক্যামেরায় লেন্সে নিজে সই না করে বিরাটকে এগিয়ে দেন। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে শেষপর্যন্ত সই করেন বিরাট।

জিতেও অখুশি ইংল্যান্ড কোচ

বার্সেলোনা, ৮ জুন : ম্যাচে একচ্ছত্র আধিপত্য ইংল্যান্ডের। তবুও অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ অ্যান্ডোরার বিরুদ্ধে ন্যূনতম ব্যবধানে জয়। স্বাভাবিকভাবেই দলের পারফরমেন্সে খুশি নন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুচেল।

শনিবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে হ্যারি কেনের গোলে অ্যান্ডোরাকে ০-১ ব্যবধানে হারায় ব্রিটিশরা। ম্যাচ শেষে দলের খেলা নিয়ে অসন্তোষ ঝরে পড়ল টুচেলের গলায়। বলেছেন, 'দলের খেলায় আমি একেবারেই খুশি নই। আমরা শুরুটা ভালো করেছিলাম। অনেক সুযোগও তৈরি করেছি। তবে ২৫ মিনিটের পর খেলা থেকে হারিয়ে যাই। প্রথমার্ধে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারিনি।' দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয় উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ইংল্যান্ড কোচের। টুচেল বলেছেন, 'শেষ ২০ মিনিটের খেলায় আমি আরও বেশি উদ্বিগ্ন। দলের মানসিকতা আমার ভালো লাগেনি। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলব, জানিয়ে দেব ওদের থেকে কী চাই আমি।' প্রতিক্রিয়া জানাতে ইংরেজ অধিনায়ক কেন বলেছেন, 'আমরা আরও ভালো খেলতে পারি। সেরা পারফরমেন্সের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারিনি আমরা। আসলে মরশুমের শেষে এই সময়টা খুব কঠিন হয়। ক্লান্ত থাকে ফুটবলাররা।'

বিরাট আগ্রাসনকে অনুসরণ অঙ্কুরের

আহমেদাবাদ, ৮ জুন : ক্রিকেট বরাবরই প্রিয় বাংলার প্রতিভাবান প্যাডলার অঙ্কুর ভট্টাচার্যের। টেবিল টেনিসে আসার আগে পর্যন্ত ক্রিকেট নিয়েই মেতে থাকতেন তিনি। বিরাট কোহলি তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার।

সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। স্বভাবতই খুব খুশি অঙ্কুর। এই আল্টিমেট টেবিল টেনিস (ইউটিটি) ষষ্ঠ মরশুম খেলার জন্য আহমেদাবাদে রয়েছেন তিনি। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'বিরাট কোহলি আমার পছন্দের ক্রিকেটার। আমি সবসময় চেয়েছিলাম, উনি একবার হলেও আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হোন। অবশেষে এই বছর সেটা হয়েছে। আমি খুব খুশি।'

বিরাটের আগ্রাসী মনোভাব খুব পছন্দ অঙ্কুরের। তিনি বলেছেন, 'বিরাটের থেকে অনেক কিছু শিখেছি। বিশেষ করে ওঁর আগ্রাসী মনোভাব। এই ধরনের মনোভাব টেবিল টেনিসে খুব প্রয়োজন। আমার খেলাতেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে খেলার সময় প্রতিপক্ষ কে মাথায় থাকে না। তখন মনে হয়, আমি যে কোনও প্রতিপক্ষকে হারাতে পারি। আগ্রাসী মানসিকতা নিয়ে খেলতে নেমে কোনও নেতিবাচক কিছু আমার সঙ্গে ঘটেনি। বরং খেলায় অনেক সুবিধা হয়েছে।'

সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে ছিলেন অঙ্কুর। বর্ষীয়ান টিটি তারকা অচিন্ত্য শরথ কমলের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তিনি। অঙ্কুর বলেছেন, 'শরথ কমলের থেকে একটা বিষয় শিক্ষা পেয়েছি। সেটা হল, কখনও হাল ছাড়লে চলবে না। দেশের হয়ে ক্রমাগত পারফরমেন্স করা এবং অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করাটা বেশ কঠিন। সেই জন্য নিজেকে আরও শৃঙ্খল হতে হবে।'

আল্টিমেট টেবিল টেনিসে ম্যাচ জয়ের পর অঙ্কুর ভট্টাচার্য।

'আরসিবি-র হয়ে ও যদি খেলত...'

ভেঙ্কিকে নিয়ে নাইটদের খোঁচা ফ্লাওয়ারের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ।

গত মেগা নিলামে ঋষভ পন্থ (২৭ কোটি), শ্রেয়স আইয়ারের (২৬.২৫ কোটি) পর তৃতীয় সর্বাধিক দর পান ভেঙ্কটেশ আইয়ার। বিশাল অঙ্কের অর্থের সঙ্গে সহ অধিনায়কের সম্মান। যদিও বাইশ গজে দল ও সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণে চূড়ান্ত ব্যর্থ ভেঙ্কটেশ।

১১ ম্যাচে মাত্র ১৪২ রান। ব্যর্থতার তালিকা যত লম্বা হয়েছে সমালোচনা জেরবার হয়েছেন। যদিও সেই ভেঙ্কটেশের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল আইপিএল জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। ভেঙ্কটেশকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করার ইঙ্গিত রেখে কার্যত ঘুরিয়ে কাঠগড়ায় তুললেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিম ম্যানেজমেন্টকেই!

জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি প্রাক্তন এই ক্রিকেটাররের মতে, ভেঙ্কটেশের দক্ষতাকে তাঁরা সবসময় গুরুত্ব দেন। চেয়েছিলেন গত নভেম্বর জেড্ডায় অনুষ্ঠিত মেগা নিলামে কেকেআরের ব্যাটার-অলরাউন্ডারকে তুলে নিতেও। কিন্তু তা হয়নি। যদি হত, তাহলে অন্য মেজাজে এবার ভেঙ্কটেশকে দেখতে পেতেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

এক সাক্ষাৎকারে বিরাট কোহলিদের হেডকোচ বলেছেন, 'ভেঙ্কিকে আমরা সবসময় গুরুত্ব দিই। তাই ওর জন্য ঝাঁপিয়েছিলাম। আমাদের টার্গেট ছিল ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে একটা শক্তিশালী 'কোর টিম' তৈরি করা। দলের টপ অর্ডারে বাঁহাতি ভেঙ্কিকে চেয়েছিলাম ভীষণভাবে। কিন্তু ওকে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আমার ধারণা, আরসিবি-র হয়ে খেললে দুর্দান্ত একটা মরশুম কাটত ওর।'

২০২১ সালে মাত্র ২০ লক্ষ টাকায় মধ্যপ্রদেশের এই তারকাকে দলে নেয় কেকেআর। নাইট শিবিরে যোগ দেওয়ার পর ভাগ্যবদল। টপ অর্ডারে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অনিয়মিত স্পিনেও সাফল্য। ২০২৪ সালের বিজয়ী অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে ছেড়ে দেওয়ার পর ভেঙ্কটেশকে কেকেআরের নেতৃত্বের দৌড়ে অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছিল।

> আমাদের টার্গেট ছিল ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে একটা শক্তিশালী কোর টিম তৈরি করা। দলের টপ অর্ডারে বাঁহাতি ভেঙ্কিকে চেয়েছিলাম ভীষণভাবে। কিন্তু ওকে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আমার ধারণা, আরসিবি-র হয়ে খেললে দুর্দান্ত একটা মরশুম কাটত ওর।
>
> **-অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার**

নিলামে সেই তাগিদ দেখা যায় শাহরুখ খান ব্রিগেডের। আরসিবি-ও মরিয়া ছিল। ফলে দাম বাড়তে বাড়তে ২৩.৭৫ কোটিতে পৌঁছে যায়। তারপর সরে যায় আরসিবি। সূত্রের খবর, এবারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর আগামীবার হয়তো ভেঙ্কটেশকে ছেড়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ফের ভেঙ্কিকে নেওয়ার জন্য আরসিবি চেষ্টা করবে। ফ্লাওয়ারের এদিনের বক্তব্য যেন সেই সম্ভাবনার দরজাটা খোলা রাখল।

নিজেদের প্রস্তুতির উপর আস্থা রাখছেন সন্দেশ-ছাঙ্গতে

বদলে যাওয়া হংকংকে গুরুত্ব

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুন : এএফসি-র বিচারে আগামী মঙ্গলবার গ্রুপ 'সি'-র সেরা ম্যাচ হংকংয়েই হতে চলেছে।

এই গ্রুপের সর্বোচ্চ র‍্যাংকিংয়ের দুই দল ওইদিন মুখোমুখি হবে। ১২৭ নম্বরে থাকা ভারত ড্রয়ের সময়ে ছিল পট ওয়ানে। সেখানে হংকং (১৫৩) ছিল পট টুয়ে। আপাতত দুই দলই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ভারত যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র করে ১ পয়েন্ট পেয়েছে, সেখানে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হংকংয়ের একই ফল। এমনকি দুইটি ম্যাচ গোলশূন্য শেষ হওয়ায় গোলপার্থক্যও একই। আর তাছাড়া আজকাল কোচরা যেটা বলে থাকেন, সেটা বাস্তবেই সত্যি। সামনের দিকে থাকা দলগুলি ছাড়া ফিফা র‍্যাংকিং দেখে-শক্তি দুর্বলতা যাচাই করা মূর্খামি। তাই হংকংয়ের থেকে তালিকায় অনেক এগিয়ে থাকলেও আদৌ ভারত শক্তিতে এগিয়ে আছে কিনা, প্রশ্ন উঠছে সেটা নিয়েই। হংকংয়ের জন্য অবশ্য ১০ তারিখ একটা ঐতিহাসিক দিন। সেটা ম্যাচের জন্য তো বটেই। কারণ ম্যাচটা জিতলে তারা ৫৯ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ তৈরির পথে খানিকটা এগোবে। তেমনি আবার ৫০ হাজার আসনবিশিষ্ট কাই তাক স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হবে এই ম্যাচ দিয়ে। কাই তাক স্পোর্টস কমপ্লেক্স, যা হংকংয়ের সবচেয়ে বড় স্পোর্টস কমপ্লেক্স, তার অংশ এই স্টেডিয়াম। যা তৈরি হয়েছে হংকংয়ের পুরোনো বিমানবন্দরকে পুনর্নবীকরণ করে। ছাদ সরিয়ে নেওয়া যায়। এমনকি ফুটবল মাঠের ক্ষতি না করে টেকনলজির সাহায্যে আরও কয়েকটি খেলা এবং গানবাজনার জন্য ব্যবহার করার মতো বিশেষ ব্যবস্থাও আছে এই স্টেডিয়ামে।

১৯৫১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত-হংকংয়ের মধ্যে ২৪ বার দেখা হয়েছে। যা পঁচিশতমবার হতে চলেছে। হেড টু হেডে ভারত ৯ ম্যাচ জিতে আপাতত এগিয়ে। সাতটা ম্যাচ ড্র। তবে ১৯৫৭ সালে একটা প্রীতি ম্যাচ ছাড়া ওদেশে খেলতে গিয়ে আর জেতেনি ভারতীয় দল। তেমনি আবার এই ২০২২ সালেই অর্থাৎ সদ্যই হংকংকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৪-০ গোলে হারানোর স্মৃতি টাটকা। সন্দেশ ঝিংগান অবশ্য ওই ম্যাচ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েও এখনকার পরিবর্তিত দলের কথা টেনে আনেন, 'ওই ম্যাচ আমরাই কর্তৃত্ব রেখে জিতি। তবে তারপর থেকে হংকং অনেকটা বদলে গিয়েছে। নতুন কোচই শুধু নয়, প্রচুর নতুন ফুটবলার এখন ওদের দলে। তাই ম্যাচটা আদৌ সহজ হবে না। ওই ম্যাচের কথা মনে করে আত্মতুষ্ট হওয়ার তো কোনও জায়গাই নেই। আসলে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিটি ম্যাচই কঠিন। বিশেষ করে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলা। আমরা নিজেদের সেরা প্রস্তুতি নিয়েছি এবং মঙ্গলবার পুরো পয়েন্ট পাওয়ার চেষ্টাই করব।'

অ্যাসলে ওয়েস্টউডের কোচিংয়ে হংকং যেমন ভালো করছে তেমনি ফিফা তালিকায় এগিয়ে থাকা দেশ, সলোমন আইল্যান্ড ও ফিলিপিন্সের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচে জয়ের অর্থ তারা পারে বলে মনে করছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, 'হংকংয়ের বিপক্ষে খেলা সহজ নয় কারণ ওদের ডিফেন্স সংগঠনটা খুবই ভালো। ওরা দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে উঠতে পারে। তাছাড়া ওদের কোচের ভারতীয় ফুটবলারদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে। তবে আমাদেরও কিছু পরিকল্পনা আছে। যা মাঠে নেমে আমাদেরই কার্যকর করতে হবে। যদি সঠিক মানসিকতা এবং খিদে নিয়ে যাই তাহলে নিশ্চয় ম্যাচটা জিতব।' এদিন গোটা দল ছাঙ্গতের ২৮তম জন্মদিন পালন করে।

পাসিং অনুশীলনে আয়ুষ দেব ছেত্রীর সঙ্গে সন্দেশ ঝিংগান। রবিবার।

নেইমারের করোনা

স্যান্টোস, ৮ জুন : এমনিতেই চোট-আঘাত নেইমারের নিত্যসঙ্গী। এবার দোসর করোনা।

আল হিলাল ছেড়ে স্যান্টোসে ফেরার পরও কিছুতেই যেন থিতু হতে পারছেন না ব্রাজিলিয়ান তারকা। গত এপ্রিলে চোট পাওয়ার পর প্রায় মাস দেড়েক মাঠের বাইরে ছিলেন। সুস্থ হয়ে সপ্তাহখানেক আগে পুনরায় মাঠে ফিরলেও ফের ধাক্কা খেলেন। এবার করোনার কবলে নেইমার।

স্যান্টোসের তরফে তাঁর কোভিড আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার থেকেই নেইমারের শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দেয়। এরপর পরীক্ষা করা হলে রিপোর্টে জানা যায় ৩৩ বছরের ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারের শরীরে করোনা বাসা বেঁধেছে। যদিও তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক নয় বলেই জানিয়েছে স্যান্টোস। ব্রাজিলের ক্লাবটি বিবৃতিতে লিখেছে, 'উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর থেকেই নিভৃতবাসে রয়েছেন নেইমার। নিজের বাড়িতেই বিশ্রামে রয়েছেন।' যদিও তিনি সুস্থ হয়ে কবে মাঠে ফিরবেন সেই ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় বৃহস্পতিবার ফোর্তলেজার বিরুদ্ধে ম্যাচে নেইমারের খেলার সম্ভাবনাই ছিল না। মাঝে ক্লাব বিশ্বকাপ। স্যান্টোস আবার ম্যাচ খেলবে জুলাইতে। এদিকে, ৩০ জুন স্যান্টোসের সঙ্গে নেইমারের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অর্থাৎ চুক্তি বাড়লে তবেই স্যান্টোসের জার্সিতে আবার দেখা যাবে তাঁকে। প্রত্যাবর্তনের পর ব্রাজিলের শীর্ষ লিগের ক্লাবটির হয়ে এখনও মাত্র ১২টি ম্যাচ খেলেছেন নেইমার। বাকি সময়টা চোট-আঘাতেই কেটে গিয়েছে। এখন স্যান্টোসে তাঁর চুক্তির মেয়াদ বাড়ে কি না সেটাই দেখার।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ শ্রীমন্তী বসাক : জীবন পথের তরী বয়ে চলুক দূর হতে-অনেক দূরে, সঙ্গে নিয়ে চলুক সাফল্য-খুশি আর আনন্দ। সেখানে থাকুক বড়দের আদর, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। এই কামনাই রইল তোমার দ্বিতীয় শুভ জন্মদিনে। বাবা-অরিন্দম, মা-প্রতিমা, দাদু-সুশীল অধিকারী, জেঠু, কাকা, পিসি, পিসা, মাসি, মেসো, ভাই-বোন-ঠাম্মা-আলপনা বসাক, আশিস বসাক। ভোটপাট্টি।

সবুজের অভিযানের ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুন : সবুজের অভিযানের অনূর্ধ্ব-১৮ সামার ভ্যাকেশন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেট রবিবার শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকরা ৭ উইকেটে জিতেছে চম্পাসারি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। প্রথমে চম্পাসারি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৮১

ম্যাচের সেরা শুভম দাস।

রান করে। তাদের সর্বাধিক ১৫ রান সিদ্ধার্থকুমার শাহের। ম্যাচের সেরা শুভম দাস ৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। ভালো বোলিং করেছে শিবম মল্লিকও (১৩/২)। জবাবে সবুজের অভিযান ১৩.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। পতিত সরকার করে ২৩ রান। সবুজের অভিযানের ক্রীড়া সচিব কিশোর ভগৎ জানিয়েছেন, ১২টি দলকে নিয়ে লিগ কাম নকআউট ফরম্যাটে ১০ দিন প্রতিযোগিতাটি চলবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্লাবের সভাপতি পরিমল রায়, সচিব বিশ্বজিৎ সরকার প্রমুখ।

সুপার ডিভিশনে জয়ী জেওয়াইসিসি

জলপাইগুড়ি, ৮ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার জেওয়াইসিসি ৫-৩ গোলে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। জেওয়াইসিসি-র তাপস রায়, স্নেহাশিস রায়, অগ্রদীপ রায়, দীপঙ্কর রায় এবং নবীন হক গোল করেন। মিলনের গোলস্কোরার সাগর রাই, চিরঞ্জিৎ শীল ও সুমিত দাস। ম্যাচের সেরা স্নেহাশিস রায়।

দীর্ঘতম ফাইনালে জয় আলকারাজের

চ্যাম্পিয়ন হয়ে পাশে বসলেন নাদালের

প্যারিস, ৮ জুন : রাফায়েল নাদালকে দেখেই বড় হয়েছেন। গত বছর প্রথমবার ফরাসি ওপেন জিতে নাদালের উত্তরসূরি হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রবিবার খেতাব রক্ষা করে স্প্যানিশ কিংবদন্তি নাদালের পাশে বসে পড়লেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। চলতি শতাব্দীতে গুস্তাভো কুয়েরতেন ও নাদালের টানা অন্তত দুইবার ফরাসি ওপেন জেতার কৃতিত্ব রয়েছে। এদিন ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্টে ফাইনালে বিশ্বের পয়লা নম্বর ইতালির জানিক সিনারকে ৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে হারিয়ে নাদালদের তালিকায় নাম লেখালেন আলকারাজ। ফরাসি ওপেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম ফাইনাল জিতে ২২ বছরের আলকারাজের পক্ষে স্কোরলাইন ৪-৬, ৬-৭ (৪/৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩), ৭-৬ (১০/২)।

এদিন কোর্টে নেমেই রেকর্ডবুকে নাম তুলেছিলেন সিনার ও আলকারাজ। কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের খেতাবি লড়াইয়ে প্রথমবার ২০০০ সালের পর জন্মানো দুই খেলোয়াড়

অবিশ্বাস্য জয়ের পর কোর্টেই শুয়ে পড়লেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

মুখোমুখি হয়েছিলেন। সুরকির কোর্টে র‍্যাকেট হাতে গ্র্যান্ড স্ল্যামের অন্যতম মহাকাব্যিক ম্যাচ উপহার দিলেন বর্তমান টেনিসের দুই পোস্টারবয়।

মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে ৭-৪ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে এদিন নেমেছিলেন বিশ্বের দুই নম্বর আলকারাজ। সঙ্গে ছিল গতবার রোলাঁ গারোয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আত্মবিশ্বাস। কিন্তু অন্যরকম ভেবে রেখেছিলেন ইতালির সিনার। গত বছর ফরাসি ওপেনে সিনারকে সেমিফাইনালে আলকারাজের কাছেই পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হারতে হয়েছিল। ফলে এদিন সিনার বাড়তি তাগিদ নিয়ে শুরু করেন। প্রথম সেটের প্রথম চারটি গেমে লড়াই সমানে সমানে ছিল। কিন্তু পঞ্চম গেমে সিনারের সার্ভিস ব্রেক করে এগিয়ে যান আলকারাজ। কিন্তু পরের গেমে আলকারাজকে 'ভাঙেন' সিনার।

এখান থেকেই ভুল করতে শুরু করেন আলকারাজ। স্প্যানিশ তারকার অন্যতম শক্তি নেট প্লে ও নিখুঁত ড্রপ শট। এদিন আলকারাজের এই দুইটি অস্ত্রকে অনেকটাই ভোঁতা করে দিয়েছিলেন সিনার। যার ফলে আলকারাজ প্রথম সেটে হতোদ্যম হয়ে পড়েন। সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথম সেট ৬-৪ গেমে জিতে নেন সিনার। দ্বিতীয় সেটে প্রথম কয়েকটি গেমে আলকারাজের ভুলের মাত্রা বেড়ে যায়। নিটফল, ৭-৬ (৭/৪) গেমে সেট জিততে অসুবিধা হয়নি সিনারের।

> **কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে প্রথমবার ২০০০ সালের পর জন্মানো দুই খেলোয়াড় মুখোমুখি হলেন।**

এখান থেকেই প্রত্যাবর্তন শুরু হয় আলকারাজের। শারীরিক সক্ষমতায় সিনার ও আলকারাজকে একই শ্রেণিতে রাখা হয়। এদিন দুইজনেই চূড়ান্ত ফিটনেসের নমুনা রাখলেন। প্রতিটি গেমে একে অপরের শক্তিকে মাপলেন। সিনারের নাছোড় মনোভাব ও বিস্ফোরক টেনিসকে কাউন্টার করতে নিজের আগ্রাসনকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান কার্লোস। তৃতীয় ও চতুর্থ সেট জিতে ম্যাচ ডিসাইডারে নিয়ে যান তিনি। পঞ্চম সেট একতরফাভাবে আলকারাজের। টাইব্রেকারে ১০-২ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান তিনি।

খলিলের ৪ উইকেট ● অর্ধশতরান অভিমন্যুর

দুই ইনিংসেই রান পেলেন না যশস্বী

ভারত 'এ'-৩৪৮ ও ১৬৩/৪
ইংল্যান্ড লায়ন্স-৩২৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

নর্দাম্পটন, ৮ জুন : মেঘ, বৃষ্টি, রোদ্দুর। 'এ' দলের দ্বৈরথেও ইংল্যান্ডের অদ্ভুতুড়ে আবহাওয়ার খেল। দ্বিতীয় চারদিনের বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিনের সকালে যে কন্ডিশনের পুরোদস্তুর ফায়দা ভারতীয় বোলাররা তুললেও মাঝের সেশনে ছবিটা ঘোরানোর প্রয়াস প্রতিপক্ষের টেলএন্ডারদের। আর শেষ সেশনটা বরাদ্দ ছিল বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিমন্যু ঈশ্বরণের জন্য। তিন নম্বরে নেমে তিনি ৯২ বলে ৮০ রানের ইনিংসে প্রথম টেস্টের একাদশে ঢোকার দাবি জোরদার করে দিলেন। এদিকে, ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্টের চিন্তা বাড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এদিন মাঠ ছেড়েছেন জোশ টাঙ্গ।

ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াইয়ের ফল, ভারতীয় 'এ' দলের ৩৪৮ রানের জবাবে ইংল্যান্ড লায়ন্স ৩২৭। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে তৃতীয় দিনের শেষে ভারত দাঁড়িয়ে ১৬৩/৪। প্রথম ইনিংসে ১৭ করেছিলেন। আজ ৫ রানে যশস্বী জয়সওয়াল আটকে যান। অর্ধশতরান করে আউট হন লোকেশ রাহুল (৫১)। ১৫ রান করেন করুণ নায়ার। ক্রিজে ধ্রুব জুরেল (৬) ও নীতীশ কুমার রেড্ডি (১)।

প্রথম দুইদিনের মতো প্রতি সেশনে রংবদলের খেলা। রাশ আলগা করার রাস্তা নেই। ২০ জুন হেডিংলিতে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের আগে যার আগাম সতর্কবার্তা নর্দাম্পটনে 'এ' দলের চলতি চার দিনের ম্যাচে।

৮০ রানের ইনিংসে নিজের দাবি জোরদার করে নিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

তৃতীয় দিনে আজ প্রথম সেশনটা ভারতের। সৌজন্যে বাঁহাতি জোরে বোলার খলিল আহমেদ। এদিন ১৯২/৩ স্কোরে খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। কিন্তু খলিলের ধাক্কায় এক সময় দশ রানের ব্যবধানে চার উইকেট খুইয়ে ২১৯/৩ থেকে ২২৯/৭ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক জেমস রিউ (১০) ও জর্জ হিলকে (০) টানা দুই বলে ফেরান খলিল। পরে ক্রিস ওকসের উইকেটও নেন।

যদিও ২২৯/৭ থেকেই প্রতিরোধ প্রতিপক্ষ দলের টেলএন্ডারদের। শেষ তিন ব্যাটার ফারহান আহমেদ (৩১), টাঙ্গ (৩৬) ও এডি জ্যাক (১৬) রুখে দাঁড়ায়। শেষ ৩ উইকেটে ৯৮ রান যোগ করে ৩২৭-এ পৌঁছে যায় লায়ন্স। খলিল চারটি এবং তুষার দেশপান্ডে দুইটি উইকেট নিয়েছেন। টেস্ট দলে থাকা শার্দূল ঠাকুর ১৫ ওভার হাত ঘোরালেও উইকেটহীন।

ডব্লিউটিসি জয়ে বাউচারের বাজি স্টাবস, রিকেলটন

সামির বলে আউট হয়ে ছুটিতে স্মিথ

লন্ডন, ৮ জুন : মাঝে আর দু'দিন। তারপরই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে লর্ডসে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অজিদের লক্ষ্য খেতাবরক্ষা। প্রোটিয়া শিবিরের চোখ ১৯৯৮ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ফের আইসিসি ট্রফিতে। এই অবস্থায় একদিকে ফাইনালে নামতে যখন মুখিয়ে রয়েছেন অজিদের অন্যতম ভরসা স্টিভেন স্মিথ, তখন অন্যদিকে প্রাক্তন প্রোটিয়া খেলোয়াড় এবং কোচ মার্ক বাউচারের আবার ডব্লিউটিসি জিততে অন্যতম বাজি হলেন ট্রিস্টান স্টাবস এবং রায়ান রিকেলটন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর কেউ ব্যস্ত ছিলেন আইপিএল খেলতে, তো কেউ আবার খেলছিলেন কাউন্টিতে। কিন্তু স্মিথ, অজি সতীর্থদের মধ্যে যার 'বদনাম' রয়েছে অতিরিক্ত ব্যাটিং করেন বলে, কার্যত ছিলেন আড়ালেই। তাঁর নিজের কথাতেই, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে মহম্মদ সামির ফুলটস বলে বোল্ড হওয়ার পর গত তিন মাসে আমি আর ব্যাট ছুঁইনি। এমনিতে বাড়িতেও আমি নিজের সামনে একটি ব্যাট রেখে দিই, আর সুযোগ পেলেই সেটা নিয়ে শ্যাডো প্র্যাকটিস করি। কিন্তু শেষ তিনমাসে আমি এসব কিছুই করিনি, আর সেটা সচেতনভাবেই।'

তাহলে এই শেষ তিন মাসে তিনি কী করছিলেন? স্মিথ জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্কে তিনি তাঁর নতুন ফিজিক্যাল ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে ফিটনেস নিয়ে কাজ করছিলেন। আর তারপর ব্যাট হাতে সোজা ফাইনালের প্রস্তুতি নিতে এসে। আর অস্ট্রেলিয়া দলের প্র্যাকটিসে পৌঁছেই তিনি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডকে জানান, যদি কালই মাঠে নামতে হয় আমি তার জন্যও সম্পূর্ণভাবে তৈরি। এমনিতে লর্ডসে স্মিথের রেকর্ড যথেষ্টই ঈর্ষণীয়। এখানে খেলা শেষ ম্যাচেও শতরান হাঁকিয়েছিলেন তিনি। সেই স্মিথকেই ফাইনালের আগে ব্যাট করতে এইভাবে মুখিয়ে থাকা প্রোটিয়াদের জন্য মোটেও ভালো খবর নয়।

ফাইনালের প্রস্তুতি নিতে চলেছেন স্টিভেন স্মিথ।

প্রোটিয়াদের প্রাক্তন কোচ বাউচার আবার শিরোপা জিততে ভরসা রাখছেন দলের দুই উইকেটকিপার-ব্যাটারের ওপর। তাঁর কথায়, 'রিকেলটন ২০২২ সালেও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল (সেই সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ ছিলেন বাউচার স্বয়ং)। ও ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। আর সদ্যসমাপ্ত আইপিএলেও মুম্বইয়ের হয়ে খেলার সময় ও নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। আর স্টাবস তো গত ঘরোয়া মরশুমে নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে নির্বাচকদের বাধ্য করেছে ওকে আবার টেস্ট দলে ফিরিয়ে আনতে।'

সেইসঙ্গে বাউচার মনে করেন সাউথ আফ্রিকা যদি এবারের ডব্লিউটিসি জিততে পারে, তাহলে সেটা তাদের দেশের ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। সেইসঙ্গে মুক্তি মিলবে 'চোকার্স' তকমা থেকেও।

তারুণ্যে জোর লাল-হলুদের

কলকাতা, ৮ জুন : দলবদলের বাজারে তারুণ্যে জোর ইস্টবেঙ্গলের।

টিমের হেড অফ ফুটবল থংবই সিংটোর পরামর্শেই এবার দল গড়ছে লাল-হলুদ। বিশেষত ভারতীয় ফুটবলারদের বাছাইয়ের দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই। সিংটোর নজরে রয়েছেন আই লিগে নজরকাড়া একাধিক ফুটবলার। এরমধ্যে চূড়ান্ত হওয়ার পথে রাজস্থান এফসি-র মার্তণ্ড রায়না। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী মরশুমে লাল-হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে ২৪ বছরের এই দীর্ঘদেহী ডিফেন্ডারকে। পাশাপাশি চার্চিল ব্রাদার্সের লামগাউলেন হ্যাংসিং দীর্ঘদিন ধরে ইস্টবেঙ্গলের নজরে রয়েছেন। কেরালা ব্লাস্টার্স কথাবার্তা চালাচ্ছে আমাদিদা সাদিকুর সঙ্গে। এদিকে সেভিয়ার গামার সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধি করল ওড়িশা এফসি। ২০২৮ পর্যন্ত চুক্তি হল তাঁর সঙ্গে। ওড়িশা ছাড়লেন জেরি লালরিনজুয়ালা।

নেশনস লিগে তৃতীয় ফ্রান্স

মিউনিখ, ৮ জুন : নেশনস লিগে তৃতীয় স্থানে শেষ করল ফ্রান্স। রবিবার স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারিয়ে দেয় জার্মানিকে। ৪৫ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে এগিয়ে দেন ফ্রান্সকে। ৮৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মাইকেল ওলিসে।

লর্ডসের 'দখল' গিল-পন্থদের

-খবর এগারোর পাতায়

'আমাকে শ্রেয়সের চড় মারা উচিত ছিল'

প্রথম বল ফুলটস, ভাবেননি শশাঙ্ক

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : 'ভাইয়া যদি ওই ফুলটস বলটায় ছক্কাটা মারতে...'

ড্রেসিংরুম থেকে টিম হোটেল। সর্বত্র এই একটা কথাই শুনতে হয়েছে শশাঙ্ক সিংকে। আইপিএল ফাইনালে প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন পাঞ্জাব কিংসকে। কিন্তু শেষ ওভারে জ্যাজেলউডের একটি ফুলটস বল মারতে গিয়ে মিস করেন তিনি। মজার বিষয়, শেষপর্যন্ত পাঞ্জাব কিংস ৬ রানেই ফাইনালটা হেরেছে। তারপর থেকে চতুর্দিকে ফুলটস বলে ছয় মারার আক্ষেপ নিয়েই কথা শুনতে হয়েছে শশাঙ্ককে।

যদিও প্রথম বলটাই যে ফুলটস আসবে, একদমই আশা করেননি পাঞ্জাব কিংসের এই ব্যাটার। শশাঙ্ক বলেছেন, 'আমি ভেবেছিলাম, জোশ হ্যাজেলউড প্রথম বলটা ইয়র্কার দেবে। সেই মতো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু বলটা যে ফুলটস আসবে, একদমই ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে, ব্যাট-বলে ঠিকঠাক সংযোগ করতে পারলে বলটা ছয় হতে পারত।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আগে সবাই আমার ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করত। এখন ড্রেসিংরুম থেকে হোটেল, সবাই আমাকে ওই ফুলটস বলমিসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এটা আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের এক পর্যায়ে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের ক্রোধের মুখে পড়েছিলেন শশাঙ্ক। ওই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রান আউট হয়েছিলেন পাঞ্জাবের এই ব্যাটার। তবে এই রানআউটের জন্য শ্রেয়সের তাঁকে চড় মারা উচিত ছিল বলে মনে করেন শশাঙ্ক। তিনি বলেছেন, 'আমাকে চড় মারা উচিত ছিল শ্রেয়সের। আমি রানআউটের সময় বেশ ক্যাজুয়াল ছিলাম। একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমার কাছ থেকে এমন আচরণ দল প্রত্যাশা করেনি। পরে শ্রেয়স আমাকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছে। আমার বাবাও এই ঘটনার জন্য বেশ কিছুদিন কথা বলেননি।' পরে অধিনায়ক শ্রেয়সের প্রশংসা করে শশাঙ্ক বলেছেন,

> আমাকে চড় মারা উচিত ছিল শ্রেয়স আইয়ারের। আমি রানআউটের সময় বেশ ক্যাজুয়াল ছিলাম। একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমার কাছ থেকে এমন আচরণ দল প্রত্যাশা করেনি। পরে শ্রেয়স আমাকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছে। আমার বাবাও এই ঘটনার জন্য বেশ কিছুদিন কথা বলেননি।
>
> -শশাঙ্ক সিং

ফাইনালে পুরস্কার পেয়েও মন ভরেনি পাঞ্জাব কিংসের শশাঙ্ক সিংয়ের।

'শ্রেয়স অধিনায়ক হিসেবে দুর্দান্ত। তরুণ খেলোয়াড়দের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। তাদের থেকে পরামর্শ চায়। সব খেলোয়াড়কে সমান চোখে দেখে শশাঙ্ক।'

ড্র দিয়ে ব্রাজিলে কোচিং শুরু করে হতাশ কার্লো আন্সেলোত্তি।

আন্সেলোত্তিতেই আস্থা অ্যালিসনের

সাও পাওলো, ৮ জুন : কার্লো আন্সেলোত্তি তো ছোঁয়ায় রাতারাতি ব্রাজিল ফুটবল যে হারানো গৌরব ফিরে পাবে তা তো নয়। তার জন্য সময় প্রয়োজন।

দুইদিন আগে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্রয়ের পর ব্রাজিল সমর্থকদের কাছে আন্সেলোত্তিকে সময় দেওয়ার অনুরোধ জানান ভিনিসিয়াস জুনিয়র। এবার ঘুরে-ফিরে সেই একই সুর ব্রাজিলের গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকারের গলায়। তিনি মনে করছেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর ইতিমধ্যেই দলের ওপর প্রভাব বিস্তার শুরু করেছেন ইতালিয়ান কোচ। যার সুদূরপ্রসারী সুফল মিলবে।

আন্সেলোত্তি তো আর জাদুকর নন যে, তিনি দায়িত্ব নিয়েই দলের ভোল বদলে দেবেন। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা দলটা সব ম্যাচ জিততে যাবে। তাই অ্যালিসনের ব্যাখ্যা, 'ফুটবল একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তাই রাতারাতি সব বদলে যাবে এমন প্রত্যাশা করা কখনোই ঠিক নয়।' তাঁর মতে আন্সেলোত্তি প্রথম নজর দিয়েছেন রক্ষণের দিকে। একই সঙ্গে দলের মধ্যে জেতার মানসিকতা তৈরি ও সাজঘরের খোলামেলা পরিবেশ ফেরানোর চেষ্টা করছেন। অ্যালিসন বলছেন, 'আন্সেলোত্তির উপস্থিতি বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের উপকৃত করবে। ওঁর কোচিং কেরিয়ারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাই এটা জাতীয় দল বলে আলাদা কিছু নয়।' বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে দক্ষিণ আমেরিকা বিভাগের পয়েন্ট টেবিলে এই মুহূর্তে ব্রাজিলের অবস্থান ৪ নম্বরে। কাজেই দেশকে '২৬ বিশ্বকাপের ছাড়পত্র এনে দেওয়াই এখন প্রথম লক্ষ্য অ্যালিসনের।

পিএসজি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতায় খুশি এমবাপে

মিউনিখ, ৮ জুন : আরাধ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার জন্য প্যারিস সাঁ জাঁ ছেড়েছিলেন এমবাপে। তাঁর রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া নিয়ে বিগত কয়েক বছরে উত্তাল হয়েছিল ফরাসি ফুটবল মহল। অনেক টালবাহানার পর এমবাপে এই মরশুমের শুরুতে ফ্রি ট্রান্সফারে রিয়ালে যোগ দেন।

কিন্তু রিয়ালে যোগ দিয়েও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার সৌভাগ্য হয়নি এমবাপের। উলটে তাঁর

লুইস হ্যামিল্টনের সঙ্গে ভিডিও গেমে মেতে কিলিয়ান এমবাপে।

প্রাক্তন দল পিএসজি প্রথমবারের জন্য ইউরোপ সেরার খেতাব জিতেছে। অবশ্য প্রাক্তন দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় খুশি এমবাপে। তিনি বলেছেন, 'পিএসজি চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আমি খুব খুশি। ওরা যোগ্য দল হিসেবেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমি যখন ছিলাম, পিএসজি তখন অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ওই সময় আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবকয়টি ধাপ পার করেছিলাম। কিন্তু ফাইনালে জয় পাইনি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমার মনে পড়ছে না, এর আগে কখনও পিএসজি ৫-০ গোলে এগিয়ে ছিল। এই মুহূর্তে ওরা ইউরোপের সেরা দল। পিএসজি-কে হারাতে এখন সব দলই মুখিয়ে থাকবে।'

গত মরশুমে পিএসজির সর্বাধিক গোলদাতা ছিলেন এমবাপেই। এই মরশুমে তাঁকে ছাড়াই পিএসজি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। এই নিয়ে কোনও আক্ষেপ অবশ্য নেই ফরাসি অধিনায়কের। এমবাপে বলেছেন, 'আমাকে ছাড়াই পিএসজি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। এটা ভালো দিক। তবে এই নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। আমার মনে হয়, প্রত্যেকের কেরিয়ারে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আসে। সেইগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হবে।'

ব্যালন ডি'অরের জন্য স্বদেশীয় ওসমানে ডেম্বেলেকে সমর্থন করছেন এমবাপে। তিনি বলেছেন, 'ব্যালন যুদ্ধে আমার ভোট ডেম্বেলেকে। এটা জলের মতো পরিষ্কার।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের ইউজেন লামা।

ড্র রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার গ্রুপ 'এ'-তে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ গোলশূন্য ড্র করেছে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবের সঙ্গে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত ম্যাচে সেরা নির্বাচিত হয় রামকৃষ্ণের ইউজেন লামা পেয়েছেন জেবলরঞ্জন মজুমদার ট্রফি। সোমবার গ্রুপ 'এ'-তে বান্ধব সংঘ মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নের।

ক্যারাটে শিবির

চালসা, ৮ জুন : আশিহারা ক্যারাটে ডু-কাইকানের উদ্যোগে ও অল ইন্ডিয়া গোজোরিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশনের দুইদিনের ক্যারাটে বেল্ট গ্রেডিং শিবির রবিবার শুরু হয়। গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ মাঠে গোজোরিউ ক্যারাটে ডু-কাইকান ইন্ডিয়ার সহ সভাপতি দীপক ভুজেল জানিয়েছেন, শিবিরে ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে ৫০০ জন অংশ নিয়েছে।

ভেটেরান্স ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন প্রধাননগর

ফালাকাটা, ৮ জুন : ফালাকাটা ভেটেরান্স ক্লাবের দুইদিনের ভেটেরান্স ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি প্রধাননগর ভেটেরান্স ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে আলিপুরদুয়ার ভেটেরান্স ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে আলিপুরদুয়ার ৩-১ গোলে ফালাকাটার বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রধাননগর ১-০ গোলে গঙ্গারামপুর সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাইনালের সেরা শিলিগুড়ি প্রধাননগরের সুভাষ দত্ত। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের পীযূষ সাহা। সেরা গোলকিপার ফালাকাটার ঝুলন আইচ। সেরা মিডফিল্ডার প্রধাননগরের সুদীপ রায়। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে গঙ্গারামপুর সোনালি অতীত।

ট্রফি নিয়ে প্রধাননগর ভেটেরান্স ক্লাব। -ভাস্কর শর্মা

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি থেকে প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ অর্থ জিতে আমি সত্যিই ধন্য বোধ করছি। আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে এমন কিছু ঘটবে এবং আমি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবো। এই জয় আমাকে সেই সকল স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দিয়েছে যা একসময় অনেক দূরে মনে হত। আমাকে নতুন করে জীবন গড়ে তোলার সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা রাজু ঘোষ - কে 28.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64J 18572 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।